কিশোর চিলার
তিন গোয়েন্দা

মহাকাশের কিশোর

রকিব হাসান

স্বপ্নটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিল না রবিন।
বাজপাখি 'জ্যাক' জানাল আজব স্বপ্ন
সে-ও দেখে: কাতর হয়ে কে যেন ডাকে।
সাহায্য চায়।
কিশোর, মুসা আর জিনাও যখন
একই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল,
গুরুত্ব না দিয়ে আর পারা গেল না।
সাগর যাত্রায় তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা।
ডলফিন রূপে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিশোর চিলার
তিন গোয়েন্দা

মহাকাশের কিশোর

রকিব হাসান

gronon.com

grohon.com

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১ ও ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১ ও ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১ ও ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষার বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, রাত্রি ভয়ঙ্কর, গোপন ফর্মূলা, সৈকতে সাবধান, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো, গ্রেট কিশোরিয়োসো, গ্রেট মুসাইয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ, চাঁদের ছায়া, অপারেশন অ্যালিগেটর, প্রত্নসন্ধান, দুর্গম কারাগার, মানুষ ছিনতাই, নিষিদ্ধ এলাকা, সময়-সুড়ঙ্গ, পিশাচ কন্যা, ডাকাত সর্দার, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা, জবর দখল, যুদ্ধযাত্রা, সীমান্তে সংঘাত, স্বর্গদ্বীপ, সি সি সি, নেকড়ের গুহা, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর, ডীপ ফ্রিজ, তাসের খেলা।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ

ষড়যন্ত্র ১, ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, সাবাস অয়ন! সাবাস জিমি!! কালো মেঘ, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ

যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘণ্টী, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ

মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

কিশোর হরর সিরিজ

অতৃপ্ত প্রেতাত্মা, বৃক্ষমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জল্লাদের হাসি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস, বেড়ালের কান্না, মমির অভিশাপ, বিপজ্জনক বর্ম, ডাইনীর চোখ, অদৃশ্য আততায়ী, জিন্দালাশ, রত্নগড়ের রহস্য, আকাশপ্রেত, নকল জ্যোতি।

এক

অনেক রাত। বিছানায় থাকার কথা রবিনের। তার বদলে গিয়ে ঢুকল ওদের গোলাঘরে। কাঠবিড়ালী হওয়ার জন্যে।

নতুন কেনা হয়েছে ওদের এই বাড়িটা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। একটা ওয়াইল্ডলাইফ ক্লিনিক খোলা হয়েছে এখানে। একটা বড় গোলাঘরের মধ্যে। জন্তু-জানোয়ারের হাসপাতাল। নাম দেয়া হয়েছে মিলফোর্ড'স ওয়াইল্ডলাইফ ক্লিনিক।

রবিনের বাবা সংবাদপত্রে কাজ করেন। মা শখের প্রকৃতিবিদ। ইদানীং রকি বীচ চিড়িয়াখানায় চাকরি নিয়েছেন।

জন্তু-জানোয়ারের প্রতি একটা আকর্ষণ আগে থেকেই ছিল রবিনের। হাসপাতালটা হওয়ার পর অনেক বেড়েছে সেটা। জখম হওয়া প্রাণীদের এনে রাখা হয় এখানে। সেবা-যত্ন আর চিকিৎসা করে ভাল করে তুলে ছেড়ে দেয়া হয় ওদের নিজস্ব প্রাকৃতিক জগতে।

ম্লান আলোয় আলোকিত বিশাল ঘর। মাথার ওপরে সিলিং থেকে ঝুলছে কয়েকটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব। রবিনের চারপাশে অসংখ্য পাখির খাঁচা। করুণ বিলাপের সুরে ডাকতে থাকা ঘুঘু

grohon.com

থেকে শুরু করে সোনালি ঈগল ও আরও অনেক জাতের পাখি আছে। ওড়ার সময় ঘুঘুটা একটা চলন্ত বাসের জানালায় বাড়ি খেয়ে আহত হয়েছিল। আর ঈগলটা বিদ্যুতের তারে লেগে খেয়েছিল বৈদ্যুতিক শক।

গোলাঘরের আরেক পাশে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা। ছোট-বড় নানা জাতের জানোয়ার আছে ওগুলোতে। আহত কাঠবিড়ালী ও বেজি থেকে শুরু করে অপোসাম, খটাশ, হরিণ এমনকি দুটো নেকড়েও রয়েছে। নেকড়ে দুটোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ওগুলোর কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে বেঁধে রাখা হয়েছে কয়েকটা ঘোড়া। ঘোড়ার মত বড় প্রাণীও নেকড়েকে ভয় পায়। ঘোড়াগুলো জখমী নয়। রবিনদের পোষা জানোয়ার।

গোলাঘরের মধ্যেই রয়েছে একটা অপারেটিং রুম ও দুটো ছোট ছোট রিকভারি রুম।

এত রাতে রবিনের গোলাঘরে আসার কারণ, একটা পক্ষীচোরকে পাকড়াও করা। তা ছাড়া ঘুমাতেও পারছিল না। ঘুমালেই স্বপ্ন দেখে। সাধারণ স্বপ্নের মত নয়। অস্বস্তিতে ভরা অদ্ভুত সে-স্বপ্ন।

দু'রাত আগে একটা বনমুরগী নিয়ে গেছে চোরে। গতরাতে নিয়েছে একটা হাঁস। চোরের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারেনি সে। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হয়েছে তার কাছে। কি ভাবে ধরা যায় ভাবতে ভাবতে গোলাঘরে পাহারা দেয়ার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছে তার। আর পাহারাটা দিতে চায় অদ্ভুত উপায়ে। কাঠবিড়ালী হয়ে গিয়ে চুপ করে ঘাপটি মেরে থাকবে কড়িকাঠে।

ওখান থেকে দেখবে কে ঢোকে ঘরে।

খাঁচা খুলে একটা কাঠবিড়ালীকে বের করে আনল সে। নাম রেখেছে কিটি। জখম মোটামুটি শুকিয়ে গেছে ওটার।

'চুপ, কিটি, শান্ত হ!' ছটফট করতে থাকা কাঠবিড়ালীটার পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল রবিন। 'কষ্ট দেব না তোকে। ইকটু ব্যথাও লাগবে না তোর।'

পকেট থেকে কয়েকটা কাজুবাদাম বের করে রাখল কিটির মুখের কাছে। একটা বাদাম মাটিতে পড়ে গেল।

কাঠবিড়ালীটাকে বের করার উদ্দেশ্য, ওটার ডি এন এ সংগ্রহ করা। ওটাকে ছোঁয়ার ফলে কিছু ডি এন এ ঢুকে গেছে শরীরে। গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে নিজের মানব-দেহটাকে রূপান্তরিত করে কাঠবিড়ালীতে পরিণত হতে পারবে এখন রবিন।

কিছু কিছু রূপান্তর সহজ। কিছু আছে ভয়ঙ্কর। যেমন, কিছুদিন আগে ঘোড়া হয়েছিল সে। খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু যখন ট্রাউট মাছ হলো, উফ্, সে-অভিজ্ঞতা ভয়াবহ! সারাটাক্ষণ মগজের মধ্যে কেবল একটাই ভয় কাজ করছিল, কেউ ওকে ধরে খেয়ে ফেলবে।

কাঠবিড়ালী হতে কেমন লাগবে?–নিজেকে প্রশ্ন করল রবিন।

পার্কে, বনে-বাদাড়ে বহু কাঠবিড়ালী দেখেছে সে। কি কাণ্ড ওগুলো করে, লক্ষ করেছে। সদা-সতর্ক প্রাণী কাঠবিড়ালী। এদিক তাকায়, ওদিক তাকায়, চারপাশে কড়া নজর। সারাক্ষণ যেন চিন্তা চলে মাথায়: *অ্যাই, কি রে ওটা! বিপদ না তো? আর ওটা কি? খাবার নাকি!*

রূপান্তরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে রবিন জানে,

grohon.com

কাঠবিড়ালীতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটার ভয় আর নার্ভাসনেস এসে চেপে ধরবে ওকে। অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হওয়ার অনেকগুলো বিপজ্জনক দিকের মধ্যে একটা হলো, শুরুতে সেই প্রাণীটার মগজ প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, ওটার মন আর অনুভূতি বহাল থাকে যতক্ষণ মানব-মস্তিষ্ক ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।

কাঠবিড়ালীর ডি এন এ জোগাড় করে কিটিকে আবার খাঁচায় ভরে রাখল রবিন। অভিনিবেশ শুরু করল। প্রথমে মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলল একটা কাঠবিড়ালীর ছবি। মগজকে তাগিদ দিতে শুরু করল: *কাঠবিড়ালী হয়ে যাও! কাঠবিড়ালী হয়ে যাও!...হও!...হও!...হও!*

অকস্মাৎ শুরু হলো পরিবর্তন। তার মানব-দেহটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতে শুরু করল। অদ্ভুত, বিচিত্র এক অনুভূতি। মেঝেটা তীব্র গতিতে ছুটে আসছে তার দিকে। ছাতটা সরে যাচ্ছে দূরে। দরজার হাতলগুলো আগের জায়গাতে রইল না আর। হঠাৎ করেই ওগুলো উঠে গেল মাথার ওপর।

দেহের উচ্চতা দুই ফুটে নেমে আসার পর হাত দুটো বাহুমূল থেকে সেঁধিয়ে যেতে শুরু করল দেহের মধ্যে। খাটো থেকে খাটোতর হয়ে চলল পা দুটো। হাতে আঙুল পাঁচটাই আছে, তবে দেহের তুলনায় অতিরিক্ত ছোট।

কান দুটো মাথার অনেকখানি ওপরে উঠে যেন ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। অবিশ্বাস্য দ্রুত সারা দেহে গজিয়ে উঠল বাদামী লোম। মুখটা সামনের দিকে ঠেলে লম্বা হয়ে গেল। আগাটা চোখা।

পা দুটোও হাতের মত করেই দেহের মধ্যে ঢুকে খাটো হয়ে গেল। এতক্ষণ খাড়া ছিল দেহটা। এখন উপুড় হয়ে পড়ে গেল গোলাঘরের সিমেন্টের মেঝেতে।

মোটা রোমশ একটা লেজ গজাল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রবিন, রোমশ ফোলা লেজটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে রয়েছে পিঠের ওপর।

চমৎকার! ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও এই ঘটনা কল্পনা করতে পারবে না কেউ। অথচ বাস্তবেই দিব্যি কাঠবিড়ালী হয়ে বসে আছে সে।

চারপাশে তাকাল। আশপাশের দুনিয়াটা লাগল অদ্ভুত। বিচিত্র। মানুষের চোখ দিয়ে দেখা জগতের চেয়ে আলাদা।

হঠাৎ করেই মাথার মধ্যে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল যেন কাঠবিড়ালী মগজ।

বাপরে! কি সাংঘাতিক! দেহটা শক্তিতে ভরপুর!

দেহের মধ্যে যেন লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধীর গতির মানব-মগজের মধ্যে ঘটতে থাকল যেন ভয়ানক বিস্ফোরণ।

প্রচুর শব্দ কানে আসতে লাগল, মানুষ থাকার সময় যেগুলো আসেনি।

সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল চারপাশে। নানা রকম শিকারী প্রাণী ঘিরে রেখেছে ওকে।

খাবারের গন্ধ পেল।

বাদাম! বাদাম! আহ্!

মেঝেতে পড়ে থাকা বাদামটা দেখতে পেল সে। টুক করে গিয়ে মুখে তুলে নিল।

grohon.com

সারা মেঝেতে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল কাঠবিড়ালী-রবিন।
বাতাস শুঁকছে ক্রমাগত।
নতুন শিকারীর গন্ধ পেল।
বাদামটা ছাড়ল না। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেই দৌড় মারল।
সোজা গিয়ে উঠতে শুরু করল খাড়া দেয়াল বেয়ে।
আর ঠিক ওই মুহূর্তে দেখা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল জ্যাকি।

দুই

রবিনের মাথার ওপর দিয়ে খড়ের মাচার ফাঁক গলে উড়ে এল বাজপাখিটা।

তখনও রবিনের মানুষের মগজ পুরোপুরি সচল হয়ে ওঠেনি। কাঠবিড়ালীর মগজটাই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। তাই জ্যাকিকে চিনতে পারল না।

তার কাছে জ্যাকি এখন লাল-লেজ বাজপাখি ছাড়া আর কিছু না। শিকারী পাখি। মুক্ত শিকারী। ঘরের অন্য পাখিগুলোর মত খাঁচায় বন্দি নয়। সুতরাং বিপজ্জনক।

অনেক ওপরে ঘরের চালার আড়ার কাছে উড়ে বেড়াতে লাগল বাজপাখিটা। ধরতে পারলে মারাত্মক নখ আর বাঁকা ঠোঁট দিয়ে মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে রবিনের

কাঠবিড়ালী-দেহটাকে।

ভয়ঙ্কর বাজপাখির দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ওর ওপর, না তাকিয়েও সেটা বুঝতে পারছে সে।

পালাও! পালাও! পালাও!

মাথার মধ্যে আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল ওর কাঠবিড়ালী-মগজ।

ওর মানুষের মগজ কাঠবিড়ালীর মাথায় বসে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এটুকু বুঝতে পারছে, কাঠবিড়ালীর মগজটার ওপর যত দ্রুত সম্ভব প্রাধান্য বিস্তার করে বাগে আনতে হবে ওটাকে। কিন্তু মগজটা ভীষণ ক্ষমতাশালী।

ঘরের মধ্যে শিকারী বাজ! ওর দিকে নজর! এ সব মুহূর্তে কি করতে হবে ভাল করেই জানে মগজটা।

নিজের দেহটাকে নিয়ে খাড়া দেয়াল বেয়ে ছুটল। কাঠের দেয়ালের ছোট ছোট ফাঁক-ফোকর আর চেরার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে নখগুলো। রকেট গতিতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। কাঠবিড়ালী হওয়ার আগে কল্পনাই করতে পারেনি, খাড়া দেয়াল বেয়ে এ ভাবে ওপর দিকে উঠে যাওয়ার অনুভূতিটা কি সাংঘাতিক হতে পারে। দেয়ালটাকে মনে হচ্ছে মেঝের মত। তবে সমতল মেঝে ধরে দৌড়ানো, আর খাড়া দেয়াল বেয়ে ছোটা এক কথা নয়। দেয়াল বেয়ে ওঠাটা ভীষণ রোমাঞ্চকর।

একটা বর্গার ওপর বসে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে জ্যাকি। নজর রবিনের দিকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন। বরফের মত জমে গেল। লেজের একটা লোমও কাঁপল না। দেয়াল আঁকড়ে নিথর হয়ে রইল সে।

grohon.com

কিন্তু থাকতে পারল না এ ভাবে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকতে দেয় না কাঠবিড়ালী মগজ।

চট করে একবার পাশে তাকিয়েই দিল মস্ত এক লাফ। উড়ে গিয়ে পড়ল দশ ফুট দূরে ঘোড়া রাখার স্টলের ওপরে একটা কাঠের বর্গার ওপর।

দিয়েই বুঝল ভুল করে ফেলেছে। নড়াটা উচিত হয়নি। দেখে ফেলেছে জ্যাকি। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল খুলে যাচ্ছে ওর বিশাল ডানা দুটো। দুই পায়ের নখ সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পাথরের মত তীব্র গতিতে নিচে পড়তে শুরু করেছে পাখিটা।

প্রায় একই সময়ে আরেকটা নতুন নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। অনেক বড় একটা জানোয়ার চোরের মত চুপি চুপি গোলাঘরের বেড়ার একটা আলগা তক্তা ঠেলে ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিল মাথাটা। উঁকি দিল ভেতরে। ঠিক রবিনের নিচেই রয়েছে জীবটা। বুদ্ধিমান, সতর্ক চেহারাটা উঁচু করে ওর দিকে তাকাল।

শিয়াল!

হাঁস চোর!

কিন্তু সে-সব ভাবার সময় নেই এখন রবিনের। রূপান্তরিত হবার পর সাধারণত মিনিটখানেক লাগে নতুন প্রাণীটার মগজ দখল করে মানুষের মন প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু এ মুহূর্তে এক মিনিট সময়ও নেই ওর হাতে।

ঝাঁপ দিল জ্যাকি।

মুহূর্তে যেন নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে। পাখির খাঁচার প্রতিটি পাখি তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। পাশের ঘরে নেকড়েটারও যেন ইচ্ছে করল সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লম্বিত

একটা হাঁক ছাড়তে। ঘোড়াগুলোও নীরব রইল না।

বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল রবিন। লক্ষ্য একটা ঘোড়ার স্টলের খড়ে ঢাকা মেঝে। স্টলের কাছাকাছিই রয়েছে শিয়ালটা।

মেঝেতে পড়েই দৌড় দিল রবিন।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটে এল শিয়ালটা।

জন্তু-জানোয়ারের মুখ দিয়ে মানুষের স্বর বের করা সম্ভব না। থটস্পীকের মাধ্যমে মগজ থেকে মগজে কথা চালান করে দিল রবিন। 'জ্যাকি, বাঁচাও!'

'রবিন! তুমি!' জবাব দিল জ্যাকি।

বাঁয়ে বাউলি কাটল রবিন।

শিয়ালটাও বাউলি কাটল।

রবিনের কাঠবিড়ালী দেহের চেয়ে দ্রুত তার গতি। প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা। বেয়ে উঠে যাওয়ার মত কোন কিছু যদি না পায় এখন রবিন, মরতে হবে।

'আগে জানালে না কেন?' জ্যাকি বলছে। 'শিয়ালটার মত আমিও তো তোমাকে খাওয়ার মতলব করছিলাম।'

'কাঠবিড়ালীর পাগলা মগজটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বহুত বেগ পেতে হয়েছে।...কিছু একটা করো, জ্যাকি!...বাঁচাও আমাকে।'

খটাস্ করে রবিনের লেজের কাছে বন্ধ হলো শিয়ালটার চোয়াল। লেজের ফোলানো লোমে দাঁতের স্পর্শ পেল রবিন।

পাখা মেলল জ্যাকি।

ডাইভ দিয়ে পড়ল ওপর থেকে।

তীরবেগে ছুটে এল শিয়ালটার দিকে।

grohon.com

বাজপাখির বিশাল ছায়া চোখে পড়ল শিয়ালটার। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

শিয়ালটার নাকে-মুখে কয়েকটা আঁচড় কেটে তীব্র গতিতে সরে গেল জ্যাকি।

এখানে থাকলে ওরকম আঁচড় আরও খেতে হবে বুঝে তাড়াতাড়ি বেড়ার ফোকরের দিকে সরে গেল শিয়ালটা, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল।

আবার গিয়ে ঘরের বর্গায় বসল জ্যাকি। বাজপাখির চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রবিনের দিকে। 'রবিন, এই মাঝরাতে গোলাঘরের মধ্যে কাঠবিড়ালী হওয়ার শখ হলো কেন তোমার?'

ততক্ষণে মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে রবিন। 'গত কয়েক দিনে বেশ কিছু পাখি খোয়া গেছে। কার কাজ, দেখতে এসেছিলাম। শিয়ালটাই চোর। তুমি না থাকলে এতক্ষণে ওটার পেটে আমারও যাওয়া লাগত। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'হুঁ।' ঠোঁট দিয়ে ডানার পালক সমান করতে লাগল জ্যাকি।

অর্ধেক মানুষ হয়ে গেছে রবিন। পা দুটো লম্বা হতে শুরু করেছে। মানুষের মুখটা ফেরত আসেনি এখনও। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কি করছ, জ্যাকি? কাঠবিড়ালী খেতে এসেছিলে?'

'কাঠবিড়ালী হোক, কিংবা অন্য কিছু। মানুষ তো আর হতে পারছি না সহজে। না খেয়ে বাঁচতেও পারব না। কাজেই স্বাভাবিক লাল-পালকওয়ালা বাজপাখির খাবার যা, এখন আমার খাবারও সেটাই।'

জ্যাকির জন্যে দুঃখ হলো রবিনের। জবাব খুঁজে পেল না।

মুখটা ঠিক হয়ে গেছে ওর। প্রায় স্বাভাবিকই হয়ে গেছে দেহ,

কিন্তু লেজটা তখনও মিলায়নি।

'মানুষের লেজ! হাহ্ হাহ্ হা!' শব্দ হলো না। থটস্পীকের মাধ্যমে রবিনের মগজে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল জ্যাকির হাসিটা। 'একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে দারুণ হত...' থেমে গেল সে। ঘাড় কাত করল। 'কিসের শব্দ?'

রবিনও কান খাড়া করল। মানুষের শ্রবণশক্তি এত দুর্বল! অন্য যে কোন প্রাণী মানুষের চেয়ে ভাল শোনে।

তবে মুহূর্ত পরে রবিনও শুনতে পেল শব্দটা। মানুষের গলা।

'অ্যাই, ভেতরে কে রে!'

রবিনের বাবার গলা।

হেসে বলল জ্যাকি, 'আঙ্কেল তোমার লেজ দেখলে...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গোলাঘরের দরজা। বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিন।

ঘুমজড়িত চোখে মিটমিট করে তাকাচ্ছেন মিস্টার মিলফোর্ড। হাতে টর্চ। 'রবিন! এখানে কি করছ, এত রাতে?'

লেজটা দুই হাতে ধরে লুকানোর চেষ্টা করল রবিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষে রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য করে দিতে চাইছে। 'না না, বাবা, কিছু না...ঘুম আসছিল না তাই...'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'অনেক রাত হয়েছে, ঘরে যাও...'

'যাচ্ছি।'

দ্বিধা করছেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'রবিন! ঘোরো তো?'

'ঘুরব?'

'হ্যাঁ, ঘোরো।'

grohon.com

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রবিন। লেজের শেষ অংশটুকুও মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে।

'আশ্চর্য!' আনমনে বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'স্পষ্ট দেখলাম একটা লেজ...'

'স্বপ্ন দেখেছ, বাবা,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

বাবা চলে যেতে ধপ করে খড়ের গাদার ওপর বসে পড়ল রবিন। জ্যাকিকে বলল, 'বিছানা ছাড়াটাই ঠিক হয়নি আজ রাতে। কিন্তু থাকতেও পারছিলাম না বিছানায়। পাখি হারানোর রহস্য তো আছেই...তার ওপর আজব স্বপ্ন...চোখ বুজলেই এক আজব স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল...'

'স্বপ্ন!' বেশ আগ্রহী মনে হলো জ্যাকিকে। 'কি স্বপ্ন?'

'সাগরের স্বপ্ন...অদ্ভুত...'

'সাগরের স্বপ্ন!' প্রতিধ্বনি করল যেন জ্যাকি। 'স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল কি, একটা কণ্ঠ পানির নিচ থেকে ডাকছে তোমাকে?'

গোলাঘরের গরমের মধ্যেও হঠাৎ করেই শীত লাগতে শুরু করল রবিনের। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কি করে?'

তিন

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মুসা, 'সাগরের কোন স্বপ্নই আমি দেখিনি।

বরং দেখেছি বিছানার চাদর গলায় পেঁচিয়ে আমাকে দম আটকে মারার চেষ্টা চলছে। তারপর দেখলাম অনেক ওপর থেকে পড়ে গেছি। নিচে পড়ে দেখি ইংল্যান্ডের রাজার আস্তাবলে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলছি...'

'রাজার সঙ্গে কথা বলছ!' ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকাল জিনা। জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করে আফসোসের ভঙ্গি করল।

'হ্যাঁ, দেখেছি,' ভুরু নাচাল মুসা। 'তাতে এমন আফসোসের কি হলো?'

'অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই গিয়ে ডাক্তার দেখাও।' মুসার অলক্ষে রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল জিনা।

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ আমি পাগল! তাই না? পাগল?'

'তা ছাড়া আর কি?'

কথা হচ্ছে জিনাদের বাড়িতে বসে। রবিন যে রাতে কাঠবিড়ালী হয়েছে তার পরদিন। এ বাড়িটায় জিনার বাবা-মা খুব একটা থাকেন না। তাঁরা থাকেন গোবেল বীচে। মাঝেসাঝে কোন কাজ পড়লে আসেন এখানে। জিনা শহরে থেকে স্কুলে পড়ালেখা করে। জিনাদের এ বাড়ির কেয়ারটেকার একজন মহিলা। তার নাম মিসেস ক্যামেরুন।

দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় গ্রুপ ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হতে লাগল রবিনের। ওদের ছবি। রবিন, কিশোর, মুসা, জিনা ও রাফিয়ানের ছবি। ভিনগ্রহবাসী জিথারিয়ানদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তোলা। সুখেই ছিল তখন ওরা। এখনকার মত সারাক্ষণ এত তীব্র দুশ্চিন্তা আর প্রাণভয়ে থাকতে হতো না।

grohon.com

জিথারিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে দেখাও হলো, আর হঠাৎ করেই যেন ঢুকে পড়ল এক ভয়ের জগতে। সার্বক্ষণিক আতঙ্ক এখন ক্রমাগত পিছু তাড়া করছে ওদের। শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। সব সময় ভয় আর ভয়।

জিনাদের বাড়িতে আগের মত একসঙ্গে আসার সাহস পায়নি। আলাদা আলাদা ভাবে যার যার মত করে এসেছে। বার বার তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে, কেউ ওদের অনুসরণ করছে কিনা। মিসেস ক্যামেরুন বাইরে গেছে কিনা সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে। এমনকি জিনাদের বাড়িতে ঢোকার পরও জ্যাকিকে পাঠিয়েছে আশেপাশে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্যে। আকাশের অনেক ওপর থেকে গিয়ে দেখে এসেছে জ্যাকি।

আতঙ্ক, প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও সেই সঙ্গে জীবন বাঁচানোর লড়াই–এই হয়েছে এখন ওদের জীবন।

অদ্ভুত স্বপ্নের কথা সবাইকে জানিয়েছে জ্যাকি আর রবিন। বলেছে সাগরের নিচ থেকে আসা কণ্ঠস্বরের কথা। কেউ ওদের ডাকছে, সে-কথা।

তবে রবিন আর জ্যাকি বাদে আর কেউ এ ধরনের স্বপ্ন দেখেনি।

জিনা বলল, 'মনে হচ্ছে গত কয়েক দিনের ঘটনায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমাদের। জিথার আর ভারেকরা মিলে স্নায়ুর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। সে-জন্যে উদ্ভট স্বপ্নও দেখা শুরু করেছি...'

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না আমি।' ব্যাগ থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট টেনে বের করল সে।

'সিনেমা?' অবাক হলো মুসা। 'এ সময়?'

'না, সিনেমা না,' কিশোর বলল। 'কাল রাতে লেট নাইট নিউজটা দেখেছ কেউ?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা, 'আমি মুভি চ্যানেলটা থেকে সরিনি। একটা দুর্দান্ত ছবি দেখাচ্ছিল...'

চোখ তুলে ছাতের দিকে তাকাল কিশোর। ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। মুখ নামিয়ে জিনার দিকে তাকাল, 'জিনা, নিচে তোমাদের ভিসিআরটা আছে না?'

'আছে।'

'চলো।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নামতে শুরু করল ওরা। জ্যাকির সিঁড়ি বেয়ে নামতে অসুবিধে হয়। ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে নামতে লাগল সে।

'এই, জ্যাকি,' মুসা বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম তোমাকে। বাজপাখিরা কি সী-গালের মত উড়তে উড়তে পিচিক্ করে দেয়?'

'দেয় না বলা যাবে না,' থটস্পীকের মাধ্যমে গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিল জ্যাকি। 'তবে সেটা নির্ভর করে কার মাথার ওপর দিয়ে ওড়া হচ্ছে তার ওপর। রাগিও না কিন্তু বলে দিলাম। শেষে চিরকাল হ্যাট মাথায় দিয়ে চলতে হবে তোমাকে।'

জিনাদের লিভিংরুমে নেমে এল ওরা।

টেলিভিশনটা অন করে দিল কিশোর। ভিসিআর-এ ক্যাসেট

grohon.com

ঢোকাল।

'ছোট্ট একটা গল্প শুনতে পাবে এখন,' জানাল সে। 'খবর দেখতে দেখতে একটা বিশেষ জায়গায় এসে ইনটারেস্টিং মনে হওয়ায় আমি ভিসিআরের রেকর্ড বাটন টিপে দিয়েছিলাম।'

সাঁতারের পোশাক পরা একজন বুড়ো লোককে দেখা গেল পর্দায়। হাতের জিনিসটা দেখে মনে হলো কোনও ধরনের ধাতুর টুকরো।

'বুড়ো মানুষের প্রতি আগ্রহী হলাম কবে থেকে?' ফোড়ন কাটল মুসা।

তার কথায় কান দিল না কিশোর। 'হাতের জিনিসটা সৈকতে কুড়িয়ে পেয়েছে ওই লোকটা। দু'দিন আগে ঝড়ের সময় ঢেউয়ে এনে ফেলেছিল। দেখো।'

লোকটার হাতের জিনিসটার ওপর ফোকাস করল ক্যামেরা। জিনিসটা দুই ফুট লম্বা, ফুটখানেক চওড়া। আরও জুম করল ক্যামেরা। জিনিসটার গায়ে আঁকা অক্ষর দেখা গেল। অদ্ভুত, অপরিচিত, বিচিত্র বর্ণমালা।

হঠাৎ কালো হয়ে গেল টেলিভিশনের পর্দা। ছবি শেষ।

অফ করে দিল কিশোর।

'হুঁ। দেখলাম তো,' মুসা বলল। 'তা এটা দেখিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইলে?'

'প্রিন্স ফুকটুনের স্পেসশিপের ভেতরে এই বর্ণমালা দেখেছি আমি,' কিশোর বলল।

শিরশির করে শীতল শিহরণ বয়ে গেল রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে। প্রিন্স নরখান বরিমাউল ফুকটুন। জিথার গ্রহ থেকে

এসেছিল। কিশোরকে ঢুকতে বলেছিল তার স্পেসশিপের মধ্যে। নীল একটা বাক্স আনতে বলেছিল। জিথারিয়ানদের অত্যাধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে তৈরি বাক্সটার রয়েছে অত্যাশ্চর্য এক ক্ষমতা। এটার সাহায্যেই দেহ-রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে তিন গোয়েন্দা।

হাসি বন্ধ হয়ে গেছে সবার। মুসাও আর হাসছে না।

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'ধাতুর ওই টুকরোটা কোনও জিথারিয়ান স্পেসশিপের ভাঙা টুকরো।'

কি যেন কি ঘটে গেল রবিনের মধ্যে। চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। পড়ে যেতে শুরু করল সে। কার্পেটের ওপর পড়ে যাওয়ার আগেই লাফ দিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল মুসা।

চার

পড়ছে! পড়ছে! পড়ছে!

সাগরে পড়ে যাচ্ছে রবিন।

ঝপাং! পড়ে গেল পানিতে।...তলিয়ে যাচ্ছে নীলচে-সবুজ পানিতে। রোদের আলোয় ঝলমলে পানি।

'এই তো আমি,' একটা কণ্ঠ ডেকে বলল ওকে। 'এখানে...বেশিক্ষণ আর বাঁচতে পারব না...আমার ডাক তোমার

grohon.com

কানে গেলে···এসো!···আমার ডাক তোমার কানে গেলে···এসো! ···আমার ডাক তোমার কানে গেলে···'

ঝটকা দিয়ে চোখ মেলল রবিন। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোরকে। উদ্বিগ্ন।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। জিনার কানে রিসিভার। নম্বর টিপতে যাচ্ছে।

'জেগে গেছে!' বলে উঠল কিশোর।

জিনা বলল, 'অ্যামবুলেন্স···'

'না না!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'দরকার নেই আর। প্রয়োজন না পড়লে অহেতুক অ্যাম্বুলেন্স ডাকাডাকি···মস্ত রিস্ক হয়ে যাবে আমাদের জন্যে।'

'নাহ্, অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই,' উঠে বসল রবিন। 'আমি ঠিক হয়ে গেছি।'

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে এখনও তার। এ ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই।

জ্যাকিকে মেঝেতে মরার মত ডানা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখল সে। চিৎকার করে উঠল।

ফিরে তাকাল সবাই। এতক্ষণ রবিনকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকায় জ্যাকিকে দেখতে পায়নি।

পরীক্ষা করে দেখে বলল কিশোর, 'না, মরেনি।'

হঠাৎ করে রবিনের মতই চোখ মেলল জ্যাকি। বাজপাখির বাদামী চোখ মেলে তাকাল। সজাগ হয়ে গেল মুহূর্তে। মানব দেহের মত দুর্বল নয় বাজপাখির দেহ।

জ্যাকিকে উঠতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

স্পীক-থটের মাধ্যমে কথা বলল জ্যাকি, 'আজব কাণ্ড! কি যে ঘটে গেল বুঝতেই পারলাম না!'

'আমারও একই অবস্থা হয়েছিল,' রবিন বলল। 'অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। সেই আজব স্বপ্নটা দেখলাম আবার। তবে এবার আরও স্পষ্ট শুনেছি কণ্ঠটা।'

'আমিও,' জ্যাকি বলল।

'আশ্চর্য!' আনমনে বিড়বিড় করল জিনা। 'তোমরা কোন স্বপ্নের কথা বলছ, বুঝতে পারছি না। তবে তোমরা বেহুঁশ হয়ে থাকার সময় আমার শরীরটাও জানি কেমন করে উঠেছিল। অদ্ভুত এক অনুভূতি।'

'আমারও,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ, আমারও।'

'বললে পাগল ভাববে আমাকে,' জ্যাকি বলল। 'কিন্তু না বলেও পারছি না। কে যেন দূর থেকে রেডিও সিগন্যাল পাঠাতে থাকল আমার কাছে। সাহায্য চাইতে লাগল।'

'পানির মধ্যে রয়েছে সে,' রবিন বলল, 'পানির নিচে। সিগন্যালটা এবারে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।'

'ঘটনাটা কাকতালীয় হতেই পারে না,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'স্বপ্ন নয়। আমি জানি না কি দেখছ তোমরা, তবে ওটা নিছক স্বপ্ন হতেই পারে না। আমি তোমাদের মত ঘোরের মধ্যে চলে যাইনি বটে, তারপরেও কিছু একটা অনুভব করেছি। মনে হচ্ছিল কেউ যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছে।'

'পুরো ব্যাপারটাই খুব রহস্যময়,' মুসা বলল। 'এখন কি করব আমরা?'

grohon.com

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন, তোমার স্বপ্নের কণ্ঠটা কি মানুষের গলার স্বরের মত ছিল?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হলো রবিন। 'না তো! কেন?'

'মানুষের কণ্ঠস্বর না হলেও মানেটা বুঝতে পারছিলাম,' জ্যাকি জানাল।

'ভারেক না তো?' সন্দেহ জাগল জিনার।

স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করল রবিন। মাথার মধ্যে সিগন্যালের শব্দটা শুনতে চাইল আবার। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না।

'জিথার!' বলে উঠল জ্যাকি। 'প্রিন্স ফুকটুন যে ভাষায় কথা বলেছে আমাদের সঙ্গে, এটাও ঠিক সেই একই ভাষা।'

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল রবিন। 'এটাই জবাব। জিথার।'

জিথার! ভাবছে সবাই সেই দিনটির কথা। যেদিন জিথারদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওদের।

রাতের বেলা সেদিন মল থেকে বাড়ি ফিরছিল ওরা: রবিন, মুসা, কিশোর, জিনা ও জ্যাকি। পরিত্যক্ত বিশাল কনস্ট্রাকশন সাইটটার পাশ দিয়ে। ওই সময় মাথার ওপর উদয় হয়েছিল জিথারিয়ানদের স্পেসশিপ।

মাটিতে নামল ওটা। বেরিয়ে এল জিথারিয়ান প্রিন্স নরখান বরিমাউল ফুকটুন। বিশাল মহাকাশের কোন্ এক সুদূর কোণে ভারেকদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারাত্মক জখম হয়েছিল। নামতে বাধ্য হয়েছিল পৃথিবীতে।

ভারেকদের পৃথিবীতে পৌঁছানোর ভয়াবহ খবরটা প্রিন্সই গোয়েন্দাদের দিয়ে গেছে। সাবধান করে দিয়ে গেছে, পৃথিবী

এখন বিপন্ন। ভয়ঙ্কর এই প্রাণীগুলো কি ভাবে অন্য প্রাণীকে বশ করে, সে-খবর জানিয়ে গেছে। মানুষ কিংবা অন্য যে কোন প্রাণীর কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে মগজটাকে গ্রাস করে ফেলে ভারেকরা। মগজে প্রাধান্য বিস্তার করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় দেহটা। গোলামের মত ব্যবহার করে। এই সব গোলামের নাম রাখে ওরা কন্ট্রোলার।

ভারেকদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে গোয়েন্দাদেরকে একটা ভয়ানক ক্ষমতাশালী অস্ত্র দিয়ে গেছে প্রিন্স। সেই অস্ত্রটা হলো, দেহ-রূপান্তরের ক্ষমতা।

সে-রাতে আতঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে থেকে দেখেছে ওরা, ভারেক-নেতা ভিকুন থ্রী কি ভাবে নেমে এসেছিল আকাশ থেকে, খুন করেছিল বেচারা জিথার প্রিন্সকে।

প্রিন্সকে টুকরো টুকরো করার সময়কার দৃশ্যটা কল্পনা করে কেঁপে উঠল রবিন। নীরবতা ভেঙে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, জ্যাকির অনুমান ঠিক। জিথারিয়ানই। পানির নিচ থেকে ডাকছে আমাদের।'

আবার দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

তারপর জিনা বলল, 'পৃথিবীবাসীকে সাহায্য করতে চেয়েছিল জিথারিয়ান প্রিন্স। ভারেকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে গেছে। তাই আমাদের এখন উচিত হবে পানির নিচে আটকে থাকা সেই জিথারিয়ানবাসীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে উদ্ধার করা।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

grohon.com

হালকা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে কিশোরের ঠোঁটে। বলল, 'একেবারে আমার মনের কথাটা বলে ফেলেছে জিনা।'

জ্যাকির দিকে তাকাল কিশোর। 'জ্যাকি, তুমি কি বলো?'

'আমার মতামতের কোন দাম নেই এ ক্ষেত্রে। পানির মধ্যে আমি তো কোন সাহায্য করতে পারব না। তবে, জিজ্ঞেস যখন করলে, ওকে উদ্ধার করে আনার বাক্সেই ভোট পড়বে আমার।'

'চলো তাহলে, সৈকতে গিয়ে দেখে আসি আমরা কোন সূত্র পাই কিনা।'

পাঁচ

'কিশোর, তুমি কি বুঝতে পারছ, খবরের কাগজের ওই রিপোর্টটা দেখে আমরা যদি এসে থাকতে পারি, কিছু কিছু কন্ট্রোলারও এসে হাজির হতে পারে?' এই নিয়ে অন্তত বারো বার কথাটা বলল মুসা।

'হ্যাঁ, মুসা,' অসীম ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'তবে আসার কারণটাও তো বার বার বলছি তোমাকে। সাগরের কাছাকাছি এলে রবিন আর জ্যাকির অনুভূতিটা হয়তো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে।'

'ওদের স্বপ্নে দেখা মেসেজের অনুভূতির কথা বলছ তো?' মুসা বলল। 'তারমানে, ওদের দু'জনের স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে এখন

সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদেরকে! অথচ আমার স্বপ্নটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হচ্ছে। স্বপ্নটার কথা বলিনি বুঝি তোমাকে? বেশ, এখন বলছি। আমি দেখেছি, নিরাপদে আমি বসার ঘরে বসে বসে চিপস খাচ্ছি আর টেলিভিশন দেখছি। স্বপ্নটার মানে বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু এসেছি যখন, খোঁজাখুঁজি না করে এখন বাড়ি ফিরছি না আমি।'

সৈকতে এসেছে ওরা। সেই সৈকত, যেখানে অদ্ভুত ধাতুর টুকরোটা পাওয়া গিয়েছিল। যেটাকে জিথারিয়ান স্পেসশিপের টুকরো বলে সন্দেহ করছে কিশোর।

রাত হয়ে গেছে। আকাশে একফালি চাঁদ। কালো ঢেউগুলোকে রহস্যময় রূপালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। পানি ছুঁয়ে বয়ে এল নোনা বাতাস। অপূর্ব এক শান্তির পরশ বুলিয়ে গেল যেন দেহে। সাগরের পাড়ে এলে সব সময়ই এ রকম অনুভূতি হয় কিশোরের।

সাগরের চেয়ে বড় কিছু নেই। পৃথিবীতেই রয়েছে। অথচ সাগরের কাছে এলে কিশোরের মনে হতে থাকে এ যেন পৃথিবী নয়, অন্য কোনও গ্রহ। অদ্ভুত, বিচিত্র এর প্রাণিজগৎ আর উদ্ভিদ। ডাঙার মতই পানির নিচে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, গুহা, সমভূমি। কিন্তু পানির ওপরিভাগ দেখে সে-সব কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই।

পানির কিনার ধরে হাঁটছে সে। ঢেউ এসে আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে পায়ের আঙুল। গোড়ালি ধরে টান দিচ্ছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ের নিচ থেকে কেমন শিরশির করে বালি সরে যায়। বিচিত্র এক দারুণ অনুভূতি।

grohon.com

সাগরের বিশালত্বের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র, বড়ই ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল তার।

রবিনের দিকে তাকাল সে। 'রবিন, কিছু টের পাচ্ছ? কোনও ধরনের নতুন অনুভূতি?'

'কেমন বিব্রত বোধ করছি আমি,' জবাব দিল রবিন। 'বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।'

'তা তো লাগবেই,' ফোড়ন কাটল মুসা। 'জটিল মানসিক রোগ হলে শুনেছি এ রকম লাগে মানুষের। তোমার আসলে ডাক্তার দেখানো দরকার...'

'ওকে নাহয় দেখানো গেল,' বাধা দিয়ে বলে উঠল জিনা। 'কিন্তু জ্যাকিকে? ওকে দেখাবে কি করে? বাজপাখির কথা তো বুঝতে পারবে না ডাক্তার।'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল মুসা।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' আবার বলল জিনা, 'রবিন আর জ্যাকিই শুধু কেন? ওরাই কেন সঙ্কেতটা ভালমত টের পাচ্ছে, মেসেজ ধরতে পারছে, আমরা একেবারেই পারছি না?'

মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'আমি জানি না। সত্যিই বুঝতে পারছি না। একটা ব্যাপার হতে পারে। ধরা যাক, তুমি একজন জিথারিয়ান। সাহায্যের আবেদন পাঠাতে চাও। কার কাছে পাঠাবে? নিশ্চয় আরেক জিথারিয়ানের কাছে।'

'কিন্তু জ্যাকি তো জিথারিয়ান নয়,' জবাব দিল রবিন। 'আর আমিও জিথারিয়ান নই।'

'জানি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এই যোগাযোগটা, সেটা যা-ই হোক, সম্ভবত রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। হতে

পারে যাদের এই ক্ষমতাটা বেশি, তাদের শব্দ শোনার ক্ষমতাও বেশি। বোঝা যাচ্ছে, জিথারিয়ানদের শ্রবণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর, মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।'

'কিন্তু এখনও বুঝলাম না, আমি আর জ্যাকিই কেন...'

'বলছি। শোনো, জ্যাকি চিরকালের জন্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর তোমার রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ারকে অতিরিক্ত ভালবাস তুমি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে—আমার তো মনে হয়, মানুষের চেয়ে বেশি। তাতে মনের দিক থেকে অর্ধেক রূপান্তর তো তোমার হয়েই আছে...'

হঠাৎ করেই ওদের মাথার ওপরে উড়ে এল একটা কালো ছায়া। জ্যাকি।

'আলো!' খবর দিল সে। 'সৈকতের দক্ষিণে। টর্চ হাতে একসারিতে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো লোক। মনে হলো কিছু একটা খুঁজছে। বালির ঢিবির ওপারে রয়েছে বলে এখনও তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। দুই মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল কিশোর।

'বুঝলাম না,' জ্যাকি বলল। 'দিনের বেলা আমার চোখের তেজ থাকলেও রাতে তোমাদের চেয়ে বেশি দেখি না। আমি বাজপাখি, পেঁচা নই। তবে ভাগ্য ভাল, রাতেও আমার কানের ক্ষমতা বেশিই থাকে। বালির ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়ো জলদি। আমি আসছি।'

চলে গেল সে।

'এসো এসো,' তাগাদা দিল কিশোর। 'ও ঠিকই বলেছে।

grohon.com

ঢিবির আড়ালেই লুকাতে হবে।'

দুটো ঢিবির মাঝখানে লুকিয়ে পড়ল ওরা। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে, লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে সামনে তাকাল রবিন। কিনারে এসে ঢেউ আছড়ে ভাঙছে যেখানে, সেখানে সাদা ফেনা উজ্জ্বল সীমারেখা তৈরি করেছে। রবিনের চোখ সেদিকে।

মিনিটখানেক পর ফিরে এল জ্যাকি।

'চিনতে পেরেছি,' ঢেউয়ে ভেসে আসা একটা ভাঙা ডালের ওপর বসে পড়ল সে। 'হ্যাপি বান্‌শের লোক। আমাদের স্কুলের···থুক্‌কু, আমি তো আর স্কুলে নেই এখন···যাই হোক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার ডেরিকও রয়েছেন ওদের সঙ্গে।' একটু থেমে কিশোরের দিকে তাকাল জ্যাকি। 'তোমার ভাই জাফরও আছে।'

হ্যাপি বান্‌শ্‌ ভারেকদের একটা সংগঠন। যে কোন বয়েসের, যে কোন পেশার নারী-পুরুষ যোগ দিতে পারে এতে। আসলে এটা ভারেকদের কন্ট্রোলার জোগাড়ের একটা কেন্দ্র। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিছু কিছু মানুষ ইচ্ছে করেই ভারেকদের গোলামে পরিণত হয়, নিজের মগজে ঠাঁই দিতে চায় জোঁকগুলোকে। ভারেকরাও মহাখুশি। যারা নিজে থেকেই রাজি হয় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যারা রাজি হয় না তাদের চেয়ে অনেক সহজ। কারণ তারা কোনভাবেই প্রতিরোধ করতে চায় না ভারেকদের। বিরোধিতা করে না।

খুব সাবধানে, সময় নিয়ে চতুরতার সঙ্গে কাজ করে হ্যাপি বানশ। কাউকে বশ করতে তাড়াহুড়া করে না। প্রথম দিকে নতুন সদস্যদের কোন ধারণাই থাকে না কি ঘটছে এখানে। ওরা ভাবে

এখানে শুধুই খেলা আর আনন্দদানের ব্যবস্থা।

আসল কথাটা সদস্যদের কাছে যখন ফাঁস করে, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। ততদিনে হয় ওরা ইচ্ছাকৃত গোলামে পরিণত হয়, নয়তো কিশোরের ভাই জাফরের মত জোর করে ধরে মগজে ভারেক ঢুকিয়ে গোলাম বানানো হয়।

'ওদের সঙ্গে জাফর আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন সন্দেহ নেই আমার,' জবাব দিল জ্যাকি। 'জাফর আর মিস্টার ডেরিকের মত ক্লাবের কয়েকজন সিনিয়র মেম্বার দলটার পিছে পিছে আসছে। ওদের কথাবার্তাও শুনেছি আমি। জিথারিয়ান শিপের ভাঙা টুকরোটা নিয়ে ওরা খুব চিন্তিত।'

'তারমানে জিথারিয়ানদের শিপই?' জিনার কণ্ঠে উত্তেজনা।

'সে-রকমই মনে হলো,' জ্যাকি বলল। 'আরেকটা কথা আমি শুনেছি।'

জ্যাকির দ্বিধান্বিত ভঙ্গি দেখে সবার মাঝেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। কি বলতে চায় সে?

'কি? বলছ না কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা।

'ভিকুন থ্রী'র দৈবদর্শনের ব্যাপারে কোন কিছু। দৈবদর্শনের মাধ্যমে এমন কিছু দেখেছে ভিকুন, যা তাকে খেপিয়ে তুলেছে। মাদার শিপে ছিল তখন সে। একজন টুয়াটারা সামনে দিয়ে যাচ্ছিল বলে ধ্যানের বিঘ্ন ঘটেছিল তার। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরের মহাকাশে ফেলে দিয়েছিল বেচারা টুয়াটারাটাকে।'

'তারমানে, দৈবদর্শনটা সম্ভব হয়েছে ভিকুনের জিথারিয়ানদের দেহে বাস করার ফলে,' কিশোর বলল।

'ঠিক,' জ্যাকি বলল। 'এ কথাটাই বোঝাতে চাইছি আমি।

grohon.com

আমি আর রবিন যে ধরনের স্বপ্ন দেখেছি সেটা, কিংবা জিথারিয়ানের দৈবদর্শন, এগুলো জিথারিয়ানদের যোগাযোগের মাধ্যম, যার সাহায্যে খবর আদান-প্রদান করে ওরা।'

টর্চের সচল আলো নজরে পড়ল গোয়েন্দাদের। কম করে হলেও বিশজন লোক সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে সৈকত ধরে। সবার নজর নিচের দিকে। ধীর গতিতে দেখতে দেখতে সামনে এগোচ্ছে।

'নিশ্চয় ওরা স্পেসশিপের আরও ওরকম ভাঙা টুকরো খুঁজছে,' রবিন বলল। 'যেটা পাওয়া গিয়েছিল।'

সারির একটা অংশ থেমে গেল হঠাৎ। চিৎকার শোনা গেল। হই-চই করতে করতে বাকি সবাই দৌড়ে গেল কি হয়েছে দেখার জন্যে।

'কি পেল?' অবাক হলো রবিন।

'কি জানি...' বলতে গিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে পড়ে গেল কিশোরের। 'আমাদের পায়ের ছাপ! চারজোড়া তাজা ছাপ মোড় নিয়ে ঘুরে গেছে ঢিবির দিকে!'

'চলো, পালাই!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

ঢেউ খেলানো বালির বুক ধরে নাচতে নাচতে টর্চের আলো এসে পড়ল ঢিবির গায়ে। মুহূর্তে ডজনখানেক টর্চের আলো বিদ্ধ করল যেন খাঁজের মত জায়গাটাকে, যেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে গোয়েন্দারা।

পিছলে পেছনে সরে গেল ওরা। টর্চের আলোর আড়ালে চলে গেল। তারপর লাফিয়ে উঠে দিল দৌড়।

'রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া দরকার!' জিনা বলল।

নরম বালির ওপর দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পা ডেবে যায়। দৌড়াতে অসুবিধে হয়। চিহ্নও রয়ে যায়।

'উঁহু, রূপান্তরিত হলে বিপদ আরও বাড়বে,' মুসা বলল। 'ওরা জেনে যাবে মানুষ থেকে জন্তুতে পরিণত হয়েছি আমরা।'

'ধরো ওদেরকে!' আদেশ শোনা গেল। ডেরিকের কণ্ঠ চিনতে পারল ওরা। স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল। হলরুমে ছেলেমেয়েরা বেশি গোলমাল করলে এ রকম স্বরে ধমক দেন তিনি।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগল একাধিক টর্চের আলো। মাথা নিচু করে যত জোরে সম্ভব দৌড়ে চলল গোয়েন্দারা। নরম আলগা বালির ওপর দিয়ে দৌড়ানো ভীষণ কঠিন। মনে হয় যেন চোরাবালির ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'ঘুরে যাও...পানির দিকে...রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া গতি নেই...'

'ওই যে! ওই যে! ওই তো ওরা!' চিৎকার শোনা গেল।

একটা টর্চের আলো এসে পড়ল রবিনের গায়ে। বালিতে লম্বা, বাঁকা, কিম্ভূত একটা ছুটন্ত ছায়া পড়তে দেখল সে। তার নিজের দেহের ছায়া।

ঝট করে বাঁয়ে কাটল সে। সরে গেল আলোর বাইরে।

পিস্তলের গুলির শব্দ হলো পেছনে।

তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে কেউ। অল্পের জন্যে মিস হলো গুলিটা। সময়মত সরে যেতে পেরেছিল বলে।

grohon.com

ছয়

গুলির পর গুলি।

চলতেই থাকল।

ফট করে একটা গুলি বিঁধল মুসার পায়ের ইঞ্চিখানেক দূরে।

রবিনের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেট।

আপনাআপনি চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে দাঁড়িয়ে গেল। পা দুটো যেন জমে গেছে। সচল হতে পারছে না।

কঠিন কতগুলো আঙুল হাত চেপে ধরল তার। হ্যাঁচকা টানে গুলির নিশানা থেকে তাকে সরিয়ে নিল কিশোর।

'ঢিবির ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ওরা!' সবার মগজে যেন ঝনঝন করে উঠল জ্যাকির থট-স্পীকের মাধ্যমে পাচার করা চিৎকার। 'আর দেরি কোরো না!'

রবিনের হাতটা ছেড়ে দিল কিশোর। ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেও আবার সচল হয়ে উঠেছে সে। সবার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে দৌড়াচ্ছে। সোজাসুজি গেলে সাগর বেশ দূরে। ঢিবির মাথায় চড়ে ওপাশে নামতে পারলে কাছে পাওয়া যায়।

তা-ই করল ওরা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বহু কষ্টে উঠল ঢিবির

মাথায়। ঢাল বেয়ে কিছুটা পিছলে, কিছুটা গড়িয়ে নেমে গেল অন্যপাশে। খোলা সৈকতে।

ক্ষণিকের জন্যে পেছনে ফিরে তাকাল কিশোর। টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে না। ঢিবির ওপাশে ফাঁকের মধ্যে রয়ে গেছে লোকগুলো। নিশ্চয় উঠতে দেখেনি ওদের। ওখানেই খোঁজাখুঁজি করছে এখনও।

'পানিতে নামো,' কিশোর বলল। 'মাছ হয়ে যাও সবাই। ট্রাউট। ডি এন এ জোগাড় করা আছে যেহেতু, অসুবিধে হবে না।'

'কিন্তু কিশোর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন, 'ট্রাউট মিঠে পানির মাছ...সাগরের নোনা পানিতে ক্ষতি হবে না তো?'

'এ ছাড়া আছে আর কোনও উপায়?' প্রশ্ন করল কিশোর।

জবাবে শোনা গেল গুলির শব্দ।

আর দ্বিধা করল না কেউ। সাদা ফেনামাখা ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। মাছে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে অভিনিবেশ শুরু করে দিল। ট্রাউট হয়ে নোনা পানিতে দম আটকে মরাও ভাল, তা-ও কন্ট্রোলারদের হাতে পড়া চলবে না।

ধীরে ধীরে দেহের নিচ থেকে যেন গলে উধাও হয়ে যেতে লাগল ওদের পা। কুঁকড়ে, কুঁচকে, ছোট হয়ে আসতে লাগল দেহ। ঝপাং ঝপাং করে পানিতে পড়ে যেতে শুরু করল ওরা একের পর এক। মুখে ঢুকে গেল ফেনায় ভরা নোনা পানি।

পানির ওপরে মাথা উঁচু করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সবাই। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হাত দুটো। দেহ যতই ছোট হয়ে আসছে, চারপাশ থেকে গিলে নিতে লাগল যেন ঢেউ। গায়ে দুই ধরনের পোশাক। স্কিনটাইট পোশাক রয়েছে অন্তর্বাসের মত। তার

grohon.com

ওপরে স্বাভাবিক ঢোলা পোশাক। গা থেকে খুলে যাচ্ছে ওপরের পোশাকগুলো। স্কিনটাইটগুলো খুলছে না। এটা ওদের নিজস্ব আবিষ্কার। দেখেছে, চামড়ার সময় লেগে থাকা এ ধরনের পোশাক রূপান্তরের সময়ও থেকে যায়। অন্য প্রাণীর রূপ থেকে মানুষে ফিরে এলে কাপড়গুলোও ফিরে আসে। ন্যাংটো হয়ে যাওয়ার ভয় আর থাকে না।

ঢেউয়ের কাছে দৌড়ে এল লোকগুলো। ওদের টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছে গোয়েন্দারা। কিন্তু অদ্ভুত রকম বিকৃত। এর কারণ ওদের মানুষের চোখ ইতিমধ্যেই মাছের চোখে পরিণত হয়েছে। এই চোখ দিয়ে পানিতে যতটা ভাল দেখা যায়, ডাঙায় ততটা যায় না।

এখনও মানুষের কান রয়ে গেছে জিনার। সেই কান দিয়ে শুনল, একটা লোক বলছে, 'চিহ্নগুলো তো সোজা পানির কিনারে এসে শেষ হয়েছে।' জাফরের কণ্ঠ চিনতে পারল সে।

তারপর শোনা গেল ডেরিকের কথা, 'কই, দেখতে তো পাচ্ছি না। বেশিদূর যাবার কথা নয় ওদের। এই ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতরানো সহজ না। তার ওপরে রয়েছে স্রোত। নিশ্চয় একখান দিয়ে নেমে অন্যখান দিয়ে উঠে গেছে। ছড়িয়ে পড়ো, ছড়িয়ে পড়ো। ছড়িয়ে গিয়ে সৈকতে খুঁজতে থাকো সবাই।'

'কারা এরা? জিথারিয়ান গেরিলাবাহিনীর লোক না তো?'

'না। মানুষের পায়ের ছাপ। কয়েকটা ছেলে, সম্ভবত। ওরা কিছু দেখেছে বলে মনে হয় না আমার। ওই গাধাটা গুলি শুরু না করলেও পারত।'

'স্যার,' নতুন একটা কণ্ঠ বলল, 'ঢেউয়ের মধ্যে জিনসের

একটা প্যান্ট পেয়েছি। পোলাপানের জিনিস।'

'পরিচয় জানার মত কিছু আছে ওতে?'

'না, স্যার। কিচ্ছু নেই।'

'কাকতালীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে,' ডেরিক বললেন।

'কিন্তু ওরা যদি মানুষই হবে, দেখছি না কেন? চোখ এড়িয়ে এ ভাবে পালানোর তো কথা নয়,' জাফর বলল। 'মানুষের পায়ের চারজোড়া ছাপ। পানির ধারে কোন মানুষ নেই। তাহলে কি...তাহলে কি ভুল করলেন ভিকুন থ্রী? ওরা জিথারিয়ান নয়?'

রূপান্তর প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে জিনার। পানির নিচে পুরোপুরি তলিয়ে যাওয়ার আগে ডেরিকের নিষ্ঠুর হাসির শব্দ কানে এল তার। ডেরিক বলছেন, 'ভিকুন থ্রী'র ভুল? কি জানি, হয়েছে হয়তো। কিন্তু সে-কথাটা গিয়ে তাঁর মুখের ওপর বলব, কিংবা বলার সাহস হবে, এত বড় গাধা ভেবো না আমাকে...'

রূপান্তর শেষ। আর কিছু শুনতে পেল না জিনা। ট্রাউট মাছে পরিণত হলো। এক ফুটেরও কম লম্বা। কোন মানুষের হাতে পড়লে এখন মহানন্দে রান্না করে, ভাজি করে, কিংবা শিকে ফুঁড়ে কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলবে।

আঁশের গায়ে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে নোনা পানি। লবণ-পানিতে দম নেয়ার মত করে তৈরি নয় ট্রাউটের ফুলকা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'সবাই ঠিক আছো তো?' থট-স্পীকের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেহের কোন ক্ষতি হয়নি বটে,' রবিনের জবাব শোনা গেল। 'কিন্তু দম তো নিতে পারছি না। তাড়াতাড়ি গিয়ে মিষ্টি পানিতে

grohon.com

পড়া দরকার।'

'আঁশগুলো যেন জ্বলে যাচ্ছে আমার,' জিনা বলল। 'ফুলকায় আগুন ধরে গেছে।'

'সৈকতটাকে বাঁয়ে রেখে যত জোরে পারো ছুটতে থাকো,' কিশোর বলল।

'মুসা? কোথায় তুমি? আছো আমাদের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা তো আছিই। যাব আর কোথায়?' তিক্তস্বরে জবাব দিল মুসা। 'কি মজাটাই না পেলাম, আহা! তাড়া খেয়ে বালির মধ্যে দৌড়ানো, পিস্তলের গুলি খেতে খেতে কোনমতে বেঁচে যাওয়া, বেগতিক দেখে ট্রাউট হয়ে নোনা পানিতে ঝাঁপ দেয়া, এত রকম মজা ফেলে কি যাওয়া যায়? কোন কিছুর বিনিময়েই মিস করা যায় না এত আনন্দ। বাড়ি গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়া ছাড়া কোন খায়েশ নেই আর আমার এ-মুহূর্তে!'

সাত

পরের দুটো দিন কোথাও একসঙ্গে দেখা গেল না ওদের, একমাত্র স্কুলের হলওয়েতে ছাড়া। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে।

ব্যায়ামের ক্লাসে ব্যস্ত রইল জিনা। মাঝে সাঝে বাজারে গেল কেনাকাটা করতে। তা-ও একা।

স্কুলের সময়টা বাদ দিয়ে বাকি সময় নিজেদের বাড়িতে জন্তু-জানোয়ারের হাসপাতালে সেবা করে কাটাল রবিন। বিশেষ করে সোনালি ঈগলটার। বিদ্যুতের শক খেয়ে যেটা মরতে বসেছিল। ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে ওটার।

দেখে রাগ হয়ে গেল জ্যাকির। এক বিকেলে ঘরের আড়ায় বসে রবিনের কাজ দেখে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল সে। বার বার বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল রবিনকে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মনে মনে হাসল রবিন। জ্যাকির রাগের কারণ বুঝতে পারল। লাল বাজের মহাশত্রু সোনালি ঈগল। বাজপাখিদের মেরে খেয়ে ফেলে এরা।

মুসা কিছুই করল না। বাড়িতে বসে বসে কেবল টিভি দেখল, আর একঘেয়েমির যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করতে থাকল।

ইয়ার্ডের ওঅর্কশপে বসে বসে ভারেকদের নিয়ে এত বেশি মগজ খাটাল কিশোর, হোমওঅর্ক করার কথাও ভুলে গেল। তাতে জীবনে এই প্রথম ক্লাসটেস্টে ফেল করল সে।

দু'দিন পর সাইকেলে চেপে রবিনদের বাড়িতে এসে হাজির হলো কিশোর। ওকে আশা করেনি রবিন। দেখে খুশি হলো খুব। পাখির খাঁচা আর আস্তাবলের নোংরা পরিষ্কার করছে তখন রবিন।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আমাকে সাহায্য করতে এসেছ? এই দেখো, কি সাফ করছি।'

কিশোরও হাসল। 'তুমি পারলে আমিও পারব।'

একটা বেলচা কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিল রবিন।

grohon.com

বেলচার দু'চারটা খোঁচা দিয়েই নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। 'উঁহ্, কি গন্ধরে বাবা! থাকো কি করে এর মধ্যে সারাক্ষণ?'

'সারাক্ষণ থাকি বলেই সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি হঠাৎ করে···কি ব্যাপার, বলো তো?'

'কি ঠিক করলে?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল কিশোর।

'কোন ব্যাপারে?' রবিন অবাক। বুঝতে পারল না।

'এই যে, তোমার আর জ্যাকির স্বপ্ন দেখা?'

চুপ হয়ে গেল রবিন। খানিকক্ষণ জোরে জোরে বেলচা দিয়ে খোঁচাল। কংক্রীটের মেঝেতে লোহার ঘর্ষণে জোরাল শব্দ হতে থাকল। হঠাৎ মুখ তুলল রবিন, 'তারমানে সিদ্ধান্তটা আমাকেই দিতে বলছ? স্বপ্নে পাওয়া মেসেজের ওপর ভিত্তি করে খুঁজতে যাওয়ার ব্যাপারে?'

'রবিন, জ্যাকির কথা বাদ। ও এখন আর মানুষ নেই। আমাদের মধ্যে স্বপ্নটা একমাত্র তুমিই দেখেছ। একমাত্র তুমি বলতে পারবে ওটা বাস্তব, নাকি কল্পনা।'

'কি করে বলব? দেখেছি তো ঘুমের মধ্যে।'

'তবু। রবিন, তোমার সহজাত প্রবৃত্তিকেও বিশ্বাস করি আমরা এখন। ওই ব্যাপারে তোমার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি। আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বেশি জন্তু-জানোয়ারের মন বোঝো। সহজে রূপান্তরিত হতে পারো। এমন ভাবে করো, যেন যুগ যুগ ধরে করে আসছ।'

মুখ বাঁকাল রবিন। 'হয়েছে হয়েছে, থামো! অত প্রশংসা করলে পাকা তরমুজের মত ফেটে যাব।'

বেলচা দিয়ে আবার কয়েকটা খোঁচা দিল কিশোর। মুখ তুলল। 'তাহলে কি ঠিক করলে?'

'কিশোর, পুরোটাই স্বপ্ন ছিল। বলা যায় না, কোনও ধরনের দৈবদর্শনের ব্যাপারও হতে পারে। হয়তো ওই ক্ষমতাটা আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে বলেই আমি মেসেজটা অত জোরাল ভাবে পেয়েছি, তোমরা পাওনি।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তাতে কোন সন্দেহই নেই আমার।'

'এখন মেসেজটা, বাস্তবও হতে পারে, কল্পনাও হতে পারে। জোর দিয়ে শিওর হয়ে কিছু বলতে পারছি না।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এক কাজ করো। সিদ্ধান্তটা বরং তুমিই দিয়ে ফেলো। আমাকে যা করতে বলবে, তা-ই আমি করব।'

'ঠিক আছে, তা নাহয় দিলাম। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি তোমার কাছে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। 'স্বপ্নটা আমার কাছে বাস্তব বলেই মনে হচ্ছে। মনে হয় কোনও জিথারিয়ান সাগরের নিচে কোনখানে আটকা পড়েছে। সাহায্যের আবেদন পাঠাচ্ছে।'

'গুড,' সন্তুষ্ট হলো কিশোর, যেন এই জবাবটাই চেয়েছিল সে। 'এখন প্রশ্ন হলো, যাব কি করে সেখানে?'

ভ্রূকুটি করল রবিন। উপায় ভাবতে লাগল। 'মাছে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া যায়। কোনও ধরনের সামুদ্রিক মাছ। দ্রুতগতির। বড়। যে মাছকে সহজে গপ করে গিলে ফেলে না টিউনা, কিংবা সাগরের অন্য কোনও শিকারী প্রাণী।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হুঁ।' নিচের ঠোঁট কামড়াল। 'সী-লায়ন।

grohon.com

ডলফিন। এ ধরনের কিছু। চিড়িয়াখানায় গেলেই ডি এন এ জোগাড় করতে পারব।'

'ডলফিন হলেই ভাল হয়। খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী। পানিতে ছুটতেও পারে দ্রুতগতিতে।'

'ঠিক আছে, ডলফিনই সই। কাল স্কুল ছুটির পর চিড়িয়াখানায় চলে যাব আমরা। ডলফিনের ডি এন এ জোগাড় করতে।' বেলচাটা রেখে দিল কিশোর। 'আমি তাহলে যাই এখন। সবাইকে খবরটা জানাতে হবে।'

সাইকেলে চেপে চলে গেল কিশোর।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। আবার মনোযোগ দিল নিজের কাজে।

আট

পরদিন স্কুলের পর বাসে করে চিড়িয়াখানায় চলল তিন গোয়েন্দা ও জিনা। জ্যাকি উড়ে চলল বাসের ওপর দিয়ে।

চিড়িয়াখানায় পৌঁছে দেখা গেল গেটের সামনে বেশ ভিড়। স্পেশাল কোনও শো হচ্ছে মনে হলো।

টিকেট কাটল ওরা। চারটে। জ্যাকির টিকেটের প্রয়োজন হবে

না। যতবার খুশি বেড়া ডিঙিয়ে আকাশ পথে ভেতরে ঢুকতে-বেরোতে পারবে সে। কেউ তাকে তেমন লক্ষ করবে না। আর করলেও টিকেট চাইতে আসবে না।

ভেতরে ঢুকল ওরা। বিশাল রোলার কোস্টারটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'আমার কাছে আর কোন আকর্ষণ নেই এখন ওটার। সর্বোচ্চ গতি আশি মাইল। তা-ও লোহা-লক্কড়ের একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আটকা পড়ে থাকব। কিন্তু বাজপাখি হয়ে উড়ে গেলে ঘণ্টায় গতিবেগ কম করে হলেও দু'শো মাইল হবে। মুক্ত আকাশ। মুক্ত বিহঙ্গ। যেদিকে খুশি উড়ে যাও, কোন বাধা নেই।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'এই রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাটা একটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আজকাল জিমনেশিয়ামে গেলে ব্যায়াম করতে ইচ্ছে করে না আর। কেবলই মনে হয় শুধু শুধু ওয়েইট-লিফটিঙের কষ্ট করছি কেন? শক্তির প্রয়োজন পড়লে গরিলা হয়ে গেলেই হয়। ট্রাক উল্টে দেয়াটাও কিছু না।'

কথা বলতে বলতে এগোল ওরা। জন্তু-জানোয়ারগুলোকে যেখানে রাখা হয়, অর্থাৎ ওয়াইল্ডলাইফ পার্কের প্রবেশ মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। শুরুর দিকেই রয়েছে জলজ স্তন্যপায়ীদের ট্যাংকগুলো। একটা মেইন বিল্ডিঙের ভেতরে রয়েছে কিছু ট্যাংক। কিছু আছে বাইরে।

বাইরের সবচেয়ে বড় ট্যাংকটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। চারপাশ ঘিরে চেয়ারের মত সীট, দর্শকদের বসার জায়গা। একটা শো সবে শেষ হয়েছে। বেরিয়ে যাচ্ছে কয়েকশো দর্শক।

grohon.com

পরের শো-টা শুরু হবে দুই ঘণ্টা পর।

'ভাল সময় হাজির হয়েছি,' কিশোর বলল। 'লোকজন বিশেষ থাকবে না।'

দর্শকদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ভিড় কমে এলে এগিয়ে গেল ট্যাংকের দিকে। একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল।

অনেক বড় ট্যাংক। ডলফিনের ট্যাংক। চার-পাঁচটা সুইমিং পুলের সমান। টলটলে পরিষ্কার নীল রঙের পানি। একপাশে একটা ছোট মাচা। ট্রেনার দাঁড়ায় ওটাতে।

'আচ্ছা, শুশুক আর ডলফিনে তফাৎটা কি?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'দুটোই তো মাছ, তাই না?'

ঠিক ওই মুহূর্তে ওদের কয়েক ফুট সামনে বিস্ফোরিত হলো যেন পানি। ফোয়ারার মত পানির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিল সবাইকে।

পানি ফুঁড়ে চকচকে একটা ফ্যাকাসে ধূসর টর্পেডোর মত বেরিয়ে এল ওটা। এগারো ফুট লম্বা। চারশো পাউন্ড ওজন। সাবলীল ভঙ্গিতে শূন্যে উঠে পানির দশ ফুট ওপরে যেন ঝুলে রইল। ওদের দিকে তাকিয়ে একটা বিজ্ঞের হাসি দিল। তারপর মসৃণ ভঙ্গিতে খাড়া নেমে আবার তলিয়ে গেল পানিতে।

'ওটা হলো ডলফিন,' মুসাকে বলল রবিন।

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'সাংঘাতিক এক জীব। আমার খুব পছন্দ। কাণ্ডটা কি করল দেখলে?'

মাছ পানিতে সাঁতার কাটে। হাঙর সাঁতার কাটে। টিউনা, ট্রাউট এমনকি কিছু কিছু মানুষও আছে ভাল সাঁতারু। কিন্তু

ডলফিনের মত কেউ পারে না। পানি যেন মিতা। ওদের কথা শোনে। পানিতে ওদের লাফ-ঝাঁপ আর সাঁতারের ভঙ্গি দেখলে মনে হয় বাচ্চা ছেলে খেলা করছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগে। মানুষ নিজেকে খুব চালাক আর ক্ষমতাশালী প্রাণী ভাবে। কথাটা এক অর্থে মিথ্যে নয়। কিন্তু ডলফিনের এমন কিছু ক্ষমতা আছে, যেগুলো মানুষ হাজার বছরের সাধনায়ও অর্জন করতে পারবে না।

'খাবার চাইছে ও। আরও কিছু মাছ চায়,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা মহিলা-কণ্ঠ।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। মাঝবয়েসী একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'আমার নাম লরিনা,' হেসে বলল মহিলা। 'ডলফিন ট্রেনার।'

'ওহ্, হাই, লরিনা,' সবার আগে হাত বাড়িয়ে দিল জিনা। 'আমি জিনা।'

আবার পানি থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ডলফিনটা। ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়ল। ওটার দিকে ইঙ্গিত করে লরিনা বলল, 'ওর নাম পিটার। নিজেকে খুব চালাক ভাবে। এ সব করে আমার মন জয় করে সব সময় বাড়তি কিছু মাছ আদায়ের চেষ্টা।'

'যা-ই বলেন,' প্রশংসা করল কিশোর, 'দারুণ একটা ডলফিন।'

'ওর নাম কিশোর,' লরিনার সঙ্গে সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিল জিনা। 'ও রবিন...আর ও মুসা।'

'ইন্টারনেটের জন্যে এ চিড়িয়াখানার ডলফিন সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার,' কিশোর বলল। 'নিজের চোখে দেখে সেটাই

grohon.com

জানতে এসেছি আমরা।'

'ও, তাই। ছ'টা ডলফিন আছে আমাদের। পিটারকে তো দেখলেই। এ ছাড়া আছে হ্যারি, লীলা, সোফি, জন, ও কোরি।...নিজের হাতে খাওয়াতে চাও ওদের? মাছ ছুঁড়তে থাকো পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে এদিকে।'

'অতিরিক্ত হয়ে যাবে না তো ওদের জন্যে?'

'নাহ্। তবে খেয়াল রাখবে, পিটার যেন সব খেয়ে না ফেলে। খাবার কেড়ে নেয়ার ওস্তাদ ও।'

এক বালতি মাছ এনে দিয়ে চলে গেল লরিনা।

'উঁহ্,' নাক কুঁচকে বলল মুসা, 'কি পচা দুর্গন্ধ!'

হেসে বলল রবিন, 'এখন লাগছে বটে। কিন্তু ডলফিনে যখন রূপান্তরিত হয়ে যাবে তখন আর লাগবে না। এই পচা মাছই লোভনীয় খাবার বলে মনে হবে।'

'তারমানে এই পচা মাছ খেতে হবে আমাদেরকে?'

'ডলফিন হয়ে গেলে আর তখন কি করবে? এগুলোই তো ডলফিনের খাবার।'

লেজ ধরে আলতো করে একটা মাছ তুলে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল রবিন, লরিনা যেমন করে ফেলতে বলে দিয়ে গিয়েছিল। চোখের পলকে এসে ওখানে হাজির হলো ডলফিনগুলো।

'বাপরে! খাবারের কি লোভ,' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল জিনা। 'সব তোমার দোস্ত।'

কাণ্ডই শুরু করল ডলফিনগুলো। মানুষকে কি করে পটাতে হয় জানা আছে ওগুলোর।

'খাইছে! হাসে কি করে দেখো,' মুসা বলল। 'আমাদেরকে

দেখে দারুণ মজা পাচ্ছে মনে হচ্ছে ওগুলো?'

'আর কেমন করে সরাসরি চোখের দিকে তাকায়,' কিশোর বলল। 'বেশির ভাগ জানোয়ারই এ ভাবে তাকাতে পারে না। এদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা ওদের কতকালের চেনা।'

ট্যাংকের ওপর দিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। একটা ডলফিনকে চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কি মিয়া, চেনো নাকি আমাকে? আমার নাম কিশোর।'

মাথাটা পেছনে নিয়ে গিয়ে এমন করে ঝাঁকি দিয়ে কিঁচকিঁচ করতে শুরু করল ডলফিনটা, যেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে চাইছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি, চিনি।'

'আশ্চর্য!' জিনা বলল। 'কিশোরের কথার জবাবও তো দিচ্ছে, দেখো।'

'তা তো দেবেই,' রবিন বলল। 'ডলফিনরা সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। মানুষের মত অবশ্যই নয়। তবে মানুষের পরে পৃথিবীর সবচেয়ে দু'তিনটে বুদ্ধিমান প্রাণীর মধ্যে ডলফিন একটা।'

'তারমানে এ ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে মজা পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে অপরিচিত কাউকে দেখতে পেল না কিশোর। কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল, 'কাজটা সেরে ফেলা দরকার।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। বেশি দেরি করলে মাছগুলো খতম হয়ে যাবে। তখন আর কাছে আসবে না

grohon.com

ওগুলো।'

ট্যাংকের ওপর দিয়ে ঝুঁকে সবচেয়ে কাছের ডলফিনটার মাথা চাপড়ে দিতে লাগল সে। চামড়াটা রবারের মত। তবে পিচ্ছিল নয় মোটেও, পানিতে থাকলে যা হওয়ার কথা। বরং স্পর্শটা অনেকটা ভেজা রবারের মত।

রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ডলফিন-হাসি হাসল যেন ডলফিনটা। ভাল করে দেখার জন্যে মাথা কাত করল সামান্য।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চোখ বুজল রবিন। মনোযোগ নিবদ্ধ করল ডলফিনটার ওপর। মুহূর্তে অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে গেল প্রাণীটা। ডি এন এ জোগাড়ের সময় সব প্রাণীই এ রকম হয়ে যায়, আগেও লক্ষ করেছে রবিন। কেমন একটা ঘুমঘুম অবস্থার মধ্যে চলে যায়।

নয়

সে-রাতে আবার স্বপ্ন দেখল রবিন, সাগরের নিচ থেকে কণ্ঠটা তাকে ডাকছে। এবার অনেক মৃদু। রেডিওর ব্যাটারি দুর্বল হয়ে গেলে যেমন হয়। স্বপ্নটা সত্যিই স্বপ্ন নাকি ঘুমের মধ্যে কোনও সঙ্কেত গ্রহণ করছে তার মস্তিষ্ক, নিশ্চিত হতে পারল না।

চিড়িয়াখানার ডলফিনটাকেও স্বপ্ন দেখল সে। পিটার নামের ডলফিনটা। মানুষের রাখা নাম ওটা। ওদের জগতে ওটার সত্যিকারের কোন নাম আছে কিনা জানে না রবিন। স্বপ্নের মধ্যেই একটা দুঃখবোধ হতে লাগল তার। কতদিন ধরে ট্যাংকে আটকা পড়ে আছে ডলফিনটা? কতকাল তার নিজের আসল ভুবন খোলা সাগর দেখে না?

*

পরদিন শুক্রবার। শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হবার কথা, তাই স্কুল আপাতত ছুটি। সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে আরও একটা দিন যোগ হলো। তাতে ছুটি পাওয়া যাবে মোট তিনদিন।

কিশোরকে ফোন করল রবিন। 'কে, কিশোর? আজও তো সৈকতে যাচ্ছি আমরা, নাকি? সেই কথাই তো ছিল।'

'তা ছিল,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আজকে তো সৈকতে প্রচণ্ড ভিড় হবে। মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলল, সৈকতে যাওয়ার চেয়ে আমরা বরং নদীর পাড়ে চলে যাই।'

মুসার বুদ্ধিটা ভালই।

সৈকত ভর্তি মানুষের ভিড়ে দেহ-রূপান্তর ঘটাতে গেলে কন্ট্রোলারদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টেলিফোনে কথা বলার ব্যাপারেও আজকাল খুব সতর্ক হতে হচ্ছে। ফোন লাইন ট্যাপ করা হয়ে থাকতে পারে। এমনকি জাফরকেও বিশ্বাস নেই।

জাফর কিশোরের দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই। বছর দুয়েক হলো বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ওদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করে।

grohon.com

কিশোরের চেয়ে বয়েসে বছর দু'য়েকের বড়। শরীর-স্বাস্থ্যেও বড়। চুলের রঙ আর দশজন বাঙালীর মত কালো নয়, বরং লালচে বাদামী, বিদেশীদের সঙ্গেই মিল বেশি।

ওকেও কন্ট্রোলার বানিয়ে ফেলেছে ভারেকরা। 'হ্যাপি বান্‌শ্' নামে একটা ক্লাবে যোগ দিয়েছে। বাইরে থেকে যা-ই মনে হোক না কেন, ক্লাবটাও আসলে ভারেক নিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোলারদের আড্ডা। জাফরকে দিয়ে ভারেকরা গুপ্তচরের কাজ করালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'ঠিক আছে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি আমি। হাতে কিছু কাজ আছে। সেরেই চলে আসছি,' বলে লাইন কেটে দিল রবিন।

তবে যেতে কিছুটা দেরি করে ফেলল সে। গিয়ে দেখল, তার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

এ জায়গাটাতে আগেও এসেছে রবিন। একটা ব্রিজের ধারে ছোট একটা পার্ক। মাছ ধরার চমৎকার জায়গা। আধ মাইল দূরে নদীটা গিয়ে সাগরে পড়েছে। নদীর দুই তীরে গাছপালা। মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর। নৌকা বাঁধার জন্যে ব্যক্তিগত ডকও আছে। ওরা যে জায়গাটা বেছেছে কোন বাড়ি থেকে সেটা দেখা যায় না, কিংবা ব্রিজ থেকেও চোখে পড়ে না।

'অ্যাই রবিন,' হাত তুলে ডাক দিল কিশোর। 'আমরা এখানে।'

'সরি, দেরি হয়ে গেল,' কাছে গিয়ে বলল রবিন। মাথার ওপর একটা ডাল নড়তে দেখে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল জ্যাকি বসে আছে। 'কেমন আছো, জ্যাকি?'

'ভালই,' জবাব দিল জ্যাকি। 'নিয়মিত ইঁদুর-টিদুর খেয়ে বহাল তবিয়তেই আছি।'

জ্যাকিকে দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে দেখে খুশি হলো রবিন। ছিল ওদের বয়েসী এক কিশোর, হয়ে গেছে বাজপাখি। ব্যাপারটা মেনে নেয়া সত্যি খুব কঠিন।

'টাইমকীপারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে,' জ্যাকি বলল। 'দুই ঘণ্টা বিপদ-সীমার হিসেব রাখতে হবে আমাকে। পৃথিবীতে আমিই একমাত্র বাজপাখি, যে ঘড়ি পরে।'

ভাল করে তাকাতে এতক্ষণে জ্যাকির পায়ে বাঁধা ছোট ডিজিটাল ঘড়িটা চোখে পড়ল রবিনের।

'কিশোরের কাজ,' জ্যাকি জানাল। 'তবে সাবধানেই আছি আমি, যাতে কোন পক্ষীপ্রেমিকের নজরে না পড়ে যাই। বাজপাখিরা আবার কবে থেকে ঘড়ি পরা শুরু করল ভেবে অবাক হবে বার্ডওয়াচাররা দেখলে।'

'কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করা দরকার,' কিশোর বলল। 'কাপড় খুলে কোথাও লুকিয়ে ফেলা যাক। তারপর রূপান্তরিত হওয়া শুরু করব।'

'হ্যাঁ, দেরি করে লাভ নেই,' জিনা বলল।

'রবিন, কে আগে শুরু করবে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'তুমি?'

'আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল রবিন। মনে মনে খানিকটা গর্বও বোধ করল। সবার ধারণা, সবচেয়ে ভাল দেহ-রূপান্তর ঘটাতে পারে সে। যদিও কথাটা ঠিক নয়। ওরা সবাই রূপান্তর ঘটানোয় ওস্তাদ হয়ে গেছে এতদিনে।

grohon.com

তবে নতুন ধরনের কোনও জানোয়ারে রূপান্তরিত হতে গেলে দশবার চিন্তা করে। সব সময় একটা অস্বস্তি, একটা ভয় কাজ করে মগজে। জানা নেই, ওই জানোয়ারে পরিণত হয়ে যাবার পর কি ঘটবে। জানে না ওই জানোয়ারটার মগজ আর অনুভূতি কি পরিমাণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকবে।

ডলফিন হওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে সেই ভয়টাই পেতে আরম্ভ করল রবিন। ডলফিনের মনটা কেমন? অনুভূতি কেমন? নতুন ধরনের কোন মন, চিন্তা-ভাবনার বিরোধিতা কি করতে হবে তার মানুষের মগজ নিয়ে?

গায়ের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল সে। পা ঝাড়া দিয়ে জুতো খুলল। স্কিন-টাইট পোশাকটা ডুবুরিদের পোশাকের মত আঁটো হয়ে গায়ে লেগে আছে। জুতোর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কোন ধরনের জুতো পরেই ঠিক রাখতে পারেনি। ছোট জানোয়ার হলে খুলে পড়ে যায়, বড় জানোয়ার হলে ছিঁড়ে কিংবা ফেটে যায়। কাজেই জুতোর চিন্তা বাদ দিয়েছে। একেবারে পুরোপুরি খোলা গায়ে যে রূপান্তরিত হতে হয় না, সেটাই রক্ষা।

পানিতে নেমে গেল রবিন। গোড়ালি ধরে টান মারছে পানির স্রোত। 'ভীষণ ঠাণ্ডা,' জানাল সে।

আরও খানিকটা নেমে গেল সে। কোমর পানিতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর শুরু করল অভিনিবেশ। গভীর মনোযোগে কল্পনায় ফুটিয়ে তুলল ডলফিনের চেহারাটা।

প্রথম পরিবর্তনটা দেখা দিল চামড়ায়। ফ্যাকাশে ধূসর রঙে রূপ নিতে শুরু করল। রবারের মত চামড়া। নরম, কিন্তু ভীষণ শক্ত।

চমৎকার। পায়ের ওপর যতক্ষণ পারল খাড়া হয়ে থাকার চেষ্টা করল সে। পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার আগে বাকি পরিবর্তনগুলো যতটা সম্ভব ঘটিয়ে নিতে চায়।

দেহের ভেতরে হাড় বদলে যাওয়ার, টেনে লম্বা হওয়ার বিচিত্র শব্দ কানে আসছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে নাক-মুখ ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই।

'ইস্, কি কুৎসিত,' তীর থেকে বলে উঠল মুসা। 'জঘন্য লাগছে তোমাকে দেখতে, রবিন।'

জঘন্য যে লাগে সেটা আমিও জানি–ভাবছে রবিন। সত্যি বলতে কি, রূপান্তরিত হওয়াটা এমনই এক জিনিস, যদি জানা না থাকত খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই, তাহলে আতঙ্কেই পাগল হয়ে যাওয়া লাগত। জিনাকে হাতি হতে দেখেছে সে। হওয়ার সময় যখন পরিবর্তনটা ঘটছে, তখনকার মত ভীতিকর, রোমহর্ষক আর বীভৎস দৃশ্য আর হয় না। হাতি হওয়ার চেয়ে মাছ হওয়ার দৃশ্যটা আরও খারাপ। কল্পনাতীত খারাপ।

হাতে আয়না থাকলে আর নিজের চেহারার বদলে যাওয়াটা যদি দেখতে পেত সে, চমকে যেত। নাক-মুখ ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, বোতলের মত হয়ে যাচ্ছে মুখটা, ডলফিনের মুখ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। চামড়া তো আগেই ধূসর রবারের মত জিনিসে পরিণত হয়েছে। টের পাচ্ছে দ্রুত দেহের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে হাত দুটো, পিঠে গজিয়ে উঠছে ত্রিকোণ পাখনা।

গায়েব হয়ে গেল হাত। তার জায়গায় বেরিয়ে এল পানিতে সাঁতার কাটার উপযোগী পাখনা। দশ ফুট লম্বা হয়ে গেছে

grohon.com

দেহটা। এত বড় আর ভারী দেহকে ধরে রাখতে পারছে না মানুষের পা। পানিতে দাঁড়িয়ে না থাকলে কখন পড়ে যেত।

তবে সেই পা-ও আর বেশিক্ষণ থাকল না। দেহের বাকি পরিবর্তনগুলো দ্রুত ঘটে গেল। উপুড় হয়ে পানিতে পড়ে গেল সে।

মুখ ঘুরিয়ে লেজটার দিকে তাকাল রবিন। শেষ হয়েছে রূপান্তর। পানি এখানে খুবই অগভীর। তবে ভেসে থাকতে পারছে কোনমতে। লেজ চালাল সে। চলতে শুরু করল। বালিমাটিতে ঢাকা নদীর তলায় ঘষা লাগল পেট। চলে এল গভীর পানিতে।

ডলফিনের মগজটা কাজ করার অপেক্ষা করছে। অনুভূতির ওপর নির্ভর করে চলা অনুন্নত বুদ্ধির প্রাণীর মগজ, সারাক্ষণ যেটার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে দুটো জিনিস–ক্ষুধা আর ভয়। এর আগে যত রকম প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, সবগুলোর এই একই অনুভূতি ছিল প্রকট।

অবশেষে কাজ শুরু করল ডলফিনের মগজ। কাঠবিড়ালীর মত তো নয়ই, ঘোড়ার মতও নয়।

মগজটা ভীতি আর দৈহিক চাহিদার আবেদনে পূর্ণ নয়।

মগজটা একেবারে বাচ্চা ছেলের মগজের মত। আদিমতম জান্তব চাহিদাগুলো, যেমন: *ভাগো! লড়াই করো! খাও!* এ সব অনুপস্থিত। অকারণ ভীতিও নেই। আছে বাচ্চা ছেলেদের মত খেলার নেশা। মাছের পিছে লাগা, ধাওয়া করে ওগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলা। তবে সেটাও যেন একটা খেলা। সাগরের পানির ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটতে ইচ্ছে করছে। এটাও খেলা।

'রবিন,' মগজে এসে প্রবেশ করল জ্যাকির থট স্পীক। 'কেমন আছো তুমি?'

কেমন আছি আমি? নিজেকে প্রশ্ন করল রবিন। জবাব দিল, *'হ্যাঁ, জ্যাকি...আমি খুব সুখী। আমি...আমার মনে হচ্ছে...নাহ্, বোঝাতে পারছি না। আমার কেবলই খেলতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি এসে আমার সঙ্গে খেলায় যোগ দাও, খুশি হব।'*

'তোমার সঙ্গে খেলব? পারলে আমিও খুশি হতাম, রবিন। কিন্তু বাজপাখি তো পানিতে সাঁতার কাটতে পারে না।'

'এই, এসো তোমরা সবাই,' বাকি তিনজনকে ডাক দিয়ে বলল রবিন। *'এসো আমার সঙ্গে। চলো, যাই। সাঁতার কাটতে কাটতে সাগরে চলে যাই। আমার খেলতে ইচ্ছে করছে।'*

দশ

'এসো তোমরা সব! এসো, খেলতে যাই! এসো, এসো!'

নদী ওর পছন্দ হচ্ছে না। সাগরে যাওয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে মন। অনুভব করছে কাছাকাছিই আছে সাগর। সামনে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে তীব্র স্রোত।

সাগর। সাগর চাইছে সে। ওটাই এখন তার জায়গা। ওখানেই থাকা উচিত তার।

grohon.com

ডলফিনের স্কুল বানিয়ে ছুটছে ওরা চারজনে। ডলফিনদের এ ভাবে একসঙ্গে থাকাকে বলে ডলফিন-স্কুল। ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে জ্যাকি।

নদীর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্রোতকে পেছনে ফেলে ছুটছে ওরা। একটু পরেই নোনা পানির স্বাদ পেল। চামড়ায় অনুভব করল নোনা পানি। মনে হচ্ছে খেলনা ভর্তি একটা দুনিয়ার দ্বার খুলে গেছে ওদের কাছে অকস্মাৎ। খেলার সময়েরও অভাব নেই। অফুরন্ত সময়।

ছুটতে ছুটতে ফিরে তাকাল রবিন। তার তিন সঙ্গীকে দেখতে পেল। হালকা ধূসর তিনটে ঝিলিমিলি ছায়া। টর্পেডোর মত ছুটতে ছুটতে ওপরের দিকে উঠছে। বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্যে।

পানি এবং বাতাস দুই জগতেই বাস করে ডলফিন। সাগরের নীলচে-সবুজ রঙ দেখতে পাচ্ছে ওরা। একই সঙ্গে চোখে পড়ছে আকাশের হালকা নীল আর সাদা। পানি আর বাতাসকে আলাদা করে রেখেছে একটা উজ্জ্বল সীমারেখা। ক্রমাগত সেখানে যাওয়া-আসা করছে ওরা।

শাঁ করে রবিনের পাশ কাটিয়ে চলে গেল কিশোর। লাফ দিল ওপরের দিকে। পানি থেকে যেন বিস্ফোরিত হয়ে শূন্যে উঠে গেল ওর দেহটা। ধড়াস করে পানিতে পড়ল আবার। এটা খেলা। আচমকা ডাইভ দিয়ে নিচের দিকে নেমে চলল রবিন। যেখানে সাগরের বালিময় ঢাল ঢালু হয়ে নেমে গেছে কোন্ সে-গভীরে, যেখানে ডলফিনদেরও বিচরণ নিষিদ্ধ। খানিকটা নেমেই ডিগবাজি খেয়ে ঘুরে গেল সে। প্রচণ্ড শক্তিশালী লেজ আর পাখনার সাহায্যে দ্রুতগতিতে ওপরে উঠতে শুরু করল আবার। মাথার ওপরে

দেখতে পাচ্ছে পানি আর বাতাসের সীমারেখার রূপালী রঙের ঝিলিমিলি।

দ্রুত! দ্রুত! আরও দ্রুত! মিসাইলে পরিণত হয়েছে যেন সে।

ইআআআহুওওও!

সীমারেখা ভেদ করে নিজেকে ছুঁড়ে মারল শূন্যে। ঠাণ্ডা পানি থেকে বেরিয়ে এসে চামড়ায় লাগল উষ্ণ বাতাসের স্পর্শ। একটা মুহূর্ত পানির ওপরে বাতাসে ঝুলে রইল যেন দেহটা। পানি আর বাতাসের সীমারেখাটা এখন তার বেশ নিচে। শূন্যেই ডিগবাজি খেয়ে নাক নিচু করে সেই রেখাটার দিকে পড়তে আরম্ভ করল আবার সে।

চারদিক থেকে তাকে ঘিরে নিল পানি। যেন স্বাগত জানিয়ে নিজের কাছে টেনে নিল আবার।

আআআহ্হ্!

'কি দারুণ! কি সাংঘাতিক মজা!' থট-স্পীকের মাধ্যমে মগজে এসে ঢুকল মুসার কথা।

'সত্যিই দারুণ!' জবাব দিল রবিন।

'এ মজার তুলনা হয় না!' জিনা বলল।

'চলো একসঙ্গে চারজনে মিলে আবার লাফ দিই,' প্রস্তাব দিল কিশোর।

মুহূর্ত দেরি না করে নাক নিচু করে ডাইভ দিল চারজনে। সাগরের তলদেশ এখনও অনেক নিচে। ঢেউ খেলানো বালিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাথর আর আগাছা।

তলদেশে এসে সমান্তরাল হলো আবার দেহগুলো। প্রায় বালি ঘষটে যাচ্ছে ওদের পেট। তারপর আবার নাক উঁচু করে ওপরে

grohon.com

উঠতে শুরু করল। সাগরের রূপালী সীমারেখাটা লক্ষ্য। অনায়াসে ভেদ করল ওটা। লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ডিগবাজি খেল। পানিতে পড়ল। তাড়া করে গেল একে অন্যকে।

বার বার একই কাণ্ড করতে লাগল ওরা। অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত দড়াবাজিকরের মত ডিগবাজি খেতে লাগল বাতাস আর পানিতে।

লাফাচ্ছে। দাপাচ্ছে। পাশাপাশি ছুটছে। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে বিশুদ্ধ উষ্ণ তাজা বাতাস।

জীবন মানেই আনন্দ। জীবন মানেই খেলা। নাচতে ইচ্ছে করছে খুশিতে। দাপিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে সারা সাগরময়।

এবং তা-ই করতে লাগল ওরা।

এমন কিছু নেই যেটা করতে পারছে না ওরা। এমন কোন কাজ নেই যেটা নির্দেশ দিলে করতে পারছে না শরীর। দৌড়, ঝাঁপ, ডিগবাজি, শরীর মোচড়ানো, ডাইভ দেয়া, সীমারেখা ধরে তীব্র গতিতে ছুটতে থাকা, আকাশে লাফিয়ে ওঠা, কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

যেন সাগরের মধ্যে নয়, নিজেরাই ওরা সাগর হয়ে গেছে। সাগরের অংশ।

'সারাটা দিন কি খেলেই কাটাবে নাকি?' মগজে এসে আঘাত হানল জ্যাকির কথা। 'ইতিমধ্যেই যে পঁয়তাল্লিশটা মিনিট কাটিয়ে দিলে সে-খেয়াল আছে?'

মিনিট! হেসে উঠল রবিন। *মিনিট দিয়ে কি হবে?*

'দেখো, তোমরা হয়তো ভাবছ ডলফিনের মগজ তোমাদের সংক্রামিত করতে পারছে না। কিন্তু আসলেই করে ফেলেছে। নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনো। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে ডলফিন

হয়ে সাগরে নেমেছ তোমরা।'

উদ্দেশ্য? কিসের উদ্দেশ্য? মনে হলো সবারই।

'তোমরা এসেছ কাউকে...মানে, কিছু একটা খোঁজার জন্যে,' মনে করিয়ে দিতে চাইল জ্যাকি। 'অস্বাভাবিক কোন কিছু। একটা জিথারিয়ান স্পেসশিপ বা ওই জাতীয় কিছু।'

ঠিক। ঠিক বলেছে সে। অবশ্যই ঠিক। কিন্তু সেই খোঁজাটার মধ্যে কি কোন প্রকার আনন্দ আছে? কোনও ধরনের খেলা?

'খুঁজে বের করো স্পেসশিপটাকে! দারুণ! দারুণ!' বলে উঠল জিনা। 'দাঁড়াও। সবার আগে আমিই খুঁজে বের করব।'

'উঁহু! তা হবে না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'আমি বের করব।'

'কোথায় ওটা? চলো খোঁজা শুরু করি,' মুসা বলল।

'আরে কি শুরু করলে তোমরা?' জ্যাকি বলল। 'পাঁচ বছরের বাচ্চাদের মত আরম্ভ করলে দেখি।'

কিন্তু কেউ গুরুত্ব দিল না তার কথায়। রবিন বলল, 'এই, চলো না। বসে আছো কেন? চলো চলো।'

ঠিক এই সময় মগজে এসে আঘাত হানল জোরাল কতগুলো বিচিত্র *কট্‌কট্! খড়খড়! চিকচিক!* ধরনের শব্দ।

'এই! কিসের শব্দ?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে আরেকটা অন্য রকম শব্দ ঢুকে পড়ল শব্দগুলোর মধ্যে। অদ্ভুত! গভীর পানির দিক থেকে আসছে বোঝা যায়। ছড়ানো ছিটানো কতগুলো প্রতিধ্বনির মত। সীমাহীন তথ্য রয়েছে ওই প্রতিধ্বনিগুলোর মাঝে। কিছু কিছু তথ্য অস্বস্তিকর মনে হলো রবিনের কাছে।

grohon.com

'এই শুনছ?' সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল রবিন। 'কিছু একটা আছে ওদিকটায়। কি জিনিস···বুঝতে পারছি না। তবে আমার ভাল লাগছে না মোটেও।'

সঙ্গে সঙ্গে কট্ কট্ শব্দ শুরু করে দিল বাকি তিনজনেই। ডলফিনদের পানির নিচের রাডার সিসটেম। একে বলে ইকোলোকেশন। অর্থাৎ প্রতিধ্বনির মাধ্যমে জেনে নেয়া কোথায় কোন জিনিসটা আছে।

'হুঁ,' মুসা জানাল সবার আগে। 'আমিও দেখতে পাচ্ছি। না না, ঠিক দেখা নয়...মানে, তোমরা তো বুঝতেই পারছ আমি কি বলতে চাইছি।'

ডলফিন-মগজের গভীরে তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা চালাল রবিন। বোঝার চেষ্টা করল সহজাত প্রবৃত্তির আড়ালে কোথায় কি খবর লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ করেই একটা ছবি ফুটে উঠল সচেতন মগজে।

'বুঝে গেছি! চিনে ফেলেছি!' চিৎকার করে উঠল সে। 'হাঙর! হাঙর!'

মুহূর্তে উবে গেল সবার খেলার মানসিকতা। সবাই চিনে ফেলেছে এতক্ষণে। ইকোলোকেশনকে কাজে লাগিয়ে জেনে ফেলেছে কাছাকাছিই রয়েছে বেশ বড়সড় একটা হাঙর।

আরও একটা ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে সবাই। হাঙরকে পছন্দ করে না ডলফিনরা।

এগারো

'দেখো, বোঝার চেষ্টা করো,' জ্যাকি বলল। 'এখানে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করতে আসোনি তোমরা।'

'তা ঠিক,' রবিন বলল। 'ও ঠিকই বলেছে। হাঙরেরা হামলা না চালালে ডলফিনেরা আগে কখনোই আক্রমণ করে না।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও···আরও প্রতিধ্বনি পাচ্ছি আমি,' জিনা বলল। 'হাঙর একটা নয়, বেশ কয়েকটা। আরও বড় কিছু একটাও রয়েছে।'

নিজের ইকোলোকেশন বোধ চালু করে দিয়ে সামনের সাগরে কোন কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল রবিন। 'ঠিক বলেছ। কয়েকটা হাঙর। আর একটা বড়মিয়া।'

'কি বললে?' জানতে চাইল জ্যাকি।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল রবিন। 'বড়মিয়া' বলে কি বোঝাতে চাইল সে? ভেবেচিন্তে বলেনি, লাফ দিয়ে যেন মনে উঠে এসেছে শব্দটা। '*বড়মিয়া!* হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তিমি। একটা তিমি। হাঙরেরা হামলা চালিয়েছে তিমিটার ওপর। বাঁচানো দরকার।'

'*বড়মিয়া* আক্রান্ত হয়েছে?' অস্বস্তিতে ভরা মুসার কণ্ঠ।

grohon.com

অবাক কাণ্ড। একই সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে ওরা। এতটা তো করার কথা নয়!

'রবিনের কথা ঠিক। তিমিটাকে বাঁচানো দরকার। তোমরা যা-ই করো না করো,' বলে উঠল জিনা। 'আমি যাচ্ছি।'

'চলো,' রবিন বলল।

কিশোর আর মুসাও অরাজি হলো না।

'কি করছ তোমরা বলো তো?' জ্যাকি জিজ্ঞেস করল।

জিনার পেছনে বর্শার মত ছুটতে শুরু করল বাকি তিনজনে। যতটা জোরে সম্ভব। বিপদে পড়া তিমিটার দিকে।

'আমি ওগুলোকে দেখে ফেলেছি,' আকাশ থেকে বলে উঠল জ্যাকি। 'তোমাদের নাক বরাবর সামনে। গোটা পাঁচেক হাঙর আর একটা বড়...অনেক বড় তিমি। বিশাল।'

তীব্র গতিতে পানির মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রথম হাঙরটা চোখে পড়ল রবিনের। ওর চেয়ে বড়। কমপক্ষে বারো ফুট লম্বা। চামড়ায় হালকা ডোরা কাটা।

শিকার নিয়ে এতই উত্তেজিত, রবিনকে লক্ষই করল না। সুযোগটা কাজে লাগাল রবিন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে গিয়ে গুঁতো লাগাল হাঙরের কানকোতে।

ইঁটের দেয়ালে আঘাত হেনেছে বলে মনে হলো ওর। ঠোঁট দুটো তার ভীষণ শক্ত। কিন্তু হাঙরের দেহ আরও শক্ত, যেন ইস্পাতের চাদরে মোড়া।

ধাক্কা খেয়ে পেছনে সরে এল রবিন। ধাঁধা লেগে গেছে। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে দেখল হাঙরটার কানকো থেকে প্রবল বেগে রক্ত বেরিয়ে ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে

সাগরের পানিতে।

সাঁতরে হাঙরটার নিচে চলে এল সে। চোখে পড়ল তিমিটাকে। মস্ত এক হাম্পব্যাক তিমি। কম করে হলেও চল্লিশ ফুট লম্বা। শামুক জাতীয় পরজীবীতে ছেয়ে থাকা একেকটা পাখনা রবিনের ডলফিনদেহের চেয়ে বড়।

দম নেয়ার জন্যে ওপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে তিমিটা। কিন্তু হাঙররা ওকে আটকে রেখেছে। কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। মুখের নিচের নরম মাংস ওদের লক্ষ্য। সে-জায়গাটা কামড়ে ধরে রেখেছে।

রাগ হলো রবিনের। প্রচণ্ড রাগ।

নিচের দিকে তাকাতেই কালচে-নীল অন্ধকার গভীরতা থেকে উঠে আসতে দেখল কিশোর ও জিনাকে। দ্রুত বড় হচ্ছে ওদের দেহ। মিসাইলের মত ছুটে আসছে হাঙরগুলোকে লক্ষ্য করে।

পানিতে বিকট ভোঁতা শব্দ তুলে নিজের লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত হানল জিনা।

কিন্তু কিশোরের লক্ষ্য করা হাঙরটা সময়মত শরীর মুচড়ে ঘুরে গেল। ওটার সিরিষ কাগজের মত খসখসে চামড়ায় ঘষা খেল কিশোর। নিরাপদে সরে যাওয়ার আগেই হাঙরটা তাড়া করল ওকে।

মুসাকেও তেড়ে গেল অন্য আরেকটা হাঙর।

হাঙরের একটা ভয়ানক সুবিধে হলো, ভয় কাকে বলে জানা নেই ওদের। মরল কি বাঁচল সে-পরোয়া করে না। এত বেপরোয়া প্রাণীর সঙ্গে তাই লড়াইয়ে সহজে জিততে পারে না কেউ।

তবে ডলফিনেরাও কম যায় না। সাগরে হাঙরের সবচেয়ে বড়

grohon.com

শত্রুদের একটা হলো ডলফিন। প্রাণপণে লড়াই করে চলল চারজনে। এখন আর খেলার পর্যায়ে নেই ব্যাপারটা।

পানি যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করল।

একটা সময় রবিনের মনে হতে লাগল হেরে যাচ্ছে ওরা। এখানে হেরে যাওয়ার একটাই পরিণতি–নিশ্চিত মৃত্যু। রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে পানি।

মারাত্মক জখম হওয়া একটা হাঙরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল দুটো অক্ষত হাঙর। জখমী হাঙরটা সরে যাচ্ছে। ওটার পিছু নিল অন্য দুটো হাঙর। কেন, প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন। তারপর বুঝল আহত হাঙরটাকে দুর্বল পেয়ে তাড়া করেছে পরের হাঙর দুটো। ছিঁড়ে খাওয়ার লোভে।

রক্তের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে আহত হাঙরটা। একে একে সব ক'টা হাঙরই ঘুরে গেল ওটার দিকে। ভয়ানক আক্রোশে গিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। জ্যান্তই টেনে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করল।

শেষ হাঙরটাও তিমিটাকে ছেড়ে চলে গেল।

লড়াই থামল।

'সবাই ভাল আছো?' জানতে চাইল জ্যাকি।

'কয়েক জায়গায় কেটে গেছে আমার,' জবাব দিল রবিন। 'এ ছাড়া ভালই আছি।'

'আমারও এই অবস্থা,' জিনা জানাল। ক্লান্ত শোনাল তার কণ্ঠ।

রবিনেরও ক্লান্ত লাগছে। ভীষণ ক্লান্ত। বড় জোর দু'মিনিট স্থায়ী হয়েছে লড়াইটা। কিন্তু মনে হচ্ছে বহুকাল কেটে গেছে যেন।

'মুসা?' জ্যাকি জিজ্ঞেস করল।

'আমার অবস্থা ভাল না,' মুসা বলল।

ফিরে তাকাল কিশোর। লড়াইয়ের উত্তেজনায় চোখে পড়েনি ওকে। এতক্ষণে দেখতে পেল ওর কাছাকাছিই রয়েছে মুসা। নিথর হয়ে পানিতে ভাসছে। তাড়াহুড়া করে তার কাছে ছুটে গেল সবাই।

জখমটা দেখে চমকে গেল সবাই। লেজটা কামড়ে কেটে ফেলা হয়েছে। প্রায় আলাদা। কোনমতে লেগে রয়েছে এক চিলতে চামড়ার সঙ্গে। একেবারে অকেজো। ওই লেজ দিয়ে আর কিছুই করতে পারবে না মুসা।

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখল কিশোর। তীর থেকে দূরে চলে এসেছে ওরা। কয়েক মাইল। এবং সাঁতরানোর ক্ষমতা নেই মুসার। কি হবে এখন?

বারো

'কিছু একটা করো জলদি!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'মারা যাবে তো ও!'

'রবিন?' দিশেহারা হয়ে পড়েছে কিশোর। 'কি করা যায়?'

'আমি...আমি জানি না।'

grohon.com

'রবিন, আমাদের মধ্যে তোমাকেই একমাত্র জীববিজ্ঞানী বলা যেতে পারে। প্রাণী বিশেষজ্ঞ,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কোনও একটা উপায় খুঁজে বের করো জলদি। এ পরিস্থিতিতে একটা আসল ডলফিন হলে কি করত!'

'কিছুই করার থাকত না আর ওটার। স্রেফ মারা যেত। তবে ধুঁকে মরার আগেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত ওটাকে হাঙরের দল।'

কিন্তু নিজেকে মোটেও বিশেষজ্ঞ মনে হচ্ছে না রবিনের। বরং কেমন হাঁদা হাঁদা লাগছে। নিজেকে দোষারোপ করছে সে। ভাবছে তার কারণেই মরতে বসেছে মুসা। তিমিটাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সে-ই দিয়েছিল।

ডলফিনের মুখ দিয়ে ডলফিনের মত গুঙিয়ে উঠল মুসা। তারপর নিজেই বলল, 'বাপরে বাপ, ডলফিনেরা এত জোরে গোঙায়, জানতাম না।'

'কি হয়েছে?' ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল জ্যাকি। 'মুসা কি জখম হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'কামড় খাওয়া মাছের মত পানিতে পড়ে মরতে চাই না আমি,' ককিয়ে উঠল মুসা।

'মানুষ হয়ে যাও!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'মানুষ হয়ে লাভটা কি?' জিনা বলল। 'এই মাঝসাগরে ঢেউয়ের মধ্যে দশ মিনিটও টিকবে না। এত মাইল পথ সাঁতরে যাবে কি করে? মরবে।'

'এই অবস্থায় থাকলেও বাঁচবে না। ঝুঁকি নিতেই হবে।'

'কিন্তু মানুষ হয়েই বা লাভটা কি? মানুষ হলে দেখা যাবে পা

দুটো কাটা।'

'উঁহু। পায়ের সঙ্গে লেজের কোন সম্পর্ক নেই। রূপান্তরিত হওয়ার সময় শুধু ডি এন এ-গুলোকে ব্যবহার করি আমরা, পুরো জানোয়ারটাকে নয়। ক্ষতি হয়েছে কেবল এই ডলফিনটার দেহের, জোগাড় করে আনা ডি এন এ কোষগুলো অক্ষতই আছে। আমার বিশ্বাস, মানুষে রূপান্তরিত হলে মুসার মানব-ডি এন এ-র কোন ক্ষতি হবে না। পরে আবার একটা ডলফিন হয়ে যাবে। সেটাও হবে অক্ষত দেহের একটা ডলফিন। নতুন দেহ নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাঁতরে তীরে যেতে আর কোন অসুবিধে হবে না তখন তার।'

'কিন্তু তোমার ধারণা যদি ভুল হয়?' জিনার প্রশ্ন।

'এ ছাড়া আর তো কিছু করারও নেই। আছে কি? দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। মুসা, মানুষ হয়ে যাও। জলদি। ঢেউয়ের আঘাত বাঁচিয়ে ভেসে থাকতে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ...। অবশ্য এ ছাড়া আর কোন উপায় আমিও দেখছি না। যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে, মরতে হয়, নিজের আসল দেহের মধ্যেই মরি...'

কথা হারিয়ে যাচ্ছে তার। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে শক্তি। বেহুঁশ হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে।

ভড়কে গিয়ে রবিন বলল, 'মুসা, দেরি হয়ে যাচ্ছে! জলদি করো! জলদি!'

তাকে ঘিরে রাখল বাকি তিনজনে। একপাশে ভেসে আছে বিশাল তিমিটা। মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে জ্যাকি।

বদলে যেতে শুরু করল মুসা। পাখনার জায়গায় গজিয়ে উঠল

grohon.com

হাত। নাক ছোট হতে হতে ফুটে উঠল মুসার ভোঁতা মুখ। চামড়ার ফ্যাকাশে ধূসর রঙ মুছে গিয়ে হয়ে উঠল কালো। কাটা, দ্বিখণ্ডিত লেজের মাঝখানে লম্বালম্বি ভাবে ফাঁক হয়ে গেল। তৈরি হয়ে যাচ্ছে মানুষের পা, পায়ের পাতা, আঙুল।

'হয়েছে! হয়ে গেছে!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কিশোর, তোমার কথাই ঠিক।'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' এক হাত দিয়ে নাক চেপে ধরে রেখে কোনমতে বলল মুসা। কথা বলতে গেলেই নাকে-মুখে পানি ঢুকে যায়। 'এবং এখন আমি নাকে-মুখে ঢেউ ঢুকে মারা যাব।...আরে ধরো না আমাকে! তাল পাচ্ছি না তো!'

সাঁ করে মুসার পাশে চলে এল রবিন। 'নাও, ধরো আমাকে। ভর দাও আমার ওপর।'

রবিনের পিঠ জড়িয়ে ধরল মুসা। ঠেলে তাকে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখল রবিন। কিন্তু বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে নাকে-মুখে। সেটা ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। কি করে তাকে সাহায্য করবে বুঝতে পারছে না কেউ।

ঠিক এই সময় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল কিশোরের। সাগরের তলদেশটা যেন ঠেলে উঠে আসছে ওদের দিকে।

আরও উঠে আসার পর বুঝল তলদেশ নয়! সেই হাম্পব্যাক তিমিটা। ডাইভ দিয়ে নিচে চলে গিয়েছিল। এখন উঠে আসছে। খুব ধীরে ধীরে। ওদের ঠিক নিচে রয়েছে।

'দেখো দেখো! তিমিটা!' চিৎকার করে উঠল জিনা।

তবে দিনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটা ঘটা বাকি ছিল তখনও।

হঠাৎ করেই রবিনের মন-মানুষ, ডলফিন দুটোরই যেন ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। তারপর নীরব কিন্তু বিশাল একটা মন প্রভাব বিস্তার করল তার মনের ওপর। মনের প্রতিটি কোণ ভরে ফেলল সাদামাঠা আবেগ দিয়ে। তার মনটা পরিষ্কার পড়তে পারছে যেন রবিনের মন। তিমির মনে কি চিন্তা চলছে, সব জেনে যাচ্ছে সে, ঠিক তিমিটার মত করেই। বিচিত্র, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এক অনুভূতি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তিমিটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ওদের কাছে। ওরা ওকে বাঁচিয়েছে, তাই। এখন তিমিটা এসেছে মুসাকে বাঁচাতে।

'সরে যাও,' জিনা আর কিশোরকে বলল রবিন। 'ভয় নেই। ও আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে।'

'কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল বিস্মিত জিনা।

'ও আমাকে বলছে। আমি পড়তে পারছি ওর মনটা। কিংবা বলা যায় অনুভব করতে পারছি। কিংবা অন্য কিছু। ব্যাখ্যা করে ঠিক বোঝাতে পারছি না।'

মুসার একেবার নিচে চলে এল তিমিটা। আস্তে করে তুলে আনতে লাগল পিঠটা। নিচ থেকে মুসাকে ঠেলে তুলে ফেলল ঢেউয়ের অনেক ওপরে। এতটা উঁচুতে, পানি আর নাগালই পাচ্ছে না মুসাকে।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে আকাশে উড়েছে জ্যাকি। বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে মুসার পাশে তিমিটার পিঠে এসে নামল।

নিজের মনটাকে রবিনের কাছে মেলে ধরল তিমিটা।

'শোনো, ছোটমিয়া,' তিমিটার মন বলছে, 'আমার কথা

grohon.com

শোনো।'

তার শব্দহীন, অক্ষরহীন কণ্ঠ যেন নীরবে অবলীলায় ঢুকে পড়ছে রবিনের মগজে। ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটছে, যা ভাষায় বোঝানো খুব কঠিন। তার মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে চলল তিমিটার এই অদ্ভুত উপায়ে কথা বলা। কিন্তু জ্যাকি পরে জানিয়েছে, দশ মিনিটের জন্যে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল ওরা।

তিমিটার মন থেকে জানল রবিন, আশিবার মাইগ্রেট করেছে এই বুড়ো তিমি। অনেক তার বয়েস। ভ্রমণ করেছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। বহু মা-তিমির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে জীবনে, যারা বুড়ো হয়ে হয়ে মরে গেছে। ওদের বাচ্চারা এখন বড়। পৃথিবীর মহাসাগরগুলোতে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

অনেক লড়াই করেছে সে। অনেক লড়াইয়ে জিতেছে। সুদূর দক্ষিণের সেই বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চল থেকে চলে গেছে উত্তরের বরফে ঢাকা মেরুতে। ধোঁয়া উদ্গীরণ করা জাহাজের যুগের তিমি শিকারী জাহাজগুলোর কথা মনে করতে পারছে সে, যেগুলোতে করে মানুষেরা আসত তিমি নিধন করার জন্যে।

অনেক বাবা-তিমির গান স্মরণ করতে পারছে সে, যারা বহু আগেই গত হয়েছে। সেই সব বাবা-তিমিদের নিজের চোখে দেখেছে সে। সাগর-জগতের কত কিছুই না তার জানা, কত কিছুই না দেখা। কিন্তু কোন *ছোটমিয়াকে* কখনও মানুষে রূপান্তরিত হতে দেখেনি তার এই দীর্ঘ তিমি-জীবনে।

কাদের কথা বলছে তিমিটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিনের। বুঝতে পারল ডলফিনরা যেমন তিমিকে বড়মিয়া বলে

ডাকে, তিমিরাও ডলফিনকে ছোটমিয়া ডাকে।

'আমরা কিন্তু আসল ছোটমিয়া নই,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনি যাদের কথা ভাবছেন, আমরা তারা নই।'

'না, তোমরা নতুন। সাগরে নতুন। তবে তোমরাই একা নতুন নও। আরও নতুন আছে।'

কিসের কথা জানাচ্ছে তিমিটা? আরও নতুন আছে মানে?

প্রশ্নটা রবিনের মনে উদয় হতেই বুঝে নিল তিমিটা। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল। নিজের মনের একটা ছবি বিস্ময়কর কোনও উপায়ে ভিডিওর মত রবিনের মনে চালান করে দিল। চিত্রটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে। একটা দৃশ্য। চওড়া একটা ঘাসে ঢাকা সমভূমি। তাতে গাছপালা আছে। ছোট একটা ঝর্ণা আছে। সবই রয়েছে পানির নিচে। তৃণভূমিতে ছুটে বেড়াতে দেখা গেল একটা উদ্ভট প্রাণীকে। দেহটা হরিণের মত, লেজটা কাঁকড়াবিছের মত, গলার কাছ থেকে দেহের বাকি অংশটা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষের ঊর্ধ্বাংশের মত। তা-ও আবার স্বাভাবিক মানুষ নয়।

কোথায় রয়েছে প্রাণীটা? জিজ্ঞেস করল রবিন। তিমিটার সঙ্গে সে দিব্যি তিমির কায়দায় কথা চালিয়ে গেল। কোন অসুবিধে হলো না। যেন কতকালের পরিচিত ওই ভাষা, কথা বলার উপায়। বুঝল, ডলফিনের রূপ ধারণ করেছে বলেই পারছে। মানুষ হলে কোনভাবেই সম্ভব হত না।

একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল তিমিটা।

কথা শেষ হলো। নিজের কব্জা থেকে রবিনের মনকে মুক্ত করে দিল তিমিটা। একটা মজার স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল রবিন।

grohon.com

'রবিন, ঠিক আছো তো তুমি? কি হয়েছিল তোমার?' জ্যাকি জিজ্ঞেস করল। 'তুমি তো ভাই আমাদের ঘাবড়ে দিয়েছিলে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিমিটা আমাদেরকে তোমাদের কথার মাঝখানে ঢুকতে দিতে চাইছে না।'

'না না, আমি ঠিকই আছি,' জবাব দিল রবিন। 'ভাল আছি।'

'মুসা তো আবার ডলফিন হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে,' জ্যাকি জানাল।

'তাই?' ঘোরটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি রবিনের। তার মনে ঢুকে পড়া বহু তথ্যে ভরা একটা বিশাল পুরানো দলিলের বিস্ময়কর ভাবনাগুলো দূর হয়নি এখনও।

'আর মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি আছে দু'ঘণ্টা হতে,' ঘোষণা করল সময়রক্ষক জ্যাকি। 'এবং তীর এখান থেকে বহুদূর।'

মুসা কিছু বলল। মানুষের ভাষায় স্বাভাবিক কণ্ঠে। পানির নিচে থেকে ডলফিনের কান দিয়ে শব্দ শুনল কিশোর, কিন্তু বুঝতে পারল না কি বলছে।

পানির ওপরে মাথা তুলে দেখল, ডলফিনে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে দিয়েছে মুসা।

পরিবর্তিত হওয়ার মাঝপথে তিমির পিঠ থেকে পানিতে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। পাখনা তৈরি হয়ে গেল। ঠোঁটও তৈরি শেষ।

লেজও তৈরি হলো। একেবারে নিখুঁত, স্বাস্থ্যবান, অক্ষত।

তীরের দিকে রওনা হলো ওরা। ক্লান্ত। তবে হাঙরের সঙ্গে ভয়াবহ লড়াইয়ের পর বেঁচে থাকায় আনন্দিত।

তিমিটার সঙ্গ ত্যাগ করে আসায় বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে

কিশোরের। মাইলখানেক দূরে চলে আসার পর গান শুনতে পেল ওটার। বিষণ্ন, ধীর লয়ের সুর। বেশিক্ষণ একটানা শুনলে মগজটা কেমন জ্যাম হয়ে যেতে চায়, কষ্ট হতে থাকে।

'দেখো, কেমন গান গেয়ে শোনাচ্ছে আমাদের,' জিনা বলল। 'মন ভাল হয়ে গেছে বোধহয়।'

হাসল রবিন। তবে হাসিটা প্রকাশ পেল না তার ডলফিন ঠোঁটে।

'*ছোটমিয়াদের* জন্যে গান গায় না সে,' কিশোর বলল। 'গান গায় মাদী তিমিকে ভোলানোর জন্যে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না জিনা। 'আশেপাশে তো কোন মাদী তিমিকে দেখলাম না।'

'সে-জন্যেই তো গাইছে। মেসেজ পাঠাচ্ছে কাছে আসার জন্যে।'

তেরো

পরদিন সকালে মুসাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো রবিন।

বেডরূমে পাওয়া গেল মুসাকে।

'আরি, রবিন। কি ব্যাপার?'

'তোমাকে নিয়ে জিনাদের বাড়িতে যেতে বলে দিয়েছে

grohon.com

কিশোর। সে ওখানেই থাকবে।'

'কিন্তু আমার তো উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারা গায়ে ব্যথা। একটা ঘটনাই ঘটল কাল, কি বলো?'

গম্ভীর হয়ে গেল রবিন। 'তা তো ঘটেছে। কিন্তু আরেকটু হলেই তো মারা যাচ্ছিলে।'

চোখ ওল্টাল মুসা। 'কথাটাই তো হলো সেটা। কি যে করি! জিথারিয়ানদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই বিপদের পর বিপদ। বিপদ যেন মুখিয়েই থাকে। এই রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটাও আর আমার ভাল লাগছে না। বড় বেশি বিপজ্জনক। ভারেকদের ভয় তো আছেই।'

'ভয় পাচ্ছ?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জবাব দিল না মুসা। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'সব সময়েই একটা ভয়ের মধ্যে রয়েছি আমি, রবিন। ভারেকদের সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পাচ্ছি। ভয় পাই জ্যাকির দিকে তাকালে। কি অবস্থাটা হলো ওর দেখো। চিরজীবনের জন্যে বন্দি হয়ে গেল বাজপাখির দেহে। রূপান্তরিত হতে গিয়ে কোনদিন আমরাও আটকে যাই কোন্ প্রাণীর দেহে, কে জানে!...সোজা কথা, ঘুমের মধ্যেও ভয় পাই আজকাল।'

এ রকম ভয় এখন রবিনও পায়। একেবারে তার মনের কথাটা বলেছে মুসা। ওদের বেঁচে থাকা হারাম করে ছেড়েছে ভিকুন থ্রী।

'সেই যে সে-রাতে কনস্ট্রাকশন সাইটে প্রিন্স ফুকটুনকে খুন করল ভিকুন থ্রী, তারপর থেকে কি আর একটা মুহূর্ত শান্তিতে কাটাতে পারছি কেউ, বলো?' বিষণ্ন হাসি ফুটল মুসার মুখে,

কেমন বিকৃত দেখাল হাসিটা। 'প্রতি রাতেই দুঃস্বপ্ন। নরকের চেয়েও ভয়াবহ সেই ভারেক পুলটা দেখতে পাই। ভিকুন থ্রী, টুয়াটারা, টোটেম...' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কত চেষ্টা করি দূর করার। পারি না।'

'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিনও। 'ওই দুঃস্বপ্নের কোন তুলনা হয় না।'

'কালকেও আরেকটা দুঃস্বপ্ন পার করে এলাম। হাঙরগুলোর কবল থেকে তো অল্পের জন্যে রেহাই পেয়েছি। নাহ্, এ ভাবে আর এত ভয়ের মধ্যে কাল কাটানো সম্ভব না।'

'কি করবে তাহলে?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল মুসা।

রবিন বলল, 'সমস্যা মনে হয় আরও বাড়তে যাচ্ছে।'

মুখ ফেরাল মুসা। 'বাড়তে যাচ্ছে মানে?'

'আজ সকালে কাগজ দেখেছ?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'না।'

'দুটো রিপোর্ট ছেপেছে,' রবিন বলল। 'একটা রিপোর্ট একজন গুপ্তধন শিকারীকে নিয়ে। উপকূলের কাছে কোথায় নাকি একটা জাহাজ ডুবে গেছে। সেটাতে গুপ্তধন আছে। ...না খুঁজতে বেরোবে লোকটা। আরেকটা রিপোর্ট একজন বিখ্যাত মেরিন বায়োলজিস্টকে নিয়ে। তাঁর একটা জাহাজ আ টা নিয়ে সাগরে বেরোচ্ছেন তিনি উপকূলের ধার ঘেঁষে ন কিছু জরুরী গবেষণার জন্যে।'

'তাতে কি?'

'বুঝতে পারছ না? হঠাৎ করেই সাগরের ব্যাপারে এত আগ্রহী

grohon.com

হয়ে উঠল কেন রকি বীচের লোক? একই সঙ্গে গুপ্তধন শিকারী এবং সাগর-গবেষক বেরিয়ে পড়ছেন যার যার কাজে। দু'জনেরই কাজ উপকূলের ধার ঘেঁষে। একই সময়ে। একই জায়গায়। খটকা লাগছে না তোমার?'

'কন্ট্রোলার?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমার সেটাই ধারণা। কিশোরকে বললাম। সে-ও আমার সঙ্গে একমত। এগুলো হচ্ছে দুই জাহাজ ভর্তি ডুবুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার ছুতোনাতা। মানুষের চোখে ধুলো দেয়া। গুপ্তধন শিকারী ও বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে কন্ট্রোলাররাই যাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই। আমার আরও একটা ধারণা, আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, ওরাও তাকেই খুঁজতে যাচ্ছে।'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। 'সত্যিই কোন জিথারিয়ান আটকা পড়েছে পানির তলায়? বিশ্বাস হয়?'

'না হওয়ার কি আছে? ভিনগ্রহ থেকে যখন আসতে পেরেছে ওরা, পানির নিচে আটকা পড়তে বাধা কোথায়?'

'তা ঠিক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'এক মিনিট। আমি চট করে কাপড়টা বদলে নিই।'

চোদ্দ

'হুঁ, তাহলে এইই জানি আমরা,' কিশোর বলল। 'কিংবা, বলা যেতে পারে আমরা ভাবছি আমরা জানি।'

আবার জিনাদের বাড়িতে মিলিত হয়েছে তিন গোয়েন্দা, জিনা ও জ্যাকি। জানালার বাইরে পাল্লার ওপরে বসে আছে বাজপাখিরূপী জ্যাকি। ঘরের ভেতরে থাকতে ভাল লাগে না তার। সে-জন্যে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। খোলামেলা জায়গায় হাওয়া-বাতাসের মধ্যে থাকতে চায়।

'প্রথমত, আমাদের বিশ্বাস,' কিশোর বলল আবার, 'একজন কিংবা একাধিক জিথারিয়ান আটকা পড়েছে সাগরের তলায়।'

'জিথারিয়ানরা মনে হচ্ছে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে দম নিতে পারে পানির নিচে,' মুসা বলল।

মুসার কথাটাকে গুরুত্ব দিল না কিশোর। 'দ্বিতীয়ত, রবিন ভাবছে, তিমির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে আটকা পড়া ভিনগ্রহবাসীকে খুঁজে বের করতে পারবে সে।'

এরপর পুরো দশটা সেকেন্ড অখণ্ড নীরবতা। কেবল এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে ওরা। তারপর একসঙ্গে ফেটে পড়ল সবাই।

grohon.com

'তিমির কাছে পাওয়া তথ্য! হাহ্!' হেসে উঠল মুসা।

'জীবনটাই জানি কেমন হয়ে গেল আমাদের,' জ্যাকি বলল। 'নাকি আমার একারই এ রকম লাগছে?'

'না, আমাদেরও লাগছে,' মুসা বলল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না কোন কিছুই। মনে হয় সব সময়ই একটা স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। স্বপ্নটা ভাঙতে সময় লাগছে। আমাদেরই মত একজন মানুষ বাজপাখি হয়ে গিয়ে থটস্পীকের মাধ্যমে কথা বলছে আমাদের সঙ্গে, ডলফিন হয়ে সাগরে গিয়ে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করে একটা তিমিকে বাঁচালাম আমরা, সেই তিমিটা আবার তথ্য জানিয়ে একজন ভিনগ্রহবাসীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করছে আমাদের। বাস্তবে কি এ সব সম্ভব? তার মানেই স্বপ্ন। যে কোন মুহূর্তে স্বপ্নটা ভেঙে গেলেই দেখব সব ঠুস্!'

'তাহলে তো বাঁচতাম,' জিনা বলল।

'অত আশা করে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'স্বপ্নও দেখছি না, সেটা ভাঙবেও না। যত অদ্ভুত আর বিচিত্রই হোক না কেন, যা ঘটছে সবই বাস্তবে। যাকগে, ওসব বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসা যাক। রবিন আর আমি প্রচুর ম্যাপ ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। নিজের স্বপ্ন আর তিমির দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে ওর মনে হচ্ছে, তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে সেই জায়গাটা, যেখানে ভেঙে পড়েছে জিথারিয়ানদের স্পেস শিপ। দূরত্বটা এত বেশি, ডলফিন হয়ে সাঁতরে গিয়েও কাজ শেষ করে দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব না।'

'তাহলে অন্য কোন প্রাণী সেজে যাওয়া যাক,' পরামর্শ দিল মুসা। 'ডলফিনের চেয়ে দ্রুতগতি আর কোন্ প্রাণী আছে সাগরে?'

'জিনা অবশ্য একটা বুদ্ধি দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'বুদ্ধিটা ভালই মনে হয়েছে আমার...'

'হাতি সেজে যেতে চায়? ওর তো হাতি হয়ে অভ্যাস আছে। হাতিরা কি ডলফিনের চেয়ে দ্রুতগতি?'

'আহ্, তুমি চুপ করবে? কথা বলতে দাও!' জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'জিনা, তুমি বলো।'

উঠে দাঁড়াল জিনা। জ্যাকি যেদিকে বসে আছে, তার উল্টো দিকের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছে কিনা। ফিরে এসে বলল, 'জাহাজে করে যেতে চাই আমরা। তবে অবশ্যই মানব-শরীরে নয়। রূপান্তরিত হয়ে সীগালের বেশে যেতে পারি।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'এই রূপান্তরিত হওয়ার কথাটা মনে হলেই এখন গায়ে জ্বর আসে আমার।'

'হ্যাঁ, প্রথমে হব সীগাল,' আগের কথার খেই ধরল জিনা। 'উড়ে যাব জাহাজ চলাচলের পথে। আমরা যেদিকে যেতে চাই সেদিকগামী তেলবাহী কিংবা মালবাহী কোন জাহাজে চড়ে বসব। মানুষ হয়ে লুকিয়ে থাকব জাহাজের কোনখানে। তারপর গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ডলফিনে রূপান্তরিত হব। বাকি পথটুকু যেতে তখন আর কোন অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'এমন ভঙ্গিতে বলছ যেন তুড়ি দিলাম আর হয়ে গেল,' মেনে নিতে পারছে না মুসা। 'তারচেয়ে বরং আরেক কাজ করি চলো। মিস্টার ডেরিককে গিয়ে বলি যে ভিকুন থ্রী-কে ডেকে এনে যেন বলেন আমাদের খুন করে ফেলতে। জিনা যে ভাবে মরতে বলছে,

grohon.com

তারচেয়ে এটা বরং অনেক সহজ।'

'কথাটা একেবারে ভুল বলোনি তুমি,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'জানি, এটা খুব বিপজ্জনক কাজ। রূপান্তরের প্রচুর ঝুঁকি। হাজার রকমের ঝামেলা। তা ছাড়া কন্ট্রোলাররা তো থাকছেই ওখানে। আমরা যা খুঁজতে যেতে চাই ওরাও সেটাই খুঁজতে যাচ্ছে। আমাদের আগে ওরা ভিনগ্রহবাসীকে পেয়ে গেলে ধরে স্রেফ খুন করবে।'

'আমরা আগে পেলেও কোন লাভ হবে না। দুই জাহাজ ভর্তি লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে কাউকে উদ্ধার করে আনতে পারব না আমরা,' যুক্তি দেখাল মুসা। 'ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ধরে খুন করবে।'

'এক কাজ করা যাক,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এ ভাবে তর্কাতর্কি করে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না আমরা। তারচেয়ে এসো ভোটাভুটি হয়ে যাক। যাওয়ার পক্ষে যে, সে হাত তুলবে।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলে ফেলল মুসা। 'আমি যাচ্ছি!'

সবাই অবাক।

'তবে না এতক্ষণ যেতে চাও না বলে এত তর্ক করলে?' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরুজোড়া কাছাকাছি হয়ে এসেছে কিশোরের।

'সেটা তো তর্কের খাতিরে করলাম,' হালকা স্বরে জবাব দিল মুসা। 'আমার আগেই হাত তুলে ফেলবে জিনা, সেটা হতে দিতে রাজি না আমি কোনমতেই।'

'কেন, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্রুতা কেন?' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল জিনা।

'শত্রুতা না। শত্রুতার জন্যে হাত তুলেছি, তা মোটেও ভেবো না। কিন্তু তোমার পরে, কিংবা সবার পরে যদি আমি হাত তুলতাম, খেপাতে খেপাতে আমাকে মেরে ফেলতে।'

হাসল জিনা। 'যাক, জানলাম। তোমার একটা দুর্বলতা জানা গেল। আমার খেপানোকে তুমি ভয় পাও।'

'তর্কাতর্কি বাদ দাও না এখন। সিরিয়াস আলোচনা চলছে,' বাধা দিল কিশোর। 'কে কে যেতে চাও, হাত তোলো।'

'হাত তুলতেই হবে?' জিনার প্রশ্ন। 'নইলে বোঝা যাবে না?'

'না, যাবে না। ভোটাভুটি একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। এ কাজে সততা রক্ষা করে চলা উচিত। আর সে-জন্যে ফর্মাল ব্যাপারগুলোও মেনে চলা জরুরী।'

জিনার আগেই হাত তুলে ফেলল রবিন।

'দূর!' চোখ-মুখ কুঁচকে জিনা বলল, 'আবারও আমার আগে হাত তুলে ফেলল আরেকজন।'

হাসল কিশোর, 'যত দেরি করবে ততই পেছনে পড়বে। আমি এখনও বাদ আছি...'

আর দেরি করল না জিনা। কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলে ফেলল।

হাসিটা বাড়ল কিশোরের।

বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল জ্যাকি, 'আমি হাত তুলব কি করে? আমার তো হাত নেই। ডানা তুলব? নাকি পা?'

'যা ইচ্ছে তোলো,' জবাব দিল কিশোর। 'যেটা তোমার জন্যে

grohon.com

সহজ।'

'আমার জন্যে দুটোই সহজ। হাতের জায়গায় যেহেতু ডানা গজিয়েছে, ডানাই তুলি। পা তুললে শেষে বেয়াদব বলবে,' ডান ডানাটা উঁচু করল সে।

সবার শেষ হাত তুলল কিশোর। বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেউই আমরা যেতে অরাজি না। এরপর আমাদের কি কাজ, সেই আলোচনাটা শেষ করে ফেলা যাক এখন।'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' জ্যাকি বলল। 'যাওয়ার পক্ষে তো ভোট দিলাম। কিন্তু তোমরা যাবে জাহাজে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে এত দূর উড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না আমার। কি করব?'

'আসছি সে-কথায়,' কিশোর বলল। 'এখন বলো তো, শুধু একটা স্বপ্নের সূত্রকে ভিত্তি করে, সেটাকে বাস্তব ধরে নিয়ে এতবড় ঝুঁকিতে যাওয়া কি উচিত হবে আমাদের?'

লাল চোখের দৃষ্টি কিশোরের ওপর নিবদ্ধ করল জ্যাকি। 'হ্যাঁ, হবে। তার কারণ, স্বপ্নটা আমি একা দেখিনি। রবিনও দেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তব ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে এর।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'আমিও তোমার সঙ্গে একমত। তারমানে দাঁড়াচ্ছে, যাচ্ছি আমরা। কাল সকালেই রওনা দেব। আর দেরি করাটা ঠিক হবে না। যত দেরি করব ভারেকদের ওকে খুঁজে বের করার সম্ভাবনাটা ততই বেড়ে যাবে।

আলোচনা শেষ করে জিনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তি· গোয়েন্দা। মুসা চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে। জ্যাকি উড়ে গেল অজানার উদ্দেশ্যে। কিশোরের সঙ্গে এগোল রবিন।

'জ্যাকির জন্যে দুঃখ হয়,' রবিন বলল। 'বেচারা। ইচ্ছে থাকলেও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না।'

'যেটুকু পারে, সেটাই বেশি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওর জগৎ আর আমাদের জগৎ এখন সম্পূর্ণ আলাদা।'

নীরবে কিছুক্ষণ পথ চলল দু'জনে। জ্যাকির কথা ভাবছে।

'কাজটা খুব বিপজ্জনক, তাই না?' অবশেষে নীরবতা ভাঙল রবিন।

'কোনটা? আমাদের অভিযান?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

আচমকা দাঁড়িয়ে গেল সে। কিশোরের হাত চেপে ধরল। 'কিশোর!'

অবাক হলো কিশোর। 'কি?'

'আমাদের কারোরই অন্য প্রাণীর দেহে আটকে পড়া চলবে না। জ্যাকি যে কি করে পারছে সহ্য করতে, জানি না; কিন্তু এ রকম করে বন্দি হয়ে থাকতে হলে আমি মরেই যাব।'

'আমিও,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'কাজেই সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, খুব সতর্ক। যাতে কোন মতেই, কোন পরিস্থিতিতেই রূপান্তরিত অবস্থায় দুই ঘণ্টার বেশি কাটাতে না হয় আমাদের।'

আর একসঙ্গে যেতে পারবে না। পথ এখন আলাদা। দু'জনের বাড়ি দু'দিকে। কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথে রওনা হলো রবিন।

কি মনে হতে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। আকাশের অনেক ওপরে সূর্যের আলোয় চকচক করতে দেখল একটা মরচে-

grohon.com

লাল লেজ। একটা বাজপাখি।

জ্যাকি, না অন্য বাজ? বুঝতে পারল না রবিন। অত দূর থেকে চেনা কঠিন।

পনেরো

'দেখো দেখো! স্যান্ডউইচের টুকরো! নেব নাকি তুলে?'

'ওই যে দেখো, রুটি পড়ে আছে! স্যান্ডউইচের চেয়ে মজা।'

'উঁহু। মজা বেশি লাগবে ওই পিজ্জার টুকরোটা। বাসী জিনিসের স্বাদই আলাদা।'

একসঙ্গে উড়ে চলেছে চারটা সীগাল। থটস্পীকের মাধ্যমে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। রবিনদের ওয়াইল্ডলাইফ ক্লিনিকে আহত সীগাল আছে বেশ কয়েকটা। ডি এন এ জোগাড় করতে কোন অসুবিধে হয়নি গোয়েন্দাদের।

তিন গোয়েন্দা আর জিনা উড়ছে সীগাল হয়ে, নিচু দিয়ে। বেশ খানিকটা ওপরে থেকে যেন ওদের পাহারা দিতে দিতে উড়ে চলেছে বাজপাখিরূপী জ্যাকি।

চেহারা ছাড়াও বাজপাখির সঙ্গে সীগালের একটা বড় অমিল হলো বাজপাখিরা শিকারী পাখি, আর সীগাল হলো ধাঙড়, আবর্জনা খেয়ে বেঁচে থাকে। সে-জন্যেই সীগাল হয়ে ওড়াল

দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন জিনিসটা পড়ে আছে, সেটা খাবার কিনা, সেদিকে লক্ষ চলে গেল ওদের।

'আরে দেখো না, মাটিতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের টুকরো পড়ে আছে।'

'আর গাড়িটার কাছে দেখছ? চকলেটের টুকরো!'

'খাইছেরে! ম্যাকডোনাল্ডের বার্গার। ইস্, পুরোটাই যদি ফেলে যেত।'

'ওই যে, সৈকত,' জোরে জোরে ডানা ঝাপটাল কয়েকবার কিশোর।

এক সময় ডাঙা ছেড়ে সাগরের ওপরে চলে এল ওরা। পানিতে খাবার নেই। কাজেই কিছুক্ষণের জন্যে খাওয়ার চিন্তা বন্ধ। কিন্তু খানিক পরেই মুসার চোখে পড়ে গেল খাবার।

'আরে এ কি! ব্যাগ ভর্তি পটেটো চিপস পানির ওপরে ভাসছে! ওই যে, দেখো!'

খুব নিচু দিয়ে উড়ছে এখন ওরা। পানির মাত্র কয়েক ডজন ফুট ওপর দিয়ে। জ্যাকিও নেমে এসেছে। ওপরে থাকলে ওর একটা সুবিধে হয়। মাঝে মাঝে বায়ুস্রোতে ডানা মেলে দিয়ে ভেসে থাকতে পারে। তাতে পরিশ্রম কম হয়। এত নিচে বায়ুস্রোত পাওয়া যায় না। তাই উড়তে তুলনামূলকভাবে কষ্ট বেশি হচ্ছে।

ঢেউ খুব বেশি এখন। ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে চতুর্দিকে নজর রাখছে ওরা।

'ওই দেখো,' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'বাঁয়ে তাকাও।'

ধূসর চকচকে কিছু আকতি পানি কেটে এগিয়ে চলেছে।

grohon.com

ওপরে উঠছে, নিচে নামছে, ওপরে উঠছে, নিচে নামছে; আকাশ ও সাগরের রূপালী রঙের মিলনরেখাটা ভেঙে দিচ্ছে বার বার। এক ঝাঁক ডলফিন।

'ভাবতে কিন্তু দারুণ ভাল লাগছে আমার,' জিনা বলল।

'কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই যে, একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে গেছে আমাদের হাতের মুঠোয়। পাখি হয়ে উড়ে চলেছি। ইচ্ছে হলেই ডলফিন হয়ে নেমে যেতে পারব সাগরে। মনের আনন্দে সাঁতরে বেড়াতে পারব যে দিকে খুশি। জল-স্থল-আকাশ সব কিছুই এখন আমাদের পুরোপুরি দখলে। যে কোন জানোয়ারের দেহ ধারণ করতে পারব ইচ্ছেমত, ওদিকে মনটা থাকবে মানুষের, মানুষের মগজের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারব। কি ভয়ানক ক্ষমতা, কল্পনা করতে পারো?'

'তা পারি,' জিনার উচ্ছলতাটাকে ফাটা বেলুনের মত চুপসে দিতে চাইল মুসা। 'ডলফিন হয়ে গিয়ে হাঙরের সামনে পড়ো আবার, তাহলেই বুঝবে ক্ষমতাটা কি পরিমাণ বিপজ্জনক আমাদের জন্যে।'

'বিপজ্জনক, কিন্তু হাঙরগুলো তো পারেনি আমাদের সঙ্গে। তোমার লেজটা দুই খণ্ড হয়ে গিয়েই কিচ্ছু হলো না তোমার মানব-দেহের, আঁচড়টা পর্যন্ত লাগল না। এতবড় ক্ষমতা ভোগ করতে পারাটাই তো...'

'ওই যে জাহাজ,' বলে উঠল কিশোর। 'নাক বরাবর সামনে।'

'এতক্ষণে দেখলে?' হেসে উঠল জ্যাকি। 'নাহ্, সীগালের দৃষ্টিশক্তি মোটেও ভাল না। জাহাজটা বহু আগেই দেখেছি আমি।

নাম পর্যন্ত পড়তে পারছি এখান থেকে। সী-সার্পেন্ট। ক্যাপ্টেনের চুলের রঙ বলব?'

'উঁহু, বলা লাগবে না,' থামিয়ে দিল কিশোর।

বাজপাখির চোখের ক্ষমতা জানা আছে ওর। দিনের বেলা আধ মাইল দূর থেকেও ছাপার অক্ষর পড়তে পারে।

জাহাজটাকে ধরাটা খুব কঠিন হলো ওদের জন্যে। খুব দ্রুতগতিতে ছুটছে। কাছাকছি যখন পৌঁছল ওরা, শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে এসেছে।

জাহাজটা বিশাল। কালচে নীল রঙ। ডেকের সামনের অংশটা ফুটবল খেলার মাঠের চেয়েও বড়। কেবিন সহ যা কিছু আছে, সব পেছনে। নাবিকদেরও ওখানেই থাকার কথা। তাই সামনের দিকে উড়ে গেল গোয়েন্দারা। গোপন কোন জায়গা আবিষ্কারের আশায়। যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা।

ডেকের ওপর নানা রকম কনটেইনার। ট্রেলারের সমান বড় বড় বাক্স, বিশাল ড্রাম সারি দিয়ে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। খোলের মধ্যে রয়েছে আরও শত শত কনটেইনার।

একেবারে সামনের দিকে দুই সারি কনটেইনারের মাঝখানে এসে নামল গোয়েন্দারা। চারপাশ থেকে কনটেইনারগুলো দেয়ালের মত ঘিরে রেখেছে ওদের। এ ছাড়া রয়েছে জাহাজের ঢেউ খেলানো টিনের দেয়াল দিয়ে বানানো ছাউনি। রোদ-বৃষ্টি বাঁচিয়ে বিশেষ ধরনের কনটেইনার রাখার জন্যে এই ছাউনিগুলো তৈরি করা হয়েছে।

'জ্যাকি? সময় কত বাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

grohon.com

লম্বা ঘাড় বাঁকিয়ে পায়ে বাঁধা ছোট ঘড়িটার দিকে তাকাল জ্যাকি। 'আধ ঘণ্টা।'

অকারণে আর সময় নষ্ট না করে মানব-শরীরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। কনটেইনারগুলোর মাঝের ফাঁকটা পাখির জন্যে অনেক বড়, কিন্তু মানুষের জন্যে খুবই কম। মানব-শরীরে ফিরে আসার পর গাদাগাদি ঠাসাঠাসি হয়ে গেল।

'বাপরে! খুব ঠাণ্ডা তো এখানে,' রবিন বলল। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ইস্পাতের ঠাণ্ডা হয়ে থাকা ডেকের ওপর। সূর্য আছে এখনও, রোদও আছে। কিন্তু ওরা রয়েছে ছায়াতে। রোদ ঢুকছে না এখানে।

'এই জুতো সমস্যাটার সমাধান না করতে পারলে আর চলছে না,' মুসা বলল রবিনের সুরে সুর মিলিয়ে। 'ঠাণ্ডা জায়গায় আসার সময় আরও একটা জিনিস গায়ে রাখতে পারলে ভাল হত, সোয়েটার। কিশোর, তোমার মাথা থেকে তো হুড়মুড় করে কত বুদ্ধি বেরোয়। কিছু একটা করো।'

'এখন তো আর সময় নেই,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'পরে ভেবে দেখা যাবে। শীতকালে রূপান্তরের সময় পরার জন্যে কিছু একটা বের করতে হবে।'

'তারচেয়েও জরুরী প্রশ্ন আছে একটা আমার,' জিনা বলল। 'ঠিক জায়গাটায় পৌঁছেছি কিনা কি করে বুঝব আমরা? যে জায়গাটা খুঁজতে এসেছি আমি তার কথা বলছি।'

নিচের ঠোঁটে ঘনঘন দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। 'এই জাহাজটা চলছে, আমার ধারণা, ঘণ্টায় প্রায় বিশ মাইল গতিতে। তারমানে এক ঘণ্টায় তীর থেকে বিশ মাইল দূরে চলে যাব

আমরা।'

'উঁহু, আঠারো মাইল,' জ্যাকি বলল। 'ডাঙার সমান্তরালে যখন জাহাজ চলছিল, মাঝে মাঝে ডাঙার দিকে সরে গিয়ে গাড়ির স্পীডোমিটার দেখেছি আমি। মিটার রীডিং দেখে আমার পায়ে বাঁধা ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে হিসেব করে বের করেছি।'

হাসল মুসা। 'অঙ্কের ওস্তাদ।'

'এতে ওস্তাদির কিছু নেই। খুব সহজ হিসাব।'

'বেশ,' কিশোর বলল, 'আঠারো মাইলই সই। উত্তর দিকে এক ঘণ্টায় আঠারো মাইল যাব আমরা। রবিন আমাকে ম্যাপে যে জায়গাটা দেখিয়েছে তার দুই মাইলের মধ্যে চলে যাব।'

অস্বস্তি বোধ করল রবিন। যদি তার ভুল হয়?

'আমার যাওয়া দরকার,' জ্যাকি বলল। 'আঠারো মাইলের বেশি রাস্তা এখন একটানা উড়ে পেরোতে হবে আমাকে। যত দেরি করব, তীর থেকে আরও দূরে সরে যাব। শেষে দেখা যাবে সিঙ্গাপুরে না গিয়ে আর গতি থাকবে না আমার।'

'সিঙ্গাপুর?' বুঝতে পারল না মুসা।

'হ্যাঁ। ওড়ার সময়ই ক্যাপ্টেনের লগবুক পড়ে ফেলেছি আমি। জাহাজটা সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।'

উড়ে গেল জ্যাকি। ছোট্ট ঘড়িটা ফেলে গেল কিশোরদের জন্যে।

কিছু না করে বসে বসে একটা ঘণ্টা কাটানো বড়ই কষ্টকর কাজ। আশপাশের কনটেইনারগুলোতে কি আছে, এক ঘণ্টা পর কি ঘটতে যাচ্ছে, ভেবে সময় কাটানোর চেষ্টা করল কিশোর।

সাঁই সাঁই করে ক্রমাগত আঘাত হেনে যাচ্ছে সাগরের

grohon.com

কনকনে বাতাস। খানিকটা উত্তাপের আশায় গায়ে গা ঠেকিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকল ওরা।

বহু যুগ পরে যেন ঘড়ি দেখে ঘোষণা করল কিশোর, 'এক ঘণ্টা হতে আর বেশি বাকি নেই। রবিন, কি মনে হয়? জায়গাটার কাছে চলে এসেছি না আমরা?'

'জানি না,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'আমি···আমার মনে হয় ডলফিনে রূপ নেয়ার পর ভালমত বিশ্লেষণ করতে পারব তিমির দেয়া তথ্যগুলো। মানুষের মন দিয়ে তিমির দেখানো দৃশ্যগুলোকে খাপছাড়া কতগুলো প্রতিবিম্ব মনে হচ্ছে আমার কাছে। শব্দ আর স্রোতের ধরন, পানির উত্তাপ এ সবের যে তথ্য দিয়েছে সেটা বোঝার জন্যে ডলফিনের অনুভূতি আর মগজ দরকার। তা ছাড়া পানির ওপরে থেকে সেটা তুমি বুঝতেও পারবে না। বোঝার জন্যে পানিতে নামতে হবে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'হুঁ। আর বসে থাকতে হবে না। সময় হয়ে গেছে। চলো, জাহাজের কিনারে চলে যাই।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। ঠাণ্ডার মধ্যে একভাবে বসে থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাত-পা। ঝাঁকি দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে করতে এগিয়ে চলল জাহাজের বা কিনারের দিকে। জাহাজীদের ভাষায় 'পোর্ট সাইড' অংশে।

কিনারে চলে এল ওরা। কোমর সমান উঁচু ইস্পাতের রেলিং। ব্রিজের দিকে তাকিয়ে কেউ দেখছে কিনা দেখে নিল কিশোর। আরেকটু সরে গেল সহকারীদের নিয়ে। যে জায়গাটায় থাকলে জাহাজের কোনখান থেকেই দেখা যাবে না।

রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচের উত্তাল সাগরের দিকে

তাকাল চারজনে। এত উঁচুতে রয়েছে, ওদের মনে হলো লক্ষ মাইল নিচে রয়েছে সাগর।

শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'বাহ্, চমৎকার একখান ডাইভ দিতে হবে।'

'তা হবে,' স্বীকার করল কিশোর। 'তবে সেটা মানুষের জন্যে। সীগাল কিংবা ডলফিনের জন্যে অত বেশি নয়।'

'এখানে রূপান্তরিত হওয়া চলবে না,' জিনা বলল। 'ডলফিন হয়ে ওই রেলিং টপকে কোনমতেই সাগরে পড়তে পারব না।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'বেরোনোর আগেই এ সব সমস্যা হিসেবের মধ্যে আনা উচিত ছিল।'

'এক কাজ করা যেতে পারে,' মুসা বলল। 'এক এক করে রূপান্তরিত হতে শুরু করি। যে ডলফিন হবে, বাকি সবাই ঠেলে ফেলব তাকে।'

'তারপর হতে হতে যখন একজনে এসে ঠেকব? তাকে ফেলবে কে? তা ছাড়া তিনজনে মিলেও চারশো পাউন্ড ওজনের একটা ডলফিনকে রেলিং ডিঙিয়ে সাগরে ফেলতে পারব না আমরা। হয় মানুষ হয়েই ঝাঁপ দিতে হবে, নয়তো পানিতে নামার পরিকল্পনা বাদ।'

ভেতরে ভেতরে দমে গেল রবিন। শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেতে বসেছে অভিযানটা। ব্যর্থ অভিযান।

'আরেকটা কাজ করা যেতে পারে,' মুসা বলল। 'রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রূপান্তর শুরু করব আমি। আমিই তো সবচেয়ে ভারী হব, তাই আমাকে দিয়েই শুরু করো। সবার শেষে যেহেতু লেজ গজায়, আমার ওপরের অংশটা ডলফিনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে

grohon.com

সঙ্গে সবাই মিলে ঠেলে ফেলে দিও আমাকে। লেজ গজানোর কাজটা সেরে নেব পানিতে পড়ার পর।'

'কিন্তু ওপর থেকে পড়ার প্রচণ্ড আঘাতে যদি বেহুঁশ হয়ে যাও?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'শিওর মারা যাবে তখন। ভুলে যাও। হবে না এ ভাবে। স্রেফ পাগলামি। তারচেয়ে আবার সীগাল হয়ে বাড়ি ফিরে যাই চলো। নতুন ভাবে প্ল্যান করে আবার ফিরে আসা যাবে।'

'এত কষ্ট করে এতখানি এসে ফিরে যাব?'

'কি করব জানি না!' ধৈর্য হারাল রবিন। 'আমার একটা উদ্ভট অবাস্তব স্বপ্নের কারণে কেউ মারা পড়ুক, এটা চাই না আমি। হবে না। এ ভাবে হবে না। নিজেই জানি না আমি কোথায় রয়েছি, কোথায় যাচ্ছি, কি করব! এ রকম অবস্থায় কোন রকম ঝুঁকি নেয়া উচিত মনে করছি না আমি।'

হেসে উঠল মুসা। 'তুমি যতই চিৎকার করছ, ততই আমার জেদ বেড়ে যাচ্ছে, রবিন। কাজটা আমি করেই ছাড়ব। চ্যালেঞ্জের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন পুরো ব্যাপারটা।'

আরও জোরে চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিল রবিন, 'দেখো মুসা, এটা ছেলেখেলা নয়....।' কিন্তু বলা আর হলো না। মুসার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। কারণ, দেখল, মুসার মুখটা ঠেলে বেরোতে শুরু করেছে। লম্বা চিরস্থায়ী হাসিমাখা ডলফিনের ঠোঁট।

রূপান্তরিত হতে শুরু করে দিয়েছে সে।

কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু অর্ধেক রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ডলফিনের মুখ দিয়ে বেরোতে চাইল না মানুষের কথা। কেমন হাস্যকর শোনাল শব্দগুলো।

ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে তার দেহ। মানুষের দুর্বল পা অত ভার ধরে রাখতে গিয়ে টলোমলো শুরু করে দিয়েছে এখনই। হাত দুটো সেঁধিয়ে গিয়ে সেখানে পাখনা গজানো শুরু হয়েছে।

'ধরো!' বাকি দু'জনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠে মুসার একটা পাখনা চেপে ধরল কিশোর। 'মারো ধাক্কা!'

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল রবিন ও জিনা। মুসার দুই পা চেপে ধরে ওপরের দিকে টানতে শুরু করল।

'আরও জোরে!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

রেলিঙের ওপর দিয়ে মুসার আধা-মানুষ আধা-ডলফিন দেহটা উল্টে ফেলে দিল ওরা। ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল অদ্ভুত চেহারার প্রাণীটা।

'চলো আমরাও যাই,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, চলো,' এক ধরনের বন্য হাসি ফুটল জিনার ঠোঁটে। পুরো দলটার মধ্যে এ কাজে সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছে সে। ওর চরিত্রের বেপরোয়া ভাবটা প্রকট হয়ে ওঠে এ সব মুহূর্তে। নির্দ্বিধায় রেলিঙে উঠে মাথা নিচু করে ডাইভ দিল সে।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। চোখাচোখি হলো দু'জনের। 'আর না গিয়ে উপায় থাকল না। বাড়ি ফেরা আর হলো না তোমার।'

'চলো যাই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রবিন। 'যা ঘটার ঘটুক। আর কেয়ার করি না আমি।'

'তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেবে।' রেলিং ডিঙাল কিশোর। রবিনও এসে দাঁড়াল তার পাশে। ডেকের একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে গুণল কিশোর, 'এক...দুই...তিন...'

grohon.com

প্রায় একই সঙ্গে লাফ দিল দু'জনে। জাহাজের ইস্পাতের খোলটা এড়িয়ে যতটা সম্ভব সরে গিয়ে দ্রুত পড়তে থাকল নিচে।

ষোলো

রবিনের মনে হলো অনন্তকাল ধরে পড়ছে।

অবশেষে পানি ঠেকল পায়ে। বুদবুদ তুলে খাড়া ডুবে গেল পানিতে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ধাক্কা মারল যেন ওকে বরফের মত শীতল পানি। কয়েক ফুট দূর দিয়ে ভয়ঙ্কর গতিতে সরে যাচ্ছে ট্যাংকারের ইস্পাতের দেয়াল। ভীতিকর লাগছে এ মুহূর্তে।

লাথি মেরে মেরে পানির ওপর উঠতে শুরু করল সে। সাঁতার সে মন্দ জানে না। কিন্তু তার পরেও ভীষণ ভয় লাগছে। পুকুর কিংবা ডোবা নয় এটা। এটা সাগর। আর ডাঙা থেকে বিশ মাইল দূরে রয়েছে ওরা।

ভুস্ করে পানির ওপর মাথা তুলল সে। দম নিতে গিয়ে নাকে-মুখে ঢুকে গেল নোনা পানি। যে ঢেউকে জাহাজের ডেক থেকে অতি সাধারণ মনে হয়েছিল, সেটা এখানে পাহাড়ের মত। ঢেউয়ের দেয়ালের জন্যে আশেপাশে কাউকে চোখে পড়ছে না

ওর।

জলদি রূপান্তরিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডলফিন হয়ে যাওয়া দরকার। মানুষের জায়গা নয় এটা।

মাঝ সাগরে মানুষের মত অসহায় প্রাণী আর একটিও নেই। রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা না থাকলে এই ঠাণ্ডা ঢেউয়ের মাঝে একটা ঘণ্টাও টিকত না সে।

অভিনিবেশ শুরু করল। রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ে মনে হলো, মরেই যাবে। মানুষের খুদে পা দিয়ে সাঁতার কেটে ডলফিনের ভারী শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখা অসম্ভব। আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে, হাতের জায়গায় পাখনা গজাতে এত দেরি করছে কেন!

মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে গেল। নোনা পানি ঢুকে গেল মুখে।

আর বেশিক্ষণ পানির ওপর মাথা তুলে রাখতে পারবে না। ফুসফুস ভর্তি দম নিয়ে ছেড়ে দিল দেহটাকে। যাক ডুবে। আর কিছু করার নেই।

মানুষের চোখ দুটো ডলফিনের চোখে রূপান্তরিত হতেই পানির নিচে দেখার ক্ষমতা বেড়ে গেল। ওর আশেপাশে আরও কয়েকটা কিম্ভূত আকৃতিকে লাথি মারতে আর দেহ মোচড়াতে দেখল। অর্ধেক রূপান্তরিত হয়েছে কিশোর। জিনার প্রায় শেষ। আর মুসা পুরোপুরি ডলফিন। মুখে ডলফিনের চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাইকে।

হঠাৎ নিচে নামা বন্ধ হয়ে গেল রবিনের। ডলফিনের লেজ গজিয়ে গেছে তার। রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। আর কোন ভয়

grohon.com

নেই। পানিতে ডুবে মরবে না আর। ডলফিনের জগতে সে এখন একটা নিখুঁত ডলফিন। মানুষের অক্ষমতা, মানুষের শীত লাগা, অচেনা পরিবেশে মানুষের ভয়, উধাও হয়ে গেছে সব।

স্বাভাবিক লাগছে পানির তাপমাত্রা। নিজের দেহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে রবিন। ডলফিনের দেহ নিয়ে যেখানে থাকার কথা ঠিক সেখানেই রয়েছে এখন।

'সবাই ঠিক আছো?' থটস্পীকের মাধ্যমে খোঁজ নিল সে।

এক এক করে জবাব দিল তিনজনেই। ভাল আছে সবাই। তবে অভিযানের এটা শেষ নয়, মাত্র শুরু।

'এবারেই শেষ,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আর কোনদিন এ রকম ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না আমি।'

'রবিন?' পাখনা দিয়ে রবিনের গায়ে আলতো বাড়ি দিল কিশোর।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে রবিন। ডলফিন-মগজকে বশ করে মানব-মনের নিয়ন্ত্রণ জোরদার চাইছে। ডলফিনের সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু কথা শুনতে হবে মানব-মনের। তিমির দেয়া তথ্যের মানে বুঝতে হবে ডলফিন আর মানব-মনকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে। যে কাজটা এর আগে কোনদিন কোনও মানুষ করতে পারেনি।

'বেশি দূরে না,' কিশোরের প্রশ্নের জবাবে জানাল রবিন। 'আমরা মাত্র কয়েক...উম্...নাহ্, দূরত্বটা বোঝাতে পারছি না। থাকগে, না পারলে নেই। তবে কাছাকাছি রয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'এগোও। আমরা তোমাকে অনুসরণ করছি,' কিশোর বলল।

নেতৃত্ব দিতে ভাল লাগছে না তার। একসঙ্গে চলতে পারলেই বেশি খুশি হত সে। কিন্তু সে ছাড়া আর কেউ জানে না কোনখানে যেতে হবে। পানির ওপরিভাগ থেকে সামান্য নিচে দিয়ে কিছুক্ষণ ছুটল ওরা। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে রবিন। কারণ তিমিটা ওকে যে দুনিয়া দেখিয়েছে, অত গভীরে তিমিরাই কেবল চলাফেরা করে। ডলফিনেরা অত নিচে সাধারণত নামে না।

তবে সঠিক পথেই যাচ্ছে, এটা তার সহজাত প্রবৃত্তিই বাতলে দিচ্ছে। ওর ইকোলোকেটিং সিসটেম মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে গভীর সাগরের নিচের পাহাড়, উপত্যকা, গিরিখাদ। অনুভব করছে স্রোতের টান। পরিষ্কার বুঝতে পারছে পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল সেই জায়গাটাতে। কি করে বুঝল, ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তবে জানে, ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

'অ্যাই, সবাই বড় করে দম নাও,' বলল সে।

দম নেয়ার জন্যে ভেসে উঠল চারজনে। বাসি বাতাস ফুসফুস থেকে বের করে দিয়ে বুক ভরে টেনে নিল সাগরের বিশুদ্ধ তাজা বাতাস।

'এই, ওটা কি?' বলে উঠল জিনা।

'কোনটা?' জানতে চাইল রবিন।

'ওই যে। মনে হচ্ছে হেলিকপ্টার।'

খুব নিচ দিয়ে ধীরগতিতে উড়ে আসছে একটা হেলিকপ্টার। মাত্র কয়েকশো গজ দূরে আছে আর। মানুষের চোখ দিয়ে যতটা পারত ডলফিনের চোখ দিয়ে পানির ওপরের আকাশযানটাকে ততটা ভাল দেখতে পেল না ওরা।

grohon.com

কাছে আসার পর চোখে পড়ল একটা তার টানতে টানতে আনছে কপ্টারটা। তারটা পানিতে ডুবে রয়েছে।

'কোনও ধরনের সেনসর,' কিশোর বলল।

'পানিতে কিছু খুঁজছে মনে হচ্ছে,' একমত হলো মুসা।

'ওরাই!' রবিন বলল।

কেউ তর্ক করল না। 'ওরা' বলে কাদের বোঝাতে চেয়েছে রবিন, সবাই বুঝতে পেরেছে। কন্ট্রোলার। হেলিকপ্টারে করে খুঁজতে বেরিয়েছে।

তারমানে ভারেকরা পৌঁছে গেছে এখানে।

সতেরো

'যতটা বেশি সম্ভব ফুসফুসে বাতাস ভরে নাও সবাই,' আবার বলল রবিন। 'অনেক গভীরে নামতে হবে আমাদের।'

দম নিয়ে মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ওরা। প্রায় খাড়া ভাবে নেমে চলল। নামছে। নামছে। পেছনে ফেলে আসছে পানি আর বাতাসের উজ্জ্বল সীমারেখাটাকে। সরে যাচ্ছে সূর্য থেকে দূরে। আলো থেকে দূরে। বাতাস থেকে দূরে, মানুষের জন্যে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

ঠিক ওদের নিচেই বড় এক ঝাঁক মাছের অস্তিত্ব টের পেল

ইকোলোকেশনের সাহায্যে। ইচ্ছে করলে ধরে খেতে পারে। কিন্তু লাঞ্চ করতে এখানে আসেনি ওরা। মাছের ঝাঁকের ভেতর দিয়ে সাঁতরে বেরিয়ে এল। নামার বিরাম নেই। নামতেই থাকল যতক্ষণ না সাগরের তলদেশ চোখে পড়ল।

সাগরতলের সামান্য ওপর দিয়ে সমান্তরাল ভাবে সাঁতরে চলল ওরা। ঢেউয়ে দুলন্ত সাগর-শ্যাওলার ওপর দিয়ে। সামনে থেকে ছিটকে দুদিকে সরে যাচ্ছে ছোট মাছের ঝাঁক। দূরে যাচ্ছে না। ঠেলে বেরোনো ছোট-বড় পাথুরে টিলার গা ছেয়ে রেখেছে রাশি রাশি শামুক-গুগলি। হাজার প্রজাতির কাঁকড়া, চিংড়ি, আরচিন আর কেঁচোর মত প্রাণী বাসা বানিয়েছে এখানে।

সামনে লম্বা একটা নিচু জলজ-পাহাড়ের গায়ে একটা শৈলশিরা দেখা গেল। ওটার ওপর দিয়ে জেট প্লেনের মত ছুটে পাড় হয়ে এল ওরা।

'দম নিতে পারলে ভাল হত,' জিনা বলল। 'আর কত দূর...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই, সবারই একসঙ্গে চোখে পড়ল জিনিসটা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জিনিস দেখাটা এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে ওদের। ভিনগ্রহবাসী, স্পেসশিপ, চোখের সামনে নিজেকে সহ বন্ধুদের জন্তু-জানোয়ারে রূপান্তরিত হতে দেখা। কিন্তু এখন যা দেখল, স্রেফ মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়ার মত।

গোল একটা জিনিস। পিরিচের মত গোল। অনেক বড় পিরিচ। ব্যাস আধমাইলের কম হবে না।

grohon.com

স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি একটা গোল গম্বুজ বসিয়ে দেয়া হয়েছে পিরিচটার ওপর। খুব পরিষ্কার কাঁচ। জিথারিয়ানদের কাঁচ। কিংবা প্লাস্টিকও হতে পারে। যা-ই হোক, এত নিচে পানির ভয়াবহ চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আছে এ পদার্থের।

গম্বুজের ভেতরে এক মস্ত পার্ক।

কাঁচ কিংবা প্লাস্টিকে তৈরি গম্বুজের ভেতরে সাগর তলায় এ রকম পার্ক! বিশ্বাস কি আর হতে চায়?

পার্কের মধ্যে ঘাসে ঢাকা তৃণভূমি। সবুজের চেয়ে নীলই বেশি। তবে ঘাস যে ওগুলো, চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। গাছপালা আছে। কিছু গাছ দেখতে প্রকাণ্ড ফুলকপির মত, কিছু গাছ কমলা গাছের মত। বেশির ভাগই নীল রঙের শতমূলী। খাড়া খাড়া হয়ে আছে ওগুলোর বর্শার মত ডাঁটা। পার্কের মাঝখানে একটা নীল পানির ঝর্ণা। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পানির মধ্যে অস্বাভাবিক বড় বড় সবুজ রঙের স্ফটিকের পাথর। পাপড়ি মেলে দেয়া ফুলের মত চেহারা পাথরগুলোর।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'সাংঘাতিক!' কিশোর বলল।

'এ জিনিসই তুমি আশা করেছিলে, রবিন?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'আমি...আমি স্বপ্নে দেখেছি...ঝিলিকের মত দেখেছি কি কি সব...কিন্তু এ জিনিস? উঁহুঁ! কল্পনাই করিনি!'

'ওই যে ওদিকটায় দেখো, ঢাকনার মত কি বেরিয়ে রয়েছে,' মুসা বলল। 'জাহাজের খোলে নামার হ্যাচের মত।'

'চলো তো চেষ্টা করে দেখি ঢুকতে পারি কিনা,' কিশোর

বলল। 'বেশিক্ষণ আর দম রাখতে পারব না আমি।'

ধনুকের মত একটা বক্রপথ তৈরি করে কাঁচের গম্বুজটার দিকে ছুটল ওরা। বেরিয়ে থাকা ঢাকনার মত জিনিসটাই লক্ষ্য। যতই কাছে যাচ্ছে, গম্বুজের বিশালত্ব চমৎকৃত করছে ওদেরকে। মুসার মনে হচ্ছে অনেক বড় কোনও ফুটবল খেলার স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। তবে স্টেডিয়াম হলেও সে-স্টেডিয়ামের চেহারা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

'হ্যাচই, ঠিক বলেছ,' জিনা বলল। সবার আগে আগে রয়েছে এখন সে। গম্বুজের অনেক কাছে চলে গেছে। 'কাঁচের দরজা। ওপাশে ছোট একটা কাঁচের ঘর। ঘরের ওপাশে আরেকটা কাঁচের দরজা, গম্বুজে ঢোকার জন্যে। বাইরের দরজাটার পাশে লাল রঙের একটা প্যানেলমত জিনিস।'

'জলদি খোলার চেষ্টা করো। দম শেষ।' মুসার প্রশ্ন।

'লাল প্যানেলটা নিশ্চয় দরজার নব,' সোজা ওটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'তবে খুলতে পারলে হয়।' প্যানেলের গায়ে ডলফিনের চোখা ঠোঁট চেপে ধরল সে।

চোখের পলকে খুলে গেল বাইরের দিকের দরজাটা।

'একজন একজন করে ঢোকা যাক,' মুসা বলল। 'নিরাপদ কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে আগে।'

'সময় কিন্তু বেশি নেই।' রবিন বলল। পুড়তে আরম্ভ করেছে যেন ফুসফুস। বাতাস দরকার।

বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল চারজনেই। ভেতরের দিকে আরেকটা লাল প্যানেল। সেটাতে চাপ দিল কিশোর। লেগে গেল বাইরের দরজাটা। ছোট কাঁচের ঘরে বন্দি করল ওদের।

grohon.com

ওখান থেকে ওপরের সাগর চোখে পড়ছে। কিন্তু পাশের কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অনচ্ছ কাঁচের মত জিনিসের দেয়াল লাগানো।

'ডলফিন যখন হয়েছিলাম, তখনই জানতাম ট্যাংক কিংবা অ্যাকুরিয়ামেই জীবনের ইতি ঘটবে আমার,' মুসা বলল।

ঘর থেকে পানি বেরিয়ে যেতে শুরু করল। অল্প অল্প করে। ওপর দিকের পানি সরে যেতেই সেখান দিয়ে মুখ বের করে দিল রবিন। ফুসফুসের বিষাক্ত বাতাস বের করে দিয়ে তাজা অক্সিজেন টেনে নিতে লাগল। বদ্ধ জায়গাটায় অক্সিজেন এল কোথা হতে, তীব্র উত্তেজনায় একটিবারের জন্যেও এ প্রশ্নটা মাথায় এল না ওদের।

'মানুষের রূপ নেয়া দরকার,' কিশোর বলল।

ততক্ষণে রূপান্তরিত হতে শুরু করে দিয়েছে রবিন। ঘরের পানি অর্ধেক খালি হওয়ার আগেই পা গজিয়ে গেল ওর। মানুষের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'আহ্, বাঁচলাম,' মানুষের মুখ তৈরি হতেই বলে উঠল মুসা। 'কোথায় এসে বাঁচলাম জানি না, তবে বাঁচলাম।'

কাঁচের ছোট ঘরটা পুরোপুরি পানিশূন্য হয়ে গেছে। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজনে। পরনের রূপান্তরিত হওয়ার পোশাক ভিজে গেছে।

গম্বুজে ঢোকার দরজাটার পাশে আরও একটা লাল প্যানেল আছে। এটাই শেষ।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।

বাকি দু'জনও মাথা ঝাঁকাল।

তৃতীয় প্যানেলটায় চাপ দিল কিশোর। ঠোঁট দিয়ে আর দেয়া লাগল না। মানুষ হয়ে গেছে। হাত দিয়েই দিল।

নিঃশব্দে পিছলে খুলে গেল দরজাটা। উষ্ণ, তাজা বাতাসের স্রোত এসে যেন ধাক্কা মারল গায়ে।

কি যেন চোখে পড়ল এক ঝলক!

তারপর তীব্র আলোর ঝলকানি!

বেহুঁশ হয়ে গেল সে।

আঠারো

চোখ মেলল কিশোর। সোজা ওপর দিকে নজর। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। ওপরে চারাদিকেই সাগর। অনেক ওপরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে মাছ। চকচক করছে। আরও ওপরে সাগর আর আকাশের মিলনরেখাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবে সেটা অনেক ওপরে।

একপাশে মাথা ঘোরাল সে। তার পাশেই পড়ে আছে রবিন। এখনও বেহুঁশ। মাথার নিচে নীল ঘাসের গালিচা। অন্য পাশে মুখ ফেরাল সে।

'খবরদার, নড়বে না!' হুমকি এল থটস্পীকের মাধ্যমে। 'তোমরা কোন্ প্রাণী, দেখার জন্যে বেহুঁশ করেছি। কথা না শুনলে

grohon.com

ধ্বংস করে দেব।'

খুরওয়ালা চারপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। ফ্যাকাশে নীল চামড়াওয়ালা দেহটা অ্যান্টিলোপ হরিণের মত। তবে গলার কাছে বসানো আরেকটা শক্তিশালী দেহ আছে তার। অনেকটা গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর কল্পিত জীব সেনটার বা অশ্বমানবের মত–কোমর পর্যন্ত মানুষের, বাকি অংশটা ঘোড়ার। আরও স্পষ্ট করে বললে ঘোড়ার গলার কাছ থেকে মাথা সহ ওপরের অংশটা কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে মানুষের মাথা সহ কোমর পর্যন্ত বসিয়ে দিলে যা দাঁড়াবে অশ্বমানব দেখতে ঠিক সেই রকম। আর এই জীবটাকে বলা যেতে পারে হরিণ-মানব। তবে অশ্বমানবের সঙ্গে আরও অনেক তফাৎ আছে তার। যেমন, এর মানুষের হাতের মত বাহু দুটো অনেক ছোট, আর তাতে পাঁচটার পরিবর্তে আঙুল অনেক বেশি। প্রায় ত্রিকোণ মুখ, তাতে বড় বড় দুটো চোখ। অনেক মোটা নাক। ডগাটা গোল আর ভোঁতা। ডগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে চেরা। চারটে ফুটো। বাড়তি ফুটো দুটো রয়েছে ডগার দুই পাশে। মুখ বলে কিছু নেই। ফুটো-ফাটা, চেরা, কিচ্ছু না।

ঠিক চাঁদির ওপর থেকে দুটো মোটা শিং বেরিয়েছে। শিং-এর আগায় গোল গোল দুটো বাড়তি চোখ। মূল চোখ থেকে বহুদূরে।

প্রথম দৃষ্টিতে হাসিখুশি একটা নিরীহ জীব বলেই মনে হয় প্রাণীটাকে। যতক্ষণ না ওর লেজের দিকে দৃষ্টি যায়। লেজটা কাঁকড়া-বিছের লেজের মত। খুব মোটা শক্তিশালী লেজ। ডগার কাছে একটা ধারাল কাস্তের মত জিনিস। একটা ভয়ানক অস্ত্র। এটা দিয়ে কোপ মেরে গলা ফাঁক করে দেয়াটা কিছুই না।

জীবটা কী, চিনতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। একবার দেখলে এই চেহারা কেউ কোনদিন ভুলবে না। জিথারিয়ান।

হাতের অস্ত্রটাও চেনা চেনা লাগল কিশোরের। ভারেকদের ড্র্যাকন বীমের মত একটা অস্ত্র।

কিশোরের দিকে তাক করে রেখেছে সেটা।

একে একে জ্ঞান ফিরে আসছে রবিন, মুসা ও জিনার।

'কি ব্যাপার...খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'ও কি সত্যি জিথারিয়ান, নাকি ভিকুন থ্রী জিথারের রূপ ধরেছে?'

চোখের পলকে ধনুকের মত বেঁকে গেল জিথারিয়ানের লেজটা। ডগার কাস্তেটা এসে থামল মুসার মুখের কয়েক ইঞ্চি তফাতে।

'ভিকুন থ্রী! ওই নামও উচ্চারণ করবে না আমার সামনে!' থটস্পীকের মাধ্যমে গর্জন শোনা গেল জীবটার।

'বে-বে-ব্বেশ!' বাঁকা ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল মুসা। 'যেমন তোমার ইচ্ছে।'

'আমরা কিন্তু শত্রু নই,' রবিন বলল। 'বন্ধু।'

'বন্ধু কিনা সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' জিথারিয়ান বলল। তবে মুসার মুখের কাছ থেকে লেজটা সরিয়ে নিল সে। আবার দম নিতে শুরু করল মুসা।

'তুমি আমাদের ডেকেছ,' রবিন বলল। 'তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা।'

'ডাক! তোমরা আমার ডাক শুনেছ?' একসঙ্গে চারটে চোখ রবিনের ওপর স্থির করল জিথারিয়ান। 'তোমরা কোন প্রাণী?'

'মানুষ। পৃথিবীর বাসিন্দা।'

grohon.com

'হুঁ। তোমাদের প্রতিবিম্ব দেখেছি আমি। তবে তোমাদের ডাকিনি। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের ডেকেছি। তোমাদের কানে সে-ডাক গেল কি করে?'

'ঠিক বোঝাতে পারব না। স্বপ্নে শুনেছি। আমার আরেক বন্ধুও শুনেছে তোমার ডাক। অনুমান করেছি জিথারিয়ানই হবে। ভাবলাম সাহায্য করা দরকার।'

'জিথারিয়ানদের কথা কতটা জানো তোমরা? মানুষ তো আমাদেরকে চেনে না। তারায় তারায় ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা নেই তোমাদের। তোমরা শুধু তোমাদের গ্রহটাকেই চেনো। আমার বড় ভাইয়েরা এ সব তথ্য জানিয়েছে আমাকে।'

'আর কাউকে না চিনলেও একজন জিথারিয়ানকে অন্তত আমরা চিনি। তাঁর কাছাকাছিই ছিলাম আমরা...যখন তাঁকে খুন করা হয়।'

জিথারিয়ানের মূল চোখ দুটোর পাতা সরু সরু হয়ে এল। 'যাকে খুন করা হয়েছে তার নাম জানো?'

পুরো নামটা মনে করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রবিন। অনেক লম্বা একটা অদ্ভুত নাম। বেশ কঠিনও। বলল, 'পুরোটা তো মনে করতে পারছি না। তবে শেষটা মনে আছে। ফুকটুন। প্রিন্স ফুকটুন।'

এমন ভাবে ঝাঁকি খেল জিথারিয়ানের দেহ, যেন বিদ্যুতের শক্ খেয়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল। সাঁৎ সাঁৎ করে বাতাস কাটল ভয়ঙ্কর ছুরি লাগানো লেজটা।

'প্রিন্স ফুকটুন? অসম্ভব। কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। আমাদের দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তিনি। কারও পক্ষেই

তাঁকে খুন করা সম্ভব না।'

'কিন্তু একজনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে,' কিশোর বলল। 'তাঁর মৃত্যুটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি।'

'কে? কে সেই ক্ষমতাধর, যে প্রিন্সকে হত্যা করতে পারে?'

'যার নামও আমাদেরকে উচ্চারণ করতে দিতে রাজি নও তুমি,' মোলায়েম স্বরে জবাব দিল কিশোর।

মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে জিথারিয়ান। কিন্তু তার লেজটা ঝুলে পড়েছে ঘাসের ওপর। অস্ত্রটা নামানো। 'তিনি ছিলেন আমার ভাই...তিনি কি...তিনি কি সম্মানের সঙ্গে মারা গেছেন? যুদ্ধ করতে করতে?'

'আমাদের বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছেন তিনি,' বলতে অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। 'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাধা দিয়েছেন। আঘাত হেনেছেন ভারেকের গায়ে।'

মূল চোখ দুটো বুজে ফেলল জিথারিয়ান। 'আমার ভাই ছিলেন মহাবীর। নিজের ভাইরা তো বটেই, তাঁর কাজিনরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। ভালবাসত। শত্রুরা পেত ভয়। তাঁর মত এত সুখ্যাতি আর কোন জিথারিয়ানই অর্জন করতে পারেনি।'

'আমার এক ভাইকেও হারিয়েছি আমি,' কিশোর বলল। 'মারা যায়নি, তবে বেঁচে থেকেও মরে আছে। ভারেকরা ওকে কন্ট্রোলার বানিয়েছে।'

চোখ মেলল জিথারিয়ান। 'আর তুমি, মানব-সন্তান? তুমি কোন্ দলে? তুমি কি ভারেকের গোলাম, নাকি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছ?'

'লড়াই করছি। এখানে যারা রয়েছি আমরা, সবাই ভারেকের

grohon.com

বিরুদ্ধে লড়াই করছি।'

'কি অস্ত্র দিয়ে? শক্তিশালী অস্ত্র আছে তোমাদের কাছে?'

'শুধু সেটা, যেটা তোমার ভাই দিয়ে গেছেন আমাদের। রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা।'

'প্রিন্স ফুকটুন তোমাদের এই অস্ত্র দিয়েছেন? এটা তো কখনও কাউকে দেয়া হয়নি!' চমকে গেছে মনে হলো জিথারিয়ান। 'নিশ্চয় পরিস্থিতি খুব খারাপ, যে-জন্যে তোমাদেরকে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তিনি।'

'খারাপ মানে! কতটা খারাপ তুমি কল্পনাই করতে পারবে না,' মুসা বলল। 'আমাদের জন্যে তো বটেই, তোমার জন্যেও। তুমি যে এখানে এসেছ সেটাও জেনে গেছে ভারেকরা। জিথারিয়ান স্পেসশিপের একটা ভাঙা টুকরো গিয়ে সৈকতে পড়েছিল। সেটা দেখেই বুঝে ফেলেছে ওরা। একটু আগে আমরা সাগরের ওপরে দেখে এলাম ওদের।'

এই প্রথম কেমন অনিশ্চিত আর দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো জিথারিয়ানকে। 'তা তোমাদের পরিকল্পনাটা এখন কি?'

'তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলতে চাই,' জবাব দিল রবিন।

'শুধু আমাকে উদ্ধার করতেই এসেছ? সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

হাসল জিথারিয়ান। মুখ নেই, মূল চোখ দুটোতেই হাসি ফুটল কেবল। অবিকল প্রিন্স ফুকটুনের মত। 'শেষবার রূপান্তরিত হয়ে নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তোমরা। তোমাদের বিশ্রাম দরকার।'

'হ্যাঁ, সামান্য সময়ের জন্যে নিতে পারলে মন্দ হয় না,' রবিন

বলল।

'আচ্ছা, এটা কি জিনিস?' চারপাশটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা। 'এই গম্বুজটার কথা বলছি। এটা কি কোনও ধরনের পার্ক?'

'জিথারিয়ান ডোম শিপের এটা প্রধান অংশ,' জিথারিয়ান জানাল। 'এদিকটাতেই বাস করি আমরা। ইঞ্জিন আর ওঅর ব্রিজটা রয়েছে নিচের দিকে। শিপের তলা থেকে লম্বা একটা মোটা থামের মত টাওয়ার রয়েছে। ওটার ওপরই এখন বসে আছে ডোম শিপ।'

'পুরো জিনিসটা মিলিয়ে ব্যাঙের ছাতার চেহারা, তাই না?' রবিন বলল। 'কিংবা সাধারণ ছাতা?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল জিথারিয়ান। জিনিস দুটো চিনতে পারেনি।

বোঝানোর চেষ্টা না করে চুপ হয়ে গেল রবিন।

আসল প্রশ্নটা করল এতক্ষণে কিশোর। 'তা তুমি এখানে এলে কি করে?'

'কক্ষপথে মহাযুদ্ধ চলার সময় আমাদের অন্যান্য শিপ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছিল এ শিপটা।'

'কেন?'

হরিণের মত ঘাসের ওপর খুর ঠুকল জিথারিয়ান। 'আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী লড়াইয়ের জন্যে আমার বয়েস খুবই কম। তা ছাড়া আমাদের যোদ্ধারা ভেবেছে ডোম শিপটাকে সরিয়ে দিতে পারলে লড়াইয়ে সুবিধে পাবে বেশি।'

'তারমানে তুমি ছোট মানুষ?' ভুরু কুঁচকে বলল মুসা। 'না না, ভুল বললাম। মানুষ না মানুষ না, জিথারিয়ান। ছোট জিথারিয়ান।

grohon.com

কত ছোট?'

'আমি কিশোর বয়েসী।'

'আমাদের মত?'

'তোমরা কি কিশোর?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমাদের বয়েসীই।'

'তুমিই কি এই শিপে একমাত্র জিথারিয়ান?'

'হ্যাঁ। আমি একা। ডোম শিপ নিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ করে অযাচিত ভাবে এসে উদয় হলো ভারেকদের ব্লেডশিপ। অসাবধান অবস্থায় পেয়ে গেল আমাকে। শিপের মূল অংশটায় আগুন ধরে যেতে দেখলাম। ডোম শিপের কক্ষপথে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা নষ্ট করে দিল ওদের ড্র্যাকন বীম। পড়তে শুরু করল এটা। পৃথিবীর সাগরে পড়ে তলিয়ে গেল। বহু সপ্তাহ ধরে এখানে অপেক্ষা করছি আমি। আমার ভাইদের আসার অপেক্ষায়–তোমাদের সূর্যের কাছাকাছি ওদের লড়াই করতে দেখে এসেছি। শেষে যখন কেউ এল না, মিররওয়েভ কল পাঠাতে শুরু করলাম। এটা কাজ করে...' থেমে গেল সে। বিব্রত মনে হলো তার মূল চোখ দুটোকে। 'জিথারিয়ান টেকনোলাজির কথা বাইরের কাউকে জানানো নিষেধ। কিছু মনে কোরো না। তোমাদের জানিয়েছি জানলে আমার অন্য ভাইয়েরা রেগে যাবে।'

'তারমানে শুধু তুমি একাই পৃথিবীতে পড়েছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'শুধু আমি। নো প্রিন্স। নো যোদ্ধা।'

'তারমানে তুমি প্রিন্সও নও, যোদ্ধাও নও।'

'দেশের আইনে যোদ্ধা বলার বয়েস হয়নি আমার, ঠিক, কিন্তু তাই বলে কি চুপ করে বসে থাকব? লড়াই আমি চালিয়েই যাব।'

'নাম কি তোমার? আমি রবিন। ও কিশোর।...ও মুসা।...ও জিনা।'

'আমি ডিটুখান আসটিমাউল টিটুন।'

হাঁ করে জিথারিয়ান কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। এতবড় নাম কি করে উচ্চারণ করবে বুঝতে পারছে না।

সমাধান করে দিল মুসা, 'টিটুন, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'তোমাদের প্রিন্স কে?'

একসঙ্গে কিশোরের দিকে চোখ চলে গেল রবিন, জিনা ও মুসার।

দুই হাত নেড়ে মানা করতে লাগল কিশোর, 'দোহাই তোমাদের। আমার দিকে তাকিও না। টিটুন, আমি কোন প্রিন্সটিন্স নই। আমি অতি সাধারণ একটি ছেলে।'

কিন্তু মানতে চাইল না টিটুন। কিশোরের সঙ্গীদের তাকানো দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। কিশোরের সামনে এসে মাথা নিচু করে লেজ নামিয়ে জিথারিয়ান কায়দায় যে ভঙ্গিটা করল, সেটা নিশ্চয় জিথারিয়ান বাউ। 'তোমাদের হয়ে আমি যুদ্ধ করব, প্রিন্স কিশোর, যতদিন না আমার ভাইদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারছি।'

grohon.com

উনিশ

'এটার নাম টটুরাকুস গাছ,' বর্শার ডাঁটার মত শতমূলগুলোকে দেখিয়ে বলল টিটুন। জিথারিয়ান বৃক্ষের সঙ্গে গোয়েন্দাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সে। রূপান্তরিত হওয়ার ক্লান্তি ঘোচাতে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। এই সুযোগে যতটা সম্ভব জ্ঞান আহরণ করা যায় করছে।

'আর ওগুলোকে বলে রজুন রজুলা,' টিটুন বলল।

কিসের দিকে নির্দেশ করেছে ও বুঝতে পারল না মুসা। 'কি বললে?'

'ওই যে, ওটা। লেকটা বেঁকে গিয়ে ওই যে ঘাসের মধ্যে ঢুকে গেছে দেখছ না, টটুরাকুস গাছের বেড়া দেয়া?'

'এত সব কঠিন কঠিন নাম বলো কি করে তোমরা?' না জিজ্ঞেস করে আর পারল না মুসা।

'জন্ম থেকে উচ্চারণ করতে থাকলে তুমিও পারতে,' টিটুন বলল। 'পৃথিবীর সব কিছুরই আলাদা আলাদা নাম আছে আমাদের গ্রহে। তোমাদের আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা, মাঠ-ঘাট এ সব নাম আমি জেনেছি আমার কাজিনদের কাছ থেকে। মহাব্রহ্মাণ্ড আর এর সৌরজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান তাদের অপরিসীম। কি করে আমাদের

সৌরজগতের আকাশে চাঁদ আর সূর্য ঝুলে থাকে, কি করে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের আলো ছড়ায়, সব ওদের মুখস্থ। মহাকাশে বিচরণ করে বেড়াতে গেলে এ সব জানতেই হবে...'

মুসার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে টিটুন।

কিশোরের কানে কানে রবিন বলল, 'দেখতে ওকে কেমন লাগছে তোমার? সুদর্শনই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

মানতে পারল না জিনা। 'আসলে সুন্দরের সঙ্গে ভয়ঙ্কর মিশালে যা হবে, ওর চেহারাটা সে-রকম। একেবারে খারাপও না, একেবারে ভালও না। আসল চোখ দুটো বেশ সুন্দর, কিন্তু শিঙের ওপরের ও দুটোকে কি বলবে? সুন্দর বলা যায়? মুখ বলতে কিছু নেই, ওদিকে নাকের কাছে চারটে ফুটো। দেহটা কদাকারই বলা ভাল। শুধু হরিণের মত হলে সুন্দর লাগত, কিন্তু গলার কাছে যে আবার আধখানা মানবদেহ! লেজের কাস্তেটাকেও সুন্দর বলা যাবে না। বরং ভীতিকর। ভয়ানক একটা অস্ত্র। দেখতে যেমন, কাজেও তেমন।'

'আমরা ওর দেহকে খারাপ বলছি,' রবিন বলল। 'ওর কাছেও নিশ্চয় আমাদেরকে বিদঘুটে লাগছে।'

'বাড়িতেও তোমরা এ রকম খোলা জায়গাতেই বাস করো?' টিটুনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে মুসা। 'ঘাসের মধ্যে?'

'আর কোথায় করব তাহলে? খোলা জায়গা না হলে দৌড়াব কি করে? শরীর ফিট রাখার জন্যে দৌড়ানোটা প্রয়োজন। আর এর জন্যে প্রচুর জায়গা দরকার হয়। বদ্ধ জায়গায় হয় না।'

'আমার কাছে কিন্তু একটা পুরোপুরি অন্য গ্রহ মনে হচ্ছে,' মুগ্ধ

grohon.com

কণ্ঠে কিশোর বলল। 'শিওর তোমাদের জিথার গ্রহে এ রকম পার্ক আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়ির নকল আমরা সঙ্গে করে মহাকাশে নিয়ে যাই,' বাড়ির কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই বোধহয় বিষণ্ন শোনাল টিটুনের কণ্ঠ। 'এতে প্রচণ্ড রেগে যায় ভারেকরা।'

'বুঝলাম না,' মুসা বলল। 'তোমরা যা খুশি মহাকাশে নিয়ে যেতে পারো। তাতে ভারেকদের কি?'

'সুজলা-সুফলা অঞ্চল ভারেকরা সহ্য করতে পারে না। দেখলেই ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করে ওদের। আমাদের গ্রহটাকে দখল করে ওদের গ্রহের মত মরুগ্রহে পরিণত করতে চায়। সময়মত বাধা দিয়ে ওদের ঠেকাতে না পারলে তোমাদের গ্রহটাকেও ওরা মরুভূমি বানাবে।'

খপ করে টিটুনের হাত চেপে ধরল রবিন। 'মানে···কি বলতে চাও? মরুভূমি বানাবে মানে?'

বড় বড় মূল চোখ দুটো রবিনের ওপর নিবদ্ধ করল টিটুন। 'বলতে চাই, ওদের পছন্দমত ভারেক স্টাইলের গ্রহ বানাবে। একবার কোন গ্রহ দখল করলে সেটাকে নিজেদের মত গড়ে তোলে ওরা। বাঁচিয়ে রাখে শুধু সে-সব প্রাণীকে যারা ওদের বহন করে। আর বাঁচায় তাদেরকে, বহনকারীরা যাদের খেয়ে বাঁচে। যেমন, মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষকে রাখবে। মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাণী আর গাছপালা রাখবে। বাকি সব ধ্বংস করে দেবে।'

কি ভয়ঙ্কর কথা! হাত-পা হিম হয়ে আসতে চাইল রবিনের। এ সব তথ্য টিটুনের ভাই ফুকটুনও জানিয়ে যায়নি। জানানোর সময়ই

পায়নি।

নড়ে উঠল টিটুন।

বাধা দিয়ে বলল রবিন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল কেন ধ্বংস করে দেবে? দিয়ে ওদের লাভটা কি?'

'লাভ-লোকসানের ধার ধারে না ওরা। ধ্বংস করার স্বভাব, ধ্বংস করবে, ব্যস। যে পরিবেশে বাস করে করে ওরা অভ্যস্ত, পৃথিবীতেও সেই পরিবেশ গড়ে তুলবে। বেশির ভাগ গাছপালা আর প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ ব্যাপারে শিওর থাকতে পারো।'

টিটুনের হাতটা ছেড়ে দিল রবিন। কথা শুনে মাথা বোঁ-বোঁ করছে তার। 'উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! এ হতে পারে না। তুমি বানিয়ে বলছ, ভারেকদের দেখতে পারো না বলে।'

সবাই তাকিয়ে রয়েছে টিটুনের দিকে। কেউ নড়ছে না।

ঘুরে ঘুরে সবার দিকে তাকাল টিটুন। ওর মূল চোখের পাতা সরু সরু হয়ে গেছে। 'তোমরা এখনও জানো না। তোমরা এখনও কল্পনাই করতে পারছ না কাদের বিরুদ্ধে লেগেছ।'

'আর কিছু না জানলেও এটুকু জানি,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল জিনা, 'এমন একটা জাতের বিরুদ্ধে লেগেছি, যারা অন্যের মগজ নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত।'

'তাহলেই বোঝো। এরচেয়ে খারাপ কাজ আর কি হতে পারে। মহাবিশ্বকে ধ্বংস করছে ওরা। পাইকারী হারে জীবন নষ্ট করছে। গ্যালাক্সি জুড়ে সবাই ওদের ভয় পায়, ঘৃণা করে। প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ছে ওরা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। উষর বানিয়ে দিচ্ছে

grohon.com

সব। রেখে আসছে গোলামির ভয়াবহ শৃঙ্খল আর প্রচণ্ড যন্ত্রণা।'

আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে রবিনের হাত-পা। দুর্বল লাগছে। চারপাশে তাকাল। জিথারিয়ান পৃথিবীর অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্যও তার মনকে উষ্ণ করতে পারছে না। ওপরে সাগরটাকে লাগছে বিচিত্র এক আকাশের মত। সব দিক ঘিরে ভয়ঙ্কর চাপ দিয়ে চলেছে। গম্বুজ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে ওদেরকে চ্যাপ্টা করে দেয়ার অপেক্ষায় আছে যেন সারাক্ষণ।

'পরিচিত সমস্ত গ্যালাক্সিতে মাত্র তিনটা গ্রহের বাসিন্দারা এখনও ভারেকদের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। তাদের একটা হলো জিথার,' গর্বের সঙ্গে বলল টিটুন। 'আর জিথারিয়ানরাই কেবল ভারেকদের ঠেকাতে পারে।'

'জিথারিয়ানদের পৃথিবীতে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

দ্বিধায় পড়ে গেল টিটুন। 'এই বছর দু'য়েক।'

দুই বছর! শুনে মুখ কালো হয়ে গেল সকলের।

শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর, 'তারমানে জিথারিয়ানদের সাহায্য পাব না আমরা। অর্ধেক গ্যালাক্সি ধ্বংস করে দিয়ে আসা শত্রুর বিরুদ্ধে একা লড়তে হবে এখন আমাদের। মাত্র পাঁচজনের!'

হাসল টিটুন, শুধু চোখের সাহায্যে। 'ছয়জন, প্রিন্স।'

'তারমানে তোমাকেও ধরছ। শুনে খুশি হলাম,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। 'পাঁচজন যা, ছয়জনও তাই।'

'এতদূর পর্যন্ত পৌঁছল কি করে ভারেকরা?' এমন ভঙ্গিতে বলল জিনা, যেন দোষটা টিটুনের। 'কি করে ঘটল? তোমরা

জিথারিয়ানরা যদি এত লড়াকুই হবে, বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারলে না কেন ওদের? বহু আগেই তো সেটা করে ফেলা উচিত ছিল। এত শক্তিশালী হয়ে উঠল কি করে নোংরা পুকুরে বাস করা কিছু জোঁক?'

জিনার দিকে তাকাল জিনা। 'বলা নিষেধ।'

ভয়ানক রাগে চোখের পাতা সরু হয়ে গেল জিনার। 'গোটা পৃথিবী যেখানে হুমকির মুখে, সেখানে তথ্য লুকানোটা কোন ধরনের *নিষেধাজ্ঞার* মধ্যে পড়ে? কাজটা মোটেও উচিত হচ্ছে না তোমার।'

রাগ দেখা দিল টিটুনের চোখেও। কিন্তু জিনার চেয়ে বেশি নয়।

উত্তেজনা আর ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দেয়ার জন্যে বলল রবিন, 'আমার বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেছে। রূপান্তরিত হতে পারব এখন।'

জিনার হঠাৎ রেগে ওঠার কারণটা বুঝতে পারছে সে। টিটুনের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জিনা। হওয়ারই কথা। গোটা পৃথিবীটাকে মরুভূমি বানিয়ে দেয়া হবে–এত ভয়ানক সংবাদ শুনলে কে না ভয় পায়?

রবিনের কথায় সায় দিয়ে কিশোর বলল, 'রবিন ঠিকই বলেছে। রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া উচিত আমাদের। দেরি করলে কখন আবার কোনদিক থেকে কোন বিপদ এসে হাজির হয়।'

অদ্ভুত এক অপরিচিত বিদেশী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কিশোরের পেছন পেছন এগিয়ে চলল সকলে এমন এক অঞ্চলের দিকে, পৃথিবীতে থেকেও যেটা ওদের কাছে সমান বিদেশী। এই

grohon.com

মহাসাগর।

টিটুনের কথাগুলো ভুলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল রবিন। পাখিশূন্য, প্রজাপতি আর হাজারও প্রাণী ও গাছপালাশূন্য পৃথিবীর চেহারা কল্পনা করা থেকে বিরত রাখতে চাইল মগজকে। এমন এক পৃথিবী সৃষ্টি হবে, যেখানে সাগর থাকবে, সাগরের পানি থাকবে, কিন্তু কোন প্রাণী থাকবে না।

এ কি সওয়া যায়!

বিশ

'অ্যাই, বোকার মত একটা প্রশ্ন করি?' মাঝে মাঝে হাসানোর জন্যে এ রকম ভাবে কথা বলে মুসা। কিন্তু এখন তো হাসার সময় নয়।

'কী?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

আঙুল তুলে জিথারিয়ান কিশোরকে দেখাল মুসা। 'ওকে এখান থেকে বের করে নেব কি ভাবে?'

শূন্য দৃষ্টি ফুটল কিশোরের চোখে। 'তাই তো! টিটুন, তুমি নিশ্চয় সাঁতরাতে পারো না? ডাঙা এখান থেকে বহুদূর। সাঁতরে ফিরতে হবে আমাদেরকে।'

'এ শরীরে তো সাঁতরাতে পারব না। তবে সাগরের একটা

প্রাণীতে রূপান্তরিত হতে পারি।'

'যেমন?' ভোঁতা স্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'অনেক অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'তোমাদের এই সাগরের একটা জীবের ডি এন এ জোগাড় করেছি আমি। বিশালদেহী ওই প্রাণীটা সেদিন খুব কাছে দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছিল। অচেতন করে তারপর ছুঁয়েছি। মনে হচ্ছিল, ওটার রূপ ধরলে পালানো সহজ হবে আমার জন্যে।'

'কোন্ প্রাণী...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। একটা ছায়া দেখল মনে হলো। ওপর দিকে তাকাল। পানির ওপরে রয়েছে সিগার-আকৃতির ছায়াটা।

'জাহাজ! জাহাজ!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ওই দেখো। থেমে গেছে জাহাজটা।'

'জলদি বেরোও! এক্ষুণি!' চিৎকার করে উঠল কিশোরও।

হ্যাচের দিকে দৌড় দিল ওরা।

বিচিত্র একটা পিং-পিং শব্দ কানে এল।

গম্বুজে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল যেন শব্দটা।

'সোনার!' হিসিয়ে উঠল মুসা।

'কি করে বুঝলে?' জানতে চাইল জিনা।

'কেন, *দা হান্ট ফর রেড অক্টোবর* ছবিটা দেখোনি? ওটাতে আছে এ জিনিস। চলো এখন। ওরা আমাদেরকে বের করে ফেলেছে।'

আবার হলো পিং-পিং শব্দটা।

হ্যাচের ঘরটার মধ্যে গাদাগাদি করে এসে ঢুকল ওরা। তিন গোয়েন্দা, জিনা ও টিটুন।

grohon.com

'শুরু করো!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

ততক্ষণে রূপান্তর ঘটানো শুরু করে দিয়েছে রবিন। তৈরি হচ্ছে ডলফিনের দেহ। বাকি সবাইও শুরু করল। কিছু একটা করল টিটুন। আবার পানি ঢুকতে শুরু করল ছোট্ট ঘরটায়। পায়ের গোড়ালিতে পানি ঘুরপাক খাচ্ছে। উঠে আসছে দ্রুত।

টিটুনও বদলাতে শুরু করেছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে সবারই নিজেদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল। এমনিতেই উদ্ভট চেহারা জিথারিয়ানদের। আর রূপান্তরিত হওয়ার সময় যে চেহারাটা হলো, রীতিমত একটা দুঃস্বপ্ন। দুই পায়ের জায়গায় ওর হচ্ছে চার পা, সেগুলো মিলাচ্ছে। তারপর রয়েছে শিঙের ডগার চোখ। লেজ। লেজের মাথার বাঁকা ছুরি।

গলার কাছে উঠে চলে এসেছে পানি। তবে অসুবিধে নেই। মানুষের চেয়ে দেহে ডলফিনের ভাগই এখন বেশি।

বুম করে বিস্ফোরণের শব্দ কাঁপিয়ে দিল পুরো গম্বুজটাকে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল গোয়েন্দাদের। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়।

'ভারেক!' স্পীকথটের মাধ্যমে শব্দটা সবার মগজে পৌঁছে দিল টিটুন। তীব্র ঘৃণা আর রাগ ঝরে পড়ল ওই একটা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই।

আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। হঠাৎ কাঁচের ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা খুলে গেল। হুড়মুড় করে খোলা পথটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা–চারটে ডলফিন আর একটা হাঙর!

'বাহ্, চমৎকার!' মুসা বলল। 'শেষমেষ হাঙর!'

'কেন, তাতে কোন সমস্যা আছে?' বুঝতে পারল না টিটুন।

'আমরা ডলফিন। তুমি হাঙর। হাঙরেরা ডলফিনের জাতশত্রু,' রবিন বলল।

'হুঁ। পৃথিবী সম্পর্কে জানতে এখনও প্রচুর বাকি আমার।'

'জানাজানিটা পরেও করা যাবে,' তাগাদা দিল মুসা। 'বাঁচতে চাইলে জলদি এখান থেকে সরে পড়া দরকার।'

ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। নিক্ষিপ্ত বর্শার মত তীব্র গতিতে কোণাকুণি উঠে যাচ্ছে দূরের উজ্জ্বল রেখাটাকে লক্ষ্য করে। উঠতে উঠতে ফিরে তাকাল রবিন। বড় বড় দুটো ফুটো হয়ে গেছে গম্বুজের গায়ে। জলপ্রপাতের মত ভেতরে পানি ঝরে পড়ছে সেগুলো দিয়ে। ওপর দিকে তাকাতেই দেখল কালো রঙের একটা সিলিন্ডারের মত জিনিস ধীরে ধীরে নেমে আসছে ওপর থেকে। সাবমেরিনের যুদ্ধের প্রচুর সিনেমা দেখেছে সে। জিনিসটা কি বুঝতে অসুবিধে হলো না। ডেপ্‌থ্ চার্জ।

'কোন ধরনের প্রাণীকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে ভারেকরা?' জানতে চাইল টিটুন।

'কন্ট্রোলার? অবশ্যই মানুষ,' জবাব দিল কিশোর।

'আর?'

'পৃথিবীর আর কোনও প্রাণীকে ব্যবহার করে কিনা জানি না। তবে অন্য গ্রহের প্রাণীকে করে। যেমন, টুয়াটারা।'

'টুয়াটারারা সাঁতার জানে না,' টিটুন বলল। 'মনে হচ্ছে এখানে আমরা নিরাপদ। গভীর পানি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ভারেকদের। ওদের গ্রহে সাগর নেই। আছে শুধু অল্প পানির ডোবা।'

'তাহলে তো ভালই,' বলল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না

grohon.com

কিশোর। 'ও, টোটেমদেরও নিয়ে এসেছে ভারেকরা। তবে কন্ট্রোলার বানায়নি।'

'টোটেম!'

'চমকে উঠলে মনে হচ্ছে?'

ওপরিভাগের কাছে চলে এসেছে ওরা। পানি আর আকাশের উজ্জ্বল মিলনরেখাটা মাত্র আর ডজনখানেক ফুট দূরে।

ঠিক এই সময় লম্বা বড় একটা কালো ছায়া সরে এল ওদের ওপর। খুব ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে পানির ওপর দিয়ে।

চিনতে পেরে আত্মা কেঁপে গেল গোয়েন্দাদের।

দুই মুখো ফলাওয়ালা লম্বা কুড়ালের মত আকৃতি জিনিসটার। হাতলের মাথাটা তীরের ফলার মত ত্রিকোণ আর চোখা।

ব্লেড শিপ নাম ওটার। ভারেক থ্রী'র মহাকাশযান।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ঝপাং ঝপাং করে কি যেন পানিতে পড়তে লাগল যানটা থেকে। কি পড়ছে দেখার জন্যে ওপরে তাকাল রবিন।

ডলফিন দেহেও কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

টোটেম! পানিতে! ওদের দিকেই আসছে।

'খাইছে!' সবার মগজেই বেজে উঠল মুসার নীরব চিৎকার। 'ভয়ঙ্কর ওই পোকাগুলো তো দেখছি সাঁতারও জানে!'

শুধু জানে না। ভাল সাঁতারু।

টোটেমরা দেখতে দশ ফুট লম্বা মস্ত শতপদী পোকার মত। দুই হাতে জড়িয়ে ধরেও মানুষ ওদের বেড় পাবে না, এত মোটা। দাঁড়িয়ে থাকার সময় দেহের ওপরের অংশের প্রায় অর্ধেকটা উঁচু করে তুলে রাখে। দুই সারিতে অসংখ্য পা, চিঙড়ির পায়ের মত।

নিচের পাগুলোর মাথা সুচের মত চোখা। ওপরেরগুলোতে শক্ত, ধারাল দাড়া। টকটকে লাল জেলির টুকরোর মত চারটে চোখ। চিঙড়ির চোখের মতই বেরিয়ে আছে। এদিক ওদিকে ঘুরছে। দেহের একেবারে মাথায় পাইপের মুখের মত গোল একটা ফোকর। ওটা ওদের মুখ। পাইপের মুখের ভেতরের দিকটায় চারপাশ ঘিরে করাতের দাঁতের মত দাঁত।

পানিতে দ্রুত সাঁতরাতে পারে কুৎসিত প্রাণীগুলো।

খুব দ্রুত!

গোয়েন্দারা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে লাল চোখগুলো দেখতে পাচ্ছে না ওরা। তবে গোল ভয়ঙ্কর মুখগুলো ঠিকই নজরে আসছে। চোখগুলো রয়েছে মুখের অনেকটা নিচে।

ওই মুখ দিয়ে প্রিন্স ফুকটুনের দেহাবশেষ খাওয়ার জন্যে কি রকম কামড়াকামড়ি বাধিয়েছিল ওরা, মনের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পেল রবিন। ভিকুন থ্রী'র আদেশে নিজের জাতভাইকেও কি ভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল, তা-ও মনে পড়ল।

'আচ্ছা,' টিটুন বলল, 'এই যে, যে দেহটা ধারণ করেছি আমি, এটা দিয়ে কি টোটেমদের সঙ্গে লড়াই করতে পারব? হাঙরের ক্ষমতা কি রকম?'

'হাঙরের ক্ষমতা সীমাহীন,' জবাব দিল কিশোর। 'টোটেমদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। নিজের জাতভাইকে এরাও ছিঁড়ে খায়। কিন্তু টোটেমদের সঙ্গে তো লাগতে দেখিনি কখনও। দেখলে বোঝা যাবে কারা জেতে।'

'প্রিন্স কিশোর, লড়াই শুরু করব ওই জঘন্য পোকাগুলোর সঙ্গে?'

grohon.com

'আমাকে প্রিন্স বোলো না দয়া করে। আমি প্রিন্সটিন্স কিছু নই।' কিশোর বলল, 'আর লড়াই ছাড়া যখন গতি দেখছি না, সময় নষ্ট করে লাভ কি? চলো ঝাঁপিয়ে পড়া যাক।'

একুশ

ডজনখানেক টোটেম পানিতে নেমে এসেছে। আর গোয়েন্দারা হলো পাঁচজন। একটা অসম লড়াই বাধতে যাচ্ছে। দ্রুত ছুটে গেল ওরা। টোটেমরাও দ্রুতগতির। তবে মানুষের মত বুদ্ধিমান আর ডলফিনের মত কৌশলী নয় ওরা, বোঝা গেল।

'মারো ব্যাটাদের!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

মস্ত একটা পোকাকে নিশানা করল রবিন। কিন্তু লড়াইটা চালানোর জন্যে যে ঘৃণা দরকার, সেটা তৈরি করতে পারল না ডলফিন মগজের মধ্যে। ডলফিনরা তাদের জাতশত্রুকেই কেবল আক্রমণ করে। হাঙর হলো ওদের জাতশত্রু। টোটেমরা নয়। কাজটা করতে হবে মানুষের মগজ ব্যবহার করে।

মানুষের মনটাকে রাগিয়ে দিয়ে ডলফিনের মগজটাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। কাজটা মোটেও সহজ নয়। ডলফিনরা আক্রমণ করে সহজাত প্রবৃত্তির বশে, মগজ খাটিয়ে নয়। ডলফিনের মগজটা সহযোগিতা করলেই কেবল এখন

লড়াইটা করতে পারবে। বোঝাতে শুরু করল, পৃথিবী রক্ষার খাতিরে, মানবজাতি আর অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীদেরকে বাঁচানোর জন্যে এখন ভারেকদের বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার। কিন্তু কোনমতেই লড়াইয়ের স্বাভাবিক ইচ্ছেটা পুরোপুরি আনতে পারল না ডলফিনের মগজে।

তার মানুষের মন বুঝতে পারছে, কি ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ভারেকরা কোনও দয়ামায়া দেখাবে না। টোটেমরা জিতে গেলে নির্মম ভাবে মরতে হবে ওদেরকে। কিংবা আরও খারাপ কিছুও ঘটতে পারে।

দেহের শক্তিশালী ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে একটা টোটেমের দিকে ছুটে গেল সে। টোটেমটাও একই ভাবে ছুটে এল তার দিকে। একই লাইনে থেকে দুটো ট্রেন যেন একটা আরেকটার দিকে ছুটে গেল। মুখোমুখি।

ধাক্কা লাগে লাগে। টোটেমের পাইপের মত মুখটা মাত্র ফুটখানেক দূরে। শেষ মুহূর্তে মোচড় দিয়ে সরে গেল রবিন। দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে এনে গদা দিয়ে আঘাত করার মত করে বাড়ি মারল টোটেমের দেহের একপাশে।

হাঙরটার গায়ে গুঁতো লাগানোর অনুভূতিটা মনে আছে। ভেবেছিল টোটেমের গায়ের ধাক্কাটাও তেমনিই লাগবে। শক্ত, অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু টোটেমের দেহ মোটেও সে-রকম নয়। জেলিভর্তি একটা কাগজের ব্যাগের মত নরম। হাত থেকে পড়ে যাওয়া তরমুজের মত ফেটে গেল দেহটা।

ভয়ানক দৃশ্য। লেজের বাড়ি মেরে দ্রুত জায়গাটা থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রবিন।

grohon.com

ওর চারপাশে তুমুল লড়াই বেধে গেছে ততক্ষণে। টোটেমদের বিরুদ্ধে ডলফিন। টোটেমদের বিরুদ্ধে হাঙর।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন হাঙর হলো সবচেয়ে পুরানো লড়াকু প্রাণীগুলোর একটা। প্রকৃতি ওদের নিখুঁত শিকারী প্রাণী বানিয়ে পাঠিয়েছে। হত্যার নিখুঁত যন্ত্র। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রায় একই রকম রয়েছে হাঙরের স্বভাব-চরিত্র। এতকাল পরেও অন্যান্য প্রাণীর মত ওদেরকে উন্নত করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি প্রকৃতি। সুতরাং হত্যা ও লড়াইয়ের সময় ওদের আচরণ দেখলে অতি বড় দুঃসাহসীরও প্রাণ কেঁপে ওঠে।

ডলফিনরা ওদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কোটি কোটি বছর আগে ডাঙার জীব ছিল ডলফিন। আর সে-জন্যেই নাকি ডাঙার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে ওদের অনেক মিল। ডাঙা থেকে পানিতে নেমে পানিতে বসবাস করার নিয়ম-কানুন রপ্ত করে নিয়েছে। রপ্ত করেছে খুনী তিমি আর হাঙরের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার কায়দা।

হাঙর আর ডলফিনের একটাই মিল পাওয়া যায় সাগরে—দু'জনেই সাগরের রাজা।

টোটেমরা কোন্ ধরনের সাগরের সঙ্গে পরিচিত, ওদের শত্রু কারা কারা, ওরাই জানে। কিন্তু একটা কথা নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়, পৃথিবীর সাগরের জন্যে মোটেও তৈরি নয় ওরা। গভীর সাগরের দুই রাজকীয় প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার মত দৈহিক গঠন নয় ওদের। না ডলফিনের সঙ্গে পারে, না হাঙরের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে ছত্রাখান করে দিল ওদেরকে চার ডলফিন

আর এক হাঙরে মিলে।

'চলো এবার,' কিশোর বলল। 'অনেক হয়েছে।'

'ওদেরকে দমন করা মোটেও কঠিন না, তাই না?' নিজেকে শক্তিমান বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো জিনা। কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল তার।

ভুস করে পানির ওপর মাথা তুলল রবিন। বুক ভরে টেনে নিল বিকেলের তাজা বাতাস। দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য। দুটো জাহাজকে ছুটে আসতে দেখল।

ব্লেড শিপটা রয়েছে শ'খানেক গজ দূরে। পানির সামান্য ওপরে শূন্যে স্থির হয়ে আছে।

'সময় নষ্ট করা যাবে না,' মুসা বলল। 'আসার সময় যে সব নির্জন দ্বীপ দেখে এসেছি, তারই কোন একটাতে গিয়ে উঠতে হবে। মানুষ হয়ে খানিক বিশ্রাম নেব। তারপর আবার ডলফিন হয়ে সাঁতরে তীরে ফিরব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দুই ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপে পৌঁছাতে পারব কিনা? পারতে চাইলে প্রাণপণে ছুটতে হবে। দ্বীপে পৌঁছতে না পারলে হয় ডলফিনের খোলসে থেকে যেতে হবে চিরকাল, নয়তো পানির মধ্যেই মানুষের রূপ নিতে গিয়ে মরতে হবে। কোনটাই আশা করি পছন্দ হবে না কারও?'

'না, হবে না,' জবাবটা দিল কিশোর। 'জলদি চলো। টপ স্পীড।'

'সময় বোঝো কি করে?' জিজ্ঞেস করল টিটুন।

'মাঝে মাঝে ঘড়ি থাকে সঙ্গে। এখন বুঝতে হবে আন্দাজে।'

'তাহলে, অনুমতি দিলে সময় রক্ষার দায়িত্বটা আমিও নিতে পারি।'

grohon.com

'তোমার কাছে ঘড়ি আছে নাকি?'

'না। তবে সময় বোঝার ক্ষমতা আছে আমার।'

'তাহলে তো ভালই,' মুসা বলল। 'বলো তো দেখি দু'ঘণ্টা হতে আর কত বাকি?'

'নিরাপদ সময়ের প্রায় তিরিশ পার্সেন্ট সময় ব্যয় করে ফেলেছি আমরা,' টিটুন জানাল।

'তিরিশ পার্সেন্ট?' মনে মনে হিসেব করে নিল কিশোর। 'তারমানে মোটামুটি ছত্রিশ মিনিট সময় খরচ করে ফেলেছি আমরা। বাকি আছে এক ঘন্টা চব্বিশ মিনিট...'

কথা শেষ হলো না তার। ঝপাং করে প্রচণ্ড এক শব্দ। ওদের পেছন থেকে এল আওয়াজটা। যেন ওপর থেকে একটা ট্রাক ফেলে দেয়া হয়েছে পানিতে।

'কি পড়ল?' অবাক হলো মুসা।

'বুঝলাম না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বড় কোন জিনিস।'

ছপ্-ছপ্। ছপ্-ছপ্।

'কিসের আওয়াজ?' জিনার প্রশ্ন।

আবার পানির ওপর মাথা তুলল রবিন। দম নিতে নিতে চারপাশে তাকাল। পাশাপাশিই রয়েছে জাহাজ দুটো। এগিয়ে আসছে এখনও। তবে গতি অনেক কম। ব্লেড শিপটা গায়েব। চতুর্দিকে তাকিয়ে আকাশের কোনখানে দেখতে পেল না ওটাকে।

'ব্লেড শিপটা দেখতে পাচ্ছ কেউ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে তারমানে এই নয় যে আশেপাশে নেই ওটা।'

ছপ্-ছপ্। ছপ্-ছপ্।

'কিসের শব্দ?' বুঝতে পারছে না রবিন।

কিশোরও বুঝতে পারছে না। 'যেটারই হোক, এগিয়ে আসছে ওটা।'

হঠাৎ রবিনের মনে পড়ল, ডলফিনের শরীরে রয়েছে সে, অনুভবে মানুষের মত সীমাবদ্ধতা নেই। দ্রুত কতগুলো ইকোলোকেশন সঙ্কেত পাঠাল।

মেসেজে যে চিত্রটা ফিরে এল, সেটা বিস্ময়কর।

'পানিতে রয়েছে। বড় কিছু। অনেক বড়। তিমির মত। তবে তিমির মত করে সাঁতরাচ্ছে না।'

টিটুন বাদে সবাই ইকোলোকেশনের সাহায্য নিল।

'যে জিনিসই হোক, আমাদের দিকেই আসছে,' জিনা বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা। 'বিশাল। দ্রুতগতি। আমাদের পেছনেই লেগেছে।'

ছপ্-ছপ্। ছপ্-ছপ্।

আবার দম নেয়ার জন্যে মাথা তুলল রবিন। ফিরে তাকাল। ওই মুহূর্তে তার চোখে পড়ল, অনেক পেছনে কালচে-লাল একটা জিনিস পানির ওপরে পিঠ তুলে রেখেছে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে পিঠটা। মেরুদণ্ড বরাবর অসংখ্য কাঁটা।

ডুব দিল আবার রবিন। টিটুনকে বলল, 'টিটুন, অদ্ভুত একটা প্রাণীকে দেখে এলাম। পৃথিবীর জীব মনে হলো না ওটাকে। শুধু পিঠ দেখলাম।'

পিঠটা কেমন, বর্ণনা করল রবিন।

'ওটা ঘুরঘা!' টিটুন বলল।

'ঘুরঘা মানে?'

grohon.com

'আমাদের জিথারের অনেকগুলো চাঁদের একটা চাঁদে সাগর আছে। সেটাতে বাস করে ওই প্রাণী। শয়তান ভারেকটা ওখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিল, কল্পনা করতে পারো? ঘুরঘার গায়ের ডি এন এ জোগাড় করেছে।'

'প্রাণীটা দেখতে কেমন, টিটুন?' জানতে চাইল মুসা।

'কি করে বোঝাই? তোমাদের পৃথিবীর প্রাণী সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। তবে এ প্রাণীটা অনেক লম্বা। দেহটা সরু, তবে পেটের কাছে মোটা। অনেক লম্বা মুখ। দাঁতে ভর্তি। চারটে পা আছে। লম্বা সরু লেজ। ঘাড়ের কাছ থেকে শুরু করে মেরুদণ্ড বেয়ে লেজের কাছে চলে গেছে কাঁটার সারি।'

'শুনে তো ড্রাগনের মত মনে হচ্ছে আমার,' কিশোর বলল।

'কিসের মত?'

'ড্রাগন। আমাদের রূপকথার প্রাণী। বাস্তবে নেই।'

'রূপকথার যুগে হয়তো জিথারের চাঁদ থেকেই ড্রাগন নেমে এসেছিল, কে জানে!' অনুমান করল জিনা। 'সেটা দেখেই মানুষ জেনে গিয়েছিল ড্রাগনের চেহারা।'

'হতে পারে!' রবিন বলল। 'যা সব দেখছি, এখন আর কোন কিছুই অবিশ্বাস করার জো নেই।'

'তারমানে, ড্রাগন বাস্তবেও আছে!' মুসা বলল। 'কিন্তু টিটুন, শব্দ শুনে চিনতে পারলে না কেন?'

'কি করে চিনব? দেখিইনি তো কখনও। স্কুলে ঘুরঘার কথা পড়েছি শুধু।'

হাসি পেল মুসার। চারপেয়ে হরিণদেহী জিথারিয়ান কিশোরদের ক্লাসরুমে বসে পড়া মুখস্থ করার দৃশ্যটা কল্পনা করে

হাসিতে ফেটে পড়ত অন্য কোনও সময় হলে। কিন্তু এখন হাসার সময় নয়।

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

'তবে এটা কিন্তু আসল ঘুরঘা নয়,' টিটুন জানাল।

'জানি,' জবাব দিল কিশোর।

'তারমানে তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ কে আমাদের তাড়া করেছে?' অবাক হলো টিটুন। 'তুমি জানো, ঘুরঘার রূপ নিয়ে ভিকুন থ্রী আমাদের মারতে আসছে?'

'জানি। তার কারণ এর আগেও পিশাচটার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। রাক্ষসের রূপ নিয়েছিল সে তখন। তার সঙ্গে লড়াই করেছি।'

'ভিকুন থ্রী'র সঙ্গে লড়াই করেছ? এবং এখনও বেঁচে আছো?' বিস্ময়ের সীমা রইল না টিটুনের। 'তোমাকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, প্রিন্স কিশোর!'

'দেখো, আবারও বলছি, আমাকে প্রিন্স বলবে না। আমার ভাল লাগে না।'

'তা তো হলো,' মুসা বলল। 'কিন্তু এখন এই ঘুরঘা-দানবের হাত থেকে পালাই কি করে? একটা স্পীডবোট হলে ভাল হত।'

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

grohon.com

বাইশ

যে দানবটায় রূপান্তিরত হয়েছে ভিকুন থ্রী, তার ক্লান্তি বলতে যেন কিছু নেই।

কিন্তু ডলফিনের আছে।

ওদের মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে সাঁতরে চলেছে। তাড়া খাওয়ার ফলে সময়টা যেন আরও দীর্ঘ লাগছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। আতঙ্কে ভয়াবহ গতিতে ছুটছে। স্রোতের বিরোধিতা করে এগোনোর সময়ও গতি কমাচ্ছে না বিন্দুমাত্র। তাতে জোর লাগছে বেশি। শক্তি খরচ হচ্ছে বেশি। কাহিল হয়ে আসছে লেজ। সেই সঙ্গে নতুন বিপদ, খিদে তৈরি হচ্ছে পেটে।

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

কিন্তু ঘুরঘাটা ক্লান্ত হচ্ছে না। কখনোই যেন হয় না। গতিও বেশি। এক ফুট এক ফুট করে কাছে এসে যাচ্ছে ক্রমেই।

ওটাকে দেখতে পাচ্ছে এখন ওরা। একেবারে রূপকথার ড্রাগনের মত চেহারা। তবে মুখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে না। পানিতে বোধহয় আগুন বের করতে পারে না ড্রাগন। করলেও লাভ নেই। নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা। লম্বা লেজ নেড়ে, চার পায়ে পানি কেটে

যে গতিতে এগোচ্ছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এত বড় একটা দেহকে এই গতিতে নড়ানোর জন্যে কি পরিমাণ শক্তির দরকার, তারমানে কতখানি শক্তিশালী একটা প্রাণী, ভেবে হাত-পা অসাড় হয়ে আসতে চাইল রবিনের।

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

কথা শোনা গেল ওটার। সবার মগজে বেজে উঠল যেন নীরব কণ্ঠটা। ভয়াবহ অভিশাপের মত শোনাল কথাগুলো। প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশ তপ্ত তরলের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল যেন ওদের মগজে।

'আসছি আমি, সাহসী জিথারিয়ান যোদ্ধার দল,' দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল যেন ভিকুন থ্রী; যদিও সে-রকম দাঁত নেই তার, হিসিয়ে ওঠার মত মুখই নেই। বরং ভারেকদের আসল চেহারার সঙ্গে জোঁকের মিল বেশি। 'তোমাদেরকে আমি ছাড়ব না।'

কণ্ঠটা তোলপাড় তুলল যেন রবিনের পেটের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতিতে। ছাতার মত ফুলে উঠতে লাগল তীব্র ঘৃণা।

পৃথিবীটাকে মরুভূমি বানাতে চায় ভারেকরা। ধ্বংস করে দিতে চায় এর প্রাণীকূল, গাছপালা। গোলাম বানিয়ে রাখতে চায় মানুষকে।

এমনিতে শান্ত স্বভাবের মানুষ রবিন। ঘৃণা, রাগ, ক্ষোভ, আক্রোশ এ সব তার কম। কিন্তু এখন ওসব এত প্রকট হয়ে উঠতে লাগল ভেতরে, অসুস্থ বোধ করতে শুরু করল সে। মগজের মধ্যে যেন জ্বলছে। অদ্ভুত এক আগুন। যেটা বেরোয় না, কিন্তু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় ভেতরটাকে।

'আমি আসছি। তোমরা হবে আমার,' ভিকুন বলছে। 'কি করব

grohon.com

তোমাদের? কন্ট্রোলার বানাব? নাকি স্রেফ গিলে খাব? দেখা যাক, কোনটা করা যায়। তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ছ, বুঝতে পারছি। তোমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে।'

ছপ্-ছপ্। ছপ্-ছপ্।

ডলফিনেরা ক্লান্ত। হাঙররূপী টিটুনের কি অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। ওর ভাবলেশহীন হাঙর-চোখে কোন আবেগ নেই। তবে ভিকুনের কথা শুনে ওর সাঁতারের ধরনটা যেন সামান্য এলোমেলো হয়ে এল।

'টিটুন?' ডাকল কিশোর।

জবাব দিল না টিটুন।

'টিটুন,' আবার বলল কিশোর, 'ওর সঙ্গে আগেও লড়াই বেধেছে আমাদের। ওর এই হুমকিভরা কণ্ঠ আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু ওর মুখোমুখি হয়েও আমরা বেঁচে আছি।'

'ও আমাদের খুন করবে! ও আমাদের খুন করবে!' প্রলাপ বকার মত শোনাল টিটুনের কণ্ঠ। 'প্রিন্স ফুকটুনকে খুন করতে পারে যে, আমাদেরকে তো স্রেফ টিপে মেরে ফেলবে!'

'থেমো না, টিটুন! ভয় দেখিয়ে আমাদের কাবু করতে চাইছে সে। থামাতে চাইছে। ওর কথার জবাব দিও না। যেমন সাঁতরাচ্ছিলে, সাঁতরাতে থাকো।'

কিন্তু ভয় আটকে ফেলেছে টিটুনকে। তবে সেটা অমূলক নয়। বুঝতে পারছে সময়মত দ্বীপে পৌঁছাতে পারবে না ওরা। অন্য প্রাণীর দেহে চিরকালের জন্যে আটকা পড়বে। কোনমতেই বাঁচতে পারবে না তখন ভিকুন থ্রী'র হাত থেকে।

ফিরে তাকাল রবিন।

মাত্র পাঁচ-ডলফিন দূরে রয়েছে দানবটা।

পুড়তে থাকা পেশীগুলোকে আরও খাটানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু আর কথা শুনতে চাইল না ওগুলো। শোনার মত অবস্থাই নেই।

তুমি শেষ রবিন, নিজেকে শোনাল সে, *তোমার জীবনের এখানেই ইতি।*

প্রচণ্ড রাগটা আবার ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠতে আরম্ভ করল ওর। কিন্তু এ ভাবে এত সহজে জীবনের ইতি ঘটিয়ে ফেলতেও নারাজ সে। মগজে এত ঘৃণা নিয়ে মরতে চায় না। তাহলে তার মৃত্যুটা অনেক বেশি উপভোগ করবে ভিকুন থ্রী।

মনটাকে ভেসে যেতে দিল সে। সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল দূরে, বহুদূরে। ওদের বাড়ি! ওদের গোলাঘর! মা! বাবা!

ভাল ভাল দৃশ্য কল্পনা করতে থাকল। ভাবতে লাগল সেই সব দিনের কথা, যখন ওরা তিন বন্ধু মিলে বহু জটিল কেসের সমাধান করেছে; তখনও দেখা হয়নি জিথারিয়ান প্রিন্স ফুকটুন কিংবা পিশাচ-সর্দার ভারেক ভিকুন থ্রী'র সঙ্গে।

ধীরে ধীরে মনে এসে চুইয়ে ঢুকতে লাগল যেন একটা বিশাল দেহ। ঘুরঘার নয়। একটা তিমির। মনের সীমানা ভরিয়ে তুলল বিশাল এক আকৃতি। শান্ত। ভদ্র একটা মন যেন গ্রাস করতে শুরু করল তার মনকে।

তিমিটার গানও শুনতে পেল বলে মনে হলো ওর।

আরি! সত্যিই তো শুনছে মনে হয়! কল্পনা নয় এটা। স্মৃতিও নয়। বাস্তবেই শুনছে। পানি ভেদ করে ছুটে আসছে লম্বিত, গম্ভীর, বিষণ্নতায় ভরা তিমি-সঙ্গীত।

grohon.com

বেশি দূরে নেই তিমিটা।

নিজের মনটা তিমির কাছে খুলে দিল রবিন। মানুষের মন সুপ্ত করে দিল। সরিয়ে দিল। সজাগ করে তুলল ডলফিনের মন। যে মন খেলতে ভালবাসে, লড়াই করতে ভালবাসে, পানি ভেদ করে ছুটতে ভালবাসে ডানা মেলে দেয়া পাখির মত।

দিকে দিকে ইকোলোকেশন সঙ্কেত পাঠাতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেন্ডে হাজারটা করে। সাহায্যের আর্তি জানিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

পুরো ব্যাপারটাই বোকামি। উদ্ভট। অস্বাভাবিক। কিন্তু তারপরেও নীরব আর্তি জানিয়েই চলল সে। দুঃস্বপ্নের মধ্যে শিশু যেমন করে মাকে ডাকে।

দানবটা পিছে লেগেছে! এক মহা পিশাচ! ধ্বংস করতে চায়!

বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! নীরবে ডাকতে লাগল রবিনের ডলফিন মন।

'আশি ভাগ সময় শেষ করে ফেলেছি আমরা,' ঘোষণা করল টিটুন।

'তারমানে মাত্র আর চব্বিশ মিনিট বাকি,' হিসেব করে বলল কিশোর।

'আমি আর পারছি না,' জিনা বলল। 'নড়ছে না আর শরীর। দানবটাও কাছে চলে এসেছে। এখন লড়াই করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

'তাতেও কোন লাভ নেই,' টিটুন বলল। 'জিততে পারব না আমরা।'

'জানি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মরতে হলে লড়াই করে মরব। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকে ওকে ধরতে দেব না আমাদের।'

'এক্কেবারে জিথারিয়ানদের মত কথা,' টিটুন বলল। 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিল। মাত্র দেখা হলো। ইস, এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা যদি এ ভাবে শেষ না হত!'

'এক থেকে তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াবে,' কিশোর বলল।

'এক!'

'দুই!'

'তিন!...চলো!'

থেমে গেল সবাই। ঘুরে দাঁড়াল ঘুরঘাকে আক্রমণ করার জন্যে।

'কিশোর!' রবিন বলল। 'তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম...'

ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

দানবটা ছুটে এল ওদের দিকে।

ভয়ে কাঁপতে লাগল রবিন। কিন্তু এতই ক্লান্ত, ছুটে পালানোরও শক্তি নেই।

বাঁচাও! বাঁচাও! শেষবারের মত আকূল আবেদন জানাল সে। কার কাছে, বলতে পারবে না। ডলফিনের সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ডাকছে এভাবে। বোধহয় স্বজাতিকে। কিংবা প্রকৃতিকে। যে প্রকৃতি তাকে জন্ম দিয়েছে। যদিও জানে, তার ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ বাঁচাতে আসবে না তাকে।

তারপর হাল ছেড়ে দিল সে।

grohon.com

'গুড-বাই' জানাল জীবনকে।

তেইশ

'তোমাদের নিয়ে কি করব আমি বলি,' ভিকুন থ্রী বলল। 'এতটা পথ তাড়া করে এসে খিদে পেয়ে গেছে আমার।'

ওদের দিকে ছুটে এল সে।

ওরাও ছুটে গেল তার দিকে।

সাগরের তলদেশ থেকে উঠে এল বিশাল একটা কালো ছায়া।

কালো। লম্বা। বিশাল। ঘুরঘার চেয়েও বড়।

থাম্প করে প্রচণ্ড এক শব্দ!

থরথর করে কেঁপে উঠল ঘুরঘা। ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল যেখানে ছিল সেখনেই।

দ্বিতীয় আরেকটা কালো ছায়া দেখা গেল প্রথমটার পাশে।

আবার শব্দ হলো থাম্প করে।

'বড় মিয়া! বড় মিয়া!' শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিসফিস করে বলল রবিন।

'তিমি! তিমি!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

একটা দুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা তিমি এসে হাজির হয়েছে।

প্রথম যে দুটো মদ্দা তিমি আঘাত হেনেছে ওগুলোর মাথাকে

দানবীয় হাতুড়ি বললে ভুল হবে না। স্পার্ম তিমি। ষাট ফুট লম্বা। পঁয়ষট্টি টন ওজন, প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ির সমান।

ডুব দিয়ে সাগরের গভীর তলদেশে চলে গিয়েছিল ওরা। সেখান থেকে গতি সঞ্চয় করতে করতে তীব্র গতিতে উঠে এসেছিল আঘাত হানার জন্যে। ভয়ঙ্কর গতিতে মাথা দিয়ে গুঁতো মেরেছে অন্য গ্রহের সাগর থেকে আসা দানবটাকে।

ঘুরঘাটা বড়। শক্তিও অনেক। কিন্তু জীবন্ত কোন প্রাণীই একশো তিরিশ হাজার পাউন্ড ওজনের একাধিক প্রাণীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না।

মাথার গুঁতো তো আছেই, সেই সঙ্গে শুরু হলো লেজের ঝাপটা। সে-আঘাতে কংক্রীটের দেয়াল গুঁড়িয়ে যাবার কথা, আর ঘুরঘা তো একটা জীবন্ত প্রাণী। আঘাতের পর আঘাত। দুটো বিশাল মদ্দা স্পার্ম, একটা মদ্দা হাম্পব্যাক, আর দুটো তূলনামূলক ভাবে ছোট মাদী মিলে নাস্তানাবুদ করে ফেলল ঘুরঘাকে।

মদ্দা দুটো আবার ডাইভ দিল। গুঁতো মারার জন্যে উঠে আসবে।

ব্যথায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে জিথারিয়ান চাঁদের ড্রাগন-চেহারার ঘুরঘা। তার আর্তচিৎকার আর রাগ প্রতিধ্বনি তুলছে গোয়েন্দাদের ডলফিন মগজে।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'কেমন এখন? হাহ্ হাহ্ হা!' হাসতে লাগল জিনা।

'আহারে বেচারা ভিকুন থ্রী!' হেসে বলল মুসা। 'তিমির গোষ্ঠীকে তার পছন্দ হয়নি। ইস!'

বেশ কিছুদূর পর্যন্ত ঘুরঘাকে তাড়া করে গেল তিমির দল।

grohon.com

তারপর থামল।

খুনী হিসেবে একেবারেই আনাড়ি তিমিরা, একমাত্র খুনী তিমি বাদে। ঘৃণা নেই। ধ্বংসাত্মক মনোভাব নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাম্পব্যাক তিমিটা ফিরে এল। রবিনের পাশে ভেসে থেকে বিশ্রাম নিতে লাগল। চিনতে পেরে অবাক হলো রবিন। সেই তিমিটা, সেদিন যেটাকে হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল।

ধন্যবাদ দিতে চাইল রবিন। কিন্তু মানুষের শব্দ বোঝে না তিমিরা। মানুষের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। তবু, চেষ্টার ত্রুটি করল না রবিন।

'ধন্যবাদ, বড় মিয়া!'

তিমিরা কতখানি বুদ্ধিমান, মানুষের মত বুদ্ধিমান কিনা, এ সব নিয়ে যারা প্রচুর তর্ক করে, অকারণে করে। অত বুদ্ধিমান নয় ওরা। তিমিরা মানুষের মত কোনদিন বই পড়তে পারবে না, অংক করতে শিখবে না, রকেট বানাতে পারবে না, কোন সন্দেহ নেই তাতে। এ সব ব্যাপারে মানুষ তাদের চেয়ে অনেক ওপরে। পৃথিবীতে সবার সেরা মগজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।

কিন্তু মানুষের মত বুদ্ধিমান নয় বলেই তিমিদেরকে মহান না ভাবার কোনও কারণ নেই। গান গাওয়ার জন্যে শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না ওদের। শব্দ ছাড়াই মনের কথাটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পারে। আত্মা জিনিসটা কি ঠিক বোঝে না রবিন। কিন্তু এটা বুঝল মানুষের যদি এ জিনিসটা থেকে থাকে, তাহলে তিমিরও আছে।

বাঁচানোর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে এসেছে বলে

তাকে ধন্যবাদ দিতে চাইল রবিন। কিন্তু যখন ওর বিশাল মনটাকে রবিনের ডলফিন মনের কাছে মেলে দিল তিমিটা, জেনে অবাক হয়ে গেল রবিন। তিমিটা শুধু তার ডাকে সাড়া দিত না। দিতে পারত না। সাগরই তাকে পাঠিয়েছে, অপরিচিত এক ঘৃণিত প্রাণীকে শায়েস্তা করার জন্যে। যেহেতু সাগর ঘুরঘাকে চেনে না, তাকে গ্রহণ করতেও রাজি নয়। সাগরের প্রাণিজগতের তালিকায় ঘুরঘার চিত্র আঁকা নেই।

এ সব কথা কাউকে বলল না রবিন। এমনকি কিশোরকেও না। যদি বুঝতে না পারে? যদি পাগল ভেবে বসে তাকে?

'দুই ঘণ্টা সময় প্রায় শেষ,' ঘোষণা দিল টিটুন।

'আমার মনে হয়, মানুষ হয়ে তিমিটার পিঠে বসে থাকতে পারব আমরা,' রবিন বলল। 'মানুষ থেকে আবার ডলফিনে ফিরে যাওয়ার জন্যে যেটুকু সময় দরকার, সেটুকুও পাওয়া যাবে। সুযোগ দেবে আমাদেরকে সে।'

দেবে কি দেবে না সেটা পরের কথা। রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। সময়টা শেষ করে দিলে চিরকাল ডলফিনের দেহেই বাস করতে হবে। কথা না বাড়িয়ে দ্রুত মানুষের দেহে ফিরে আসতে লাগল ওরা। টিটুন ফিরে এল তার জিথারিয়ান শরীরে। তিমিটার পিঠে উঠে বসল পাঁচজনেই।

ঘুমিয়ে পড়ল রবিন। শুনলে মনে প্রশ্ন জাগবে, এ রকম একটা সাংঘাতিক প্রতিকূল পরিবেশে ঘুমানো কি সম্ভব? কিন্তু দেখা গেল সম্ভব। মুহূর্তে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল সে। শরীরটা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার। দৈহিক ভাবে তো বটেই, মানসিক ভাবেও। একজন মানুষের যত ভাবে পরিশ্রান্ত হওয়া সম্ভব, সবই হয়েছে

grohon.com

তার ক্ষেত্রে।

ঘুম ভাঙতে দেখল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। সৈকত দেখতে পাচ্ছে। সৈকত ধরে খানিক দূরে দৃষ্টি সরতেই নদীর মোহনা দেখতে পেল।

চুপ করে বসে থাকেনি তিমিটা। ওদের পিঠে নিয়ে সাঁতরেছে। ওদেরকে যে তীরে পৌঁছে দিতে হবে, এ কথাটা কি করে বুঝেছে বুদ্ধিমান প্রাণীটা, সে-ই জানে।

সারা গা ভেজা। সাগরের নোনাপানি তো আছেই, তার সঙ্গে মিশেছে তিমির ব্লো-হোল দিয়ে বেরিয়ে আসা গন্ধযুক্ত ফোয়ারার পানি। বাতাস ঠাণ্ডা। কারণ সূর্য অস্ত গেছে।

কিন্তু অভিযোগের কিছু নেই। ভিকুন থ্রী'র খাবার যে হতে হয়নি, তাতেই খুশি সে।

কিশোরকে তিমির পিঠে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থাকতে দেখল রবিন। সে তাকাতেই হাসল কিশোর।

'দিন একটা গেল বটে, তাই না?' কিশোর বলল।

রবিনও হাসল। 'হ্যাঁ।'

'জিতে গেছি আমরা। জিথারিয়ানকে বাঁচিয়েছি। নিজেরাও প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছি।'

'কোনমতে আরকি।'

'তোমার ধারণাই ঠিক হলো। তিমির দেয়া তথ্য তুমি ঠিকই বুঝেছিলে। ওটা অনুমান কিংবা কল্পনা ছিল না। বাস্তবেই তথ্যটা তোমাকে দিয়েছিল তিমিটা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'মুসা কি বলে?'

'জীবনে আর এ সব কাণ্ড করতে যাব না আমি,' মুসার জবাব

মুসাই দিল। 'হাজারখানেক তিমি মিলে কোন তথ্য দিলেও না।'

'কথাটা এই নিয়ে দু'হাজারবারের বেশি বলেছে সে,' হেসে বলল জিনা। 'বহু আগে থেকেই ওর এই কথার হিসেব রাখা বন্ধ করে দিয়েছি আমি।'

মৃদু হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'ডলফিন হওয়াটা দারুণ মজার, তাই না? তোমরা হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবে না। হয়তো বলবে, এ ভাবে ঝুঁকি নেয়াটা মোটেও ঠিক হয়নি আমাদের।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। 'ঠিক হয়েছে কিনা, বলতে পারব না। কিন্তু এ ছাড়া আর কি-ই বা করার ছিল আমাদের? ইচ্ছে করে তো আর হতে যাইনি। লড়াইটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে ভারেকরা। আর, টিটুন যে কাহিনী শুনিয়েছে, তারপরে তো লড়াই না করে কোন উপায়ই নেই। প্রাণীশূন্য, গাছপালাহীন মরু পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ মানবজাতি হয়ে কোনমতেই বাঁচতে চাই না। আমি চাই পৃথিবীটা এখন যেমন রয়েছে তেমনি থাকুক। তবে ভারেক বর্জিত।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিক। ডলফিনদের জিজ্ঞেস করে দেখো, ওরাও একবাক্যে বলবে: *আমাদের যত খুশি ব্যবহার করো। কিন্তু ভারেক তাড়াও। ওদের আমরা চাই না।* কোন প্রাণীই পৃথিবী থেকে তাদের উচ্ছেদ হতে হবে শুনলে খুশি হবে না। রুখে দাঁড়াবে।'

'তা ঠিক।'

কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগল রবিন, ডলফিনদের বোঝানোই যাবে না, কি নিয়ে এত অস্বস্তিতে ভুগছে ওরা। কোন্ কারণে এত

grohon.com

অস্থির, এত উত্তেজিত। ওরা মানুষ বলে বুঝতে পারছে। এই মুহূর্তে রবিনের মনে হতে লাগল, মানুষ না হয়ে ডলফিন হয়ে থাকাটাই বরং অনেক আরামের হত। দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কোন চিন্তা থাকত না। তবে সেটা খাঁটি ডলফিন হলে। ওরা যে ভাবে রূপান্তরিত হয়ে আছে, ডলফিনের দেহে মানুষের মন, এ ভাবে থাকলে কোন লাভ নেই। যে প্রাণীতেই রূপান্তরিত হোক, মানুষের মনটা সেখানে ঢুকে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণা আরও বাড়ে।

'আমরাও চিরকাল ভারেকের গোলাম হয়ে থাকতে চাই না,' আগের কথার খেই ধরে বলল কিশোর। 'ওদের আমরা তাড়াবই পৃথিবী থেকে। জিততে ওদের কোনমতেই দেব না। জিথারিয়ানদের মত আমরাও ওদের দখল করতে দেব না আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীটাকে। লড়াই করে যদি মরতে হয়, তা-ও সই। কিন্তু গোলাম হব না। কি বলো তোমরা?'

নির্দ্বিধায় তার সঙ্গে একমত হয়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল সবাই: *নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!*

চব্বিশ

তিমির পিঠ থেকে নেমে আরও একবার ডলফিনে রূপান্তরিত হলো

ওরা। মোহনা দিয়ে সাঁতরে ঢুকল নদীতে। চলে এল সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে পানিতে নেমেছিল ওরা। অগভীর পানিতে এসে থামল। মানুষে রূপান্তরিত হলো আবার।

'আহ্, মানুষ হতে পেরে কি যে ভাল লাগছে,' শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল কিশোর।

'সত্যি কি মানুষ হয়েছি?' নিজের দেহের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'বিশ্বাস হচ্ছে না। বেঁচে যে আছি, সেটাই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

প্রাণ খুলে হাসতে চাইল সবাই। কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত, বেশি হাসতে পারল না।

গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে যাওয়া কাপড়-চোপড় আর জুতোগুলো বের করল ওরা। পরতে শুরু করল। ভেজা, কাদা মাখা পা মোছারও প্রয়োজন বোধ করল না রবিন। কোনমতে জিনস পরে, সোয়েটশার্টটা মাথার ওপর দিয়ে টেনে নামিয়ে জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিল।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' খুব কাছে থেকে কৌতূহলী চোখে দেখতে দেখতে টিটুন বলল, 'গায়ে ওসব জড়াচ্ছ কি কারণে?'

'জড়াচ্ছি মানে?' জিনা বলল, 'পরছি, পরছি। এ সব আমাদের পোশাক।'

'দরকার কি পরার? পরিবেশের বৈরিতা থেকে রক্ষা করে এগুলো তোমাদের?'

'তা কিছু কিছু করে। তবে আমাদের সমাজে ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ানোটা মানুষ পছন্দ করে না।'

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ হলো। ভারে নুয়ে পড়ল একটা পাতাবহুল ডাল।

grohon.com

'কে? জ্যাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। তাহলে একজন জিথারিয়ানকেই খুঁজে পেলে।'

'হ্যাঁ। জ্যাকি, ওর নাম টিটুন। এটা ওর ডাক নাম।...টিটুন, ওর নাম জ্যাকি। আমাদের বন্ধু। আমাদের দলের লোক।'

'মানুষ হচ্ছে না কেন ও?' জিজ্ঞেস করল টিটুন।

'এ ভাবে থাকতেই ভাল্লাগে আমার,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল জ্যাকি। 'তাই চিরকালের জন্যে বাজপাখির খোলসে ঢুকে পড়েছি।'

চমকে গেল জিথারিয়ান কিশোর। 'তুমি রূপান্তরের ফাঁদে আটকা পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

কিশোরের দিকে তাকাল টিটুন। এক এক করে সবার ওপরে ঘুরে এল তার চোখ। মূল চোখ দুটো বিষণ্নতায় ভরা। অবশেষে জ্যাকিকে বলল, 'আমার ভাই প্রিন্স ফুকটুনের উপহারের চরম মূল্য দিতে হলো তোমাকে। রূপান্তরের খেসারত।'

'প্রিন্স ফুকটুন তোমার ভাই ছিলেন?' জ্যাকির জ্বলজ্বলে বাজপাখির চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে আমার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।'

'কথা পরেও বলতে পারবে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'একটা বড় সমস্যার এখন সমাধান করা দরকার। টিটুনকে নিয়ে কি করব আমরা? ওকে নিয়ে তো শহরেই ঢুকতে পারব না, মানুষের জ্বালায়।'

'আমাদের ফার্মে চলে আসুক বরং,' রবিন বলল। 'ওর ডোম শিপের চেয়ে খুব খারাপ হবে না জায়গাটা। মাঠ আছে। তৃণভূমি, বন, ঝর্ণা সবই পাবে। যদিও পৃথিবীর। ওখানে ছাড়া ওকে লুকিয়ে

রাখার আর তো কোন জায়গা দেখছি না আমি।'

'সেটা তো পরের কথা,' মুসা বলল। 'এখান থেকে নেব কি করে ওকে, সেই সমস্যারই তো কোন সমাধান হলো না। নীল চামড়ার হরিণের দেহ, চার চোখ আর লেজে ছুরি বাঁধা কারও সঙ্গে রাস্তায় আমাদেরকে হাঁটতে দেখলে লোকে তো পাগল বানিয়ে ফেলবে।'

'রূপান্তরিত হয়ে চলে গেলেই পারি,' টিটুন বলল।

'তা নাহয় হলে,' জিনা বলল। 'কিন্তু কোন্ প্রাণী?'

জিনাকে অবাক করে দিয়ে তার কাছে হেঁটে এল টিটুন। বহু আঙুলওয়ালা একটা হাত রাখল তার মুখে। মোলায়েম স্বরে বলল, 'যদি কিছু মনে না করো।'

কেমন ঘুম ঘুম লাগল জিনার। যেন তন্দ্রার ঘোরে চলে যাচ্ছে।

টিটুন কি করছে, বুঝতে পারছে সে। তার ডি এন এ জোগাড় করছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে তুমি জিনা হয়ে যেতে চাও?'

মুসার কাছে গিয়ে তার মুখেও হাত রাখল টিটুন।

এক এক করে সবার ডি এন এ-ই জোগাড় করল সে। কিশোর, মুসা, রবিন, জিনা—চারজনেরই।

তারপর শুরু করল রূপান্তর।

গত কিছুদিনে অনেক অদ্ভুত রূপান্তর দেখেছে গোয়েন্দারা। কিন্তু এখনকারটা সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। জন্তুতে পরিণত হচ্ছে না টিটুন। মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। এমন একজন মানুষ, যাদের ওরা সবাই চেনে, আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্তু চারজনকে

grohon.com

একসঙ্গে, মিলিত রূপে দেখতে পাবে, কোনদিন কল্পনাই করেনি।

সামনের পা জোড়া কুঁকড়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করল টিটুনের। পেছনের পা জোড়া হয়ে উঠল ভারী, শক্তিশালী। হঠাৎ করেই জিথারিয়ান মুখের জায়গায় ফুটে উঠল মানুষের মুখ।

ছুরি বাঁধা বিচ্ছুর লেজটা গায়েব হতেই দুই পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে।

'আরে আরে, ঘুরে দাঁড়াও,' বলে উঠল রবিন। 'ওর গায়ে তো পোশাক বলতে কিছু নেই।'

'ও কি ছেলে হবে, নাকি মেয়ে হবে?' মুসার প্রশ্ন।

'আরে যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে। আগে ঘোরো তো অন্য দিকে,' তাগাদা দিল রবিন।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। একেবারে সময় মত।

'টিটুন,' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কিশোর বলল, 'ঝোপের মধ্যে বাড়তি শার্ট-প্যান্ট পাবে। পরে নাও। আমাদের কারও দরকার হতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছিলাম।'

কয়েক মিনিট পর ঘুরে দাঁড়াল সবাই। হাঁ করে তাকিয়ে রইল টিটুনের দিকে।

শার্টটা তেরছা হয়ে ঝুলছে। বোতামগুলো ঠিকমত লাগাতে পারেনি। প্যান্টটা পরেছে উল্টো করে, চেনের দিকটা পেছন দিকে দিয়ে।

'নতুন হিসেবে ভালই হয়েছে,' হেসে বলল কিশোর। 'দু'চারবার প্র্যাকটিস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। টিটুন, তুমি ছেলে হয়েছ না মেয়ে?'

'আমি তো পু-পু-পু-রুষ হওয়ার ইচ্ছাই করেছি,' বলতে গিয়ে

হঠাৎ থেমে গেল টিটুন। মুখের গঠনের কারণে অবাক। জিথারিয়ানদের মুখে ঠোঁট নেই। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে ওর কাছে।

'পুরুষ হতেই চেয়েছি আমি, তার কারণ আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছি। ঠিক করিনি?' কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে ওর। অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে। জিভ বের করে সামনে ঠেলে দিল সে। 'অদ্ভুত!'

'ঠিকই করেছ,' কিশোর বলল। 'পুরুষের মেয়ে হতে ভাল লাগার কথা নয়। জিনা, তোমার কি মনে হয়?'

'আমার আর কি মনে হবে? মেয়ে হয়েও তো কতকাল আমি শুধু ছেলে সেজে থেকেছি। তবে ইদানীং আর মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে দুঃখ হয় না। কিছু কিছু ব্যাপারে তো বরং ভালই লাগে।'

'হুঁ। জিনা, এখন দয়া করে আবার একটু ঘোরো তো। আমরা ওর প্যান্টটা একটু ঠিক করে পরিয়ে দিই।'

আবার যখন ফিরে তাকাল জিনা, পোশাকগুলো স্বাভাবিক ভাবেই পরে থাকতে দেখল টিটুনকে।

আজব একটা চেহারা হয়েছে তার। তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ের মিশ্রণ। তার মধ্যে চারজনের দেহের রঙ আর গঠনের পার্থক্য। বেশি লম্বাও হয়নি, বেশি খাটোও না। বেশি ফর্সাও নয়, আবার বেশি কালোও না। চুল মাঝারি ধরনের কোঁকড়া। কালো আর তামাটের মিশ্রণ।

মানুষই সে। তবে কেমন যেন আজব মানুষ।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' উচ্চারণ স্পষ্ট হয়নি এখনও। কথার জড়তা কাটেনি। পাশে তাকাতে গিয়ে ঘাড় ঘোরাতে পারছে

grohon.com

না। জিথারিয়ানদের মাথার ওপরে বসানো বাড়তি দুটো চোখের সাহায্য চাইছে। কিন্তু সে-দুটো তো নেই।

হেসে ফেলল মুসা। ওরা যখন অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, প্রথম দিকে এমনই করে। টিটুনও জিথারিয়ান থেকে মানুষ হয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি এখনও।

'চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে,' মুসা বলল। 'কিন্তু মিয়া, যে ভাবে কথা বলছ, আর যা চেহারা নিয়েছ, রাস্তায় গেলে তোমার দিকে লোকের তাকানো বন্ধ করা যাবে না। তবে নীল হরিণের চেয়ে ভাল, এই যা।'

আগে বাড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো টিটুনের।

তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল কিশোর। 'ভুলে যাচ্ছ, এখন তোমার মাত্র দুটো পা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। দুটো। এত কাঁপে। ভর দিয়ে দাঁড়াতে খুব অসুবিধে হয়। পুরো দেহের ভার আরাম করে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক,' মুসার হাসিটা বাড়ল। 'আমরা মানুষেরা হলাম গিয়ে কাঁপুনে জাতি।'

'ওসব চলতে চলতেই ঠিক হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'কাঁপুনি-টাপুনি সব বন্ধ হয়ে যাবে। চলো এখন, যাওয়া যাক।'

'টিটুন,' সাবধান করে দিল ওকে রবিন, 'খবরদার। রাস্তাঘাটে কারও সঙ্গে কথা বলতে যেও না কিন্তু। সন্দেহ জাগিয়ে দেবে। ঠিক আছে?'

পঁচিশ

দুই দিন পরের ঘটনা।

বার বার রূপান্তরিত হওয়া আর বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের ধকল বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে উঠেছে ওরা। টিটুনকে নিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে খামারের দূরতম প্রান্তের একটা ছাউনিতে রেখেছে রবিন।

রাত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে। তারপর সী-গালে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল চিড়িয়াখানার দিকে।

বন্ধ হয়ে গেছে চিড়িয়াখানা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু প্রহরী ছাড়া লোকজন আর কেউ নেই। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ রূপে এখন গেট দিয়ে ঢুকতে গেলে বাধা দিত ওরা রবিনকে, কোনমতেই ঢুকতে দিত না। কিন্তু সী-গালের টিকেট লাগে না। প্রহরীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

ডলফিনের ট্যাংকের কাছে নেমে আবার মানুষে রূপান্তরিত হলো সে। এখানে আলোটালো কিছু নেই। কেবল আকাশের ফালি চাঁদের আলোতে যতখানি আলোকিত হয়েছে। তবে তাতেও ডলফিনদের ছায়া দেখতে পেল পানিতে। ওদের সাঁতার কাটতে শুনল। একটা ডলফিন কিনারে এসে মুখ বাড়িয়ে দিল কৌতূহলী

grohon.com

হয়ে। দেখতে চাইছে, এত রাতে এই মানুষের ছেলেটা সন্দেহজনকভাবে এখানে ঘোরাফেরা করছে কেন?

'হাই,' মোলায়েম স্বরে বলল রবিন। 'সরি, তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসতে পারিনি। আনার উপায় ছিল না।'

পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে করে ট্যাংকের মধ্যে নেমে পড়ল সে। দেহটা ডুবে গেল ঠাণ্ডা পানিতে।

প্রথমটা সহ আরও দুটো ডলফিন দেখতে এল তাকে। কি করছে বুঝতে চাইল। ওদের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয় নতুন। অস্বাভাবিক। এত রাতে আজব একটা মানুষের ওদের সঙ্গে পানিতে নেমে পড়াটা নিশ্চয় নতুন ধরনের কোনও খেলা।

রূপান্তরিত হতে শুরু করল রবিন।

কৌতূহল বাড়ল ডলফিনগুলোর। বাকি তিনটা ডলফিনও সাঁতরে চলে এল ওর কাছে। ছ'টা ডলফিনই এখন ওকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে লাগল ও কি করে।

ধীরে ধীরে ওদেরই একজন হয়ে গেল রবিন।

কাজটা সে কেন করতে এল, জবাব দিতে পারবে না। বাকি সবাই শুনলে বলবে, বোকামি করেছে সে। কোনও কারণ ছিল না এ ভাবে এসে ডলফিন হওয়ার।

কিন্তু রবিনের মনে হয়েছে ডলফিনগুলোকে কিছু বলা দরকার। কিছু জানানো দরকার। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা দরকার। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ওরা থাকতে পারবে না, থাকতে দেবে না ভারেকরা, কোন ভাবে বোঝা না দরকার—যাতে প্রতিরোধ করতে পারে।

কিন্তু ডলফিন হয়ে যাওয়ার পর মানুষের এ সব চিন্তা-ভাবনা, এ সব উদ্বেগ আর ঠিকমত কাজ করতে চাইল না। কি জন্যে

এসেছে সে এখানে, সেটা মনে করাই কঠিন হয়ে পড়ল।

ভয়, উদ্বেগ, অপরাধবোধ, সব উধাও হয়ে গেল।

একটা ডলফিন এসে ওর গায়ে আলতো গুঁতো দিয়ে তীরবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল। পানি ফুঁড়ে শূন্যে উঠে গেল ওটার দেহ। একটা মুহূর্ত যেন ঝুলে থাকল বাতাসে। তারপর ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

তার সঙ্গে খেলতে ডাকছে ডলফিনটা। নাচতে ডাকছে।

একে একে যোগ দিয়ে ফেলল বাকি ডলফিনগুলো।

রবিনও যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

মানব-মনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয় সব চলে গেছে।

যাক না! কিছুটা সময় যদি এত শান্তিতে কাটানোই যায়, ক্ষতি কি?

-: শেষ :-